নির্দেশিকা

কালীপুজো এবং দীপাবলিতে রাত ৮টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে সবুজ বাজি পোড়ানো যাবে। লালবাজারের নির্দেশিকা। ছটপুজোয় সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বাজি ফাটানোর অনুমতি

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বৃষ্টির সঙ্গে পারদপতন

ফের হাওয়া বদল। সপ্তাহশেষে বৃষ্টির সম্ভাবনা। দখিনা বাতাস, পশ্চিমি হাওয়া এবং উত্তর ভারতের শীতল হওয়ার সংঘর্ষে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে এর মধ্যে পারদপতনও হচ্ছে শহর জুড়ে

ডিজিটাল যোদ্ধায় একদিনে হল ৫০ হাজার রেজিস্ট্রেশন

দেশের সেরা স্কুলের তালিকায় যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, যোধপুর পার্ক

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৪২ ● ১৮ অক্টোবর, ২০২৫ ● ৩১ আশ্বিন ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 142 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 18 OCTOBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

পরপর ৫ কালীপুজোর উদ্বোধন ▪ কুৎসার কড়া জবাব মুখ্যমন্ত্রীর

গদি মিডিয়াকে তুলোধোনা

প্রতিবেদন : আমার কথার অপব্যাখ্যা করেছে এক শ্রেণির গদি মিডিয়া। আমি বহিরাগত বলতে একটি রাজনৈতিক দলকে বোঝাতে চেয়েছি। কিন্তু যাঁরা এখানকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা, তাঁরা আমাদের কলকাতার মানুষদের থেকে কোনও অংশে কম নন। বরং অনেক বেশিই কলকাতার। শুক্রবার কালীপুজো উদ্বোধনে গিয়ে বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন তিনি প্রথমে গিরিশ পার্ক ফাইভ স্টার স্পোর্টিং ক্লাব, জানবাজার সম্মিলিত কালীপুজো সমিতি ও শেক্সপিয়র সরণি ইয়ুথ ফ্রেন্ডস ক্লাব এবং ইন্ডিয়া ক্লাব, ভবানীপুর ভেনাস ক্লাবের পুজোর উদ্বোধন করেন। গদি মিডিয়ার বিরুদ্ধে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গদি মিডিয়া কথার অপব্যাখ্যা করেছে। আমি বাংলাকে ভাল চিনি। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ড ভাল চিনি। কোন সম্প্রদায়ের মানুষ কোথায় থাকে জানি। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রয়েছেন তাঁদের জন্য আমি বলিনি। ভোটের সময় বিজেপি বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসে। কোভিডের সময় কেউ যখন বেরত না, আমি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। এখানকার যাঁরা ভোটার তাঁরা এখানকার নাগরিক, আমি তাঁদের কথা বলিনি। তাঁরা যে কোনও রাজ্যের হতে পারেন। আমি কাউন্সিলরদের বলেছি। বকেছি। এই যে কলকাতার কিছু কিছু জায়গায় অতিবৃষ্টির (এরপর ৭ পাতায়)

▪ গিরিশ পার্ক ফাইভ স্টার স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্গনওয়াড়ি-আশা কর্মীদের স্মার্টফোন কিনতে ১০ হাজার

প্রতিবেদন : কালীপুজোর আগেই আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, প্রত্যেক অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা কর্মীকে স্মার্টফোন কিনতে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। টাকা সরাসরি চলে যাবে কর্মীদের অ্যাকাউন্টে। বর্তমানে রাজ্যে ১ লক্ষ ৫ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও ৭২ হাজার আশা কর্মী রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা ভীষণ ভাল কাজ করছেন। তাঁদের জন্য অসংখ্য মানুষ উপকৃত হন। তাঁদের কাজ আরও সহজ ও কার্যকর করতে এবার রাজ্য সরকার স্মার্টফোন কিনতে ১০ হাজার টাকা করে দিচ্ছে।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

আমলাশোল

আমি আমার অবিশ্রান্ত ধারার
শান্ত ঝরনার পথিক,
আমি আমার ক্রান্তি সূর্যের
পথচলা এক সৈনিক।

আমি আমার নিজস্ব স্রোতে
ঢেউয়ের মাঝেও খরা
আমি আমার পথ দিগন্তে
মাটির রাস্তায় ভরা।।

আমি আমার সকাল সন্ধে
ভাত-মুড়ির গন্ধে বাঁচি
অনাহারের আমলাশোলে দেখছি
ঝরনার জলে হাসি-রাশি।

নদী-ঝরনা-পাহাড়-টিলায়
আমলাশোল বড় সুন্দর
কাকড়াঝোর-আমঝরনা-জাবিয়া
গ্রামগুলো-সুন্দর-ঝর্ঝর।

মানুষগুলো বড় চেনাশোনা
ওরা আমাদের আপন
উন্নত হোক ওদের জীবন
জীবন প্রকৃতির সৃজন।।

কেন্দ্রই বলছে কলকাতা দেশের নিরাপদতম শহর

প্রতিবেদন : দেশের মধ্যে কলকাতাই সব থেকে নিরাপদ শহর। কালীপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে ফের বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার জানবাজারে এবং শেক্সপিয়র সরণি থানার সামনে কালীপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে তিনি বলেন, এখানে কোনও ঘটনা ঘটলেও আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিই। আপনারা জানেন একটি ঘটনা ঘটেছে, অ্যাকশন হয়েছে। বিজেপি এটাতে রাজনীতি করছে। মেয়েটির বাবা বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা আছে। অথচ এরা বলছে এখান থেকে মেয়েকে নিয়ে চলে যান। বাংলা সেফ নয়! এই রাজনীতি করছে। বিজেপি ধর্মের নামে অধর্মের রাজনীতি করছে। আমরা বাংলায় সকলকে নিয়ে চলি। এখানে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। আমি সব ধর্মের অনুষ্ঠানে যাই। তাতে বিজেপির কী! অন্য রাজ্যে যখন কোনও ঘটনা ঘটে তখন গদি মিডিয়া দেখতে পায় না। আর এখানে একটা ছোট ঘটনা ঘটলেও বলে বাংলা সেফ নয়! বাংলা কসমোপলিটন সিটি।

এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান হলেন শোভন

প্রতিবেদন : কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ও মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়কে এনকেডিএ বা নিউ টাউন-কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হল। বুধবার নবান্ন থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গে শোভনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘ বৈঠক হয়। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়।

ফের কথা দিয়ে কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী

স্বজনহারাদের অর্থসাহায্য, নিয়োগপত্র

প্রতিবেদন : দুর্গাপুজোর ঠিক আগে একরাতের রেকর্ডভাঙা বৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল শহর কলকাতার ১২ জনের প্রাণ। শুক্রবার শহরে কালীপুজোর উদ্বোধন থেকে তাঁদের পরিবারের হাতে সরকারের তরফে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও প্রত্যেক পরিবারের একজনের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিকেলে শেক্সপিয়র সরণিতে কালীপুজো উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে স্বজনহারা পরিবারগুলিকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ও পরিবারপিছু একজনকে হোমগার্ডের চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। ভার্চুয়াল মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে দার্জিলিংয়েও মৃত ৩ জনের পরিবারকেও ক্ষতিপূরণ ও নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তরের ভয়াবহ বন্যায় আরও মানুষের প্রাণহানি হতে পারত। কিন্তু উৎসবের মরশুমেও দুর্যোগের মধ্যে (এরপর ১০ পাতায়)

▪ দুর্যোগে মৃতদের পরিজনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
18 October, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯০৬ লেডি রাণু মুখোপাধ্যায় (১৯০৬-২০০০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। রাণুর ভাল নাম প্রীতি অধিকারী। বাবা ফণিভূষণ অধিকারী, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের নামজাদা অধ্যাপক। মা সরযূবালা রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ পাঠিকা ও অনুরাগিণী। রবীন্দ্রনাথের ভরা সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল মাত্র আট বছরের সময়সীমার মধ্যে। অল্প কিছু বছরের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী মৃণালিনী, কন্যা রাণু এবং কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রকে হারিয়েছিলেন। ফলে পিতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মনে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, সেখানে হঠাৎই ফণিভূষণের কন্যা রাণু যেন রবীন্দ্রনাথের সেই হারিয়ে যাওয়া কন্যা 'রাণু' হয়ে ফিরে এসেছিল। এরই পরিণতিতে ১৯১৭ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৯৪০ সাল অবধি রাণুকে রবীন্দ্রনাথের লেখা মোট চিঠি ২০৮টি। আর রাণুর লেখা মোট চিঠির সংখ্যা ৬৮। এই চিঠিগুলি প্রথমে

ধারাবাহিক ভাবে 'বিচিত্র' পত্রিকায় ও পরবর্তী কালে বই হয়ে প্রকাশিত হয় 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' নামে। স্যার বীরেন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ের পর নিজ গুণে রাণু ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবারের ঘরনি হয়েও রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন থেকে পাওয়া তাঁর শিল্পবোধকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় শিল্পচর্চার জগতের 'লেডি' হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর হাতে গড়া কলকাতার 'অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস'-এর নাম বিশ্বের শিল্পমহলে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

১৯৩১ টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১) এদিন মারা যান। তিনি গ্রামোফোন, ভিডিও ক্যামেরা এবং দীর্ঘস্থায়ী বৈদ্যুতিক বাল্ব-সহ বহু যন্ত্র তৈরি করেছিলেন যা বিংশ শতাব্দীর জীবনযাত্রায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। পেটেন্ট অফিস থেকে জানা যায়, এডিসন তাঁর সারাজীবনে মোট ১৪০০ যন্ত্রের জন্য পেটেন্ট নিয়েছেন। ১৯২১ সালে নিউ ইয়র্কের টাইমস পত্রিকা আমেরিকার মধ্যে সব চাইতে জনপ্রিয় ব্যক্তি কে, তা যাচাইয়ের জন্য একটি সমীক্ষা করে। ফলাফল অনুসারে দেখা যায় সব চাইতে জনপ্রিয় ব্যক্তি টমাস আলভা এডিসন। ফ্রান্সে তাঁকে দেওয়া হয় 'কমান্ডার অব লিজিয়ন অনার' উপাধি, ইতালিতে তাঁকে 'কাউন্ট' উপাধি দেওয়া হয়। তাঁর নিজ দেশ আমেরিকায় তিনি দেশসেবার জন্য স্বর্ণপদক-সহ বহু পুরস্কার পেয়েছেন, ভূষিত হয়েছেন বহু সম্মানজনক উপাধিতে। সরকার এডিসনের ছবি ও তাঁর আবিষ্কৃত প্রথম বৈদ্যুতিক বাল্বের ছবি দিয়ে ডাকটিকিট বের করেছিল।

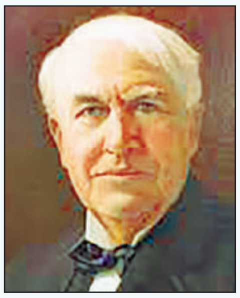

২০০৪ শঙ্কু মহারাজ (১৯৩১-২০০৪) এদিন প্রয়াত হন। আসল নাম জ্যোতির্ময় ঘোষদস্তিদার। তাঁর ভ্রমণ কাহিনি রচনার সূত্রপাত হিমালয়কে অবলম্বন করে। ১৯৬১-তে তাঁর প্রথম ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, নাম 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা'। উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো হল, 'পঞ্চপ্রয়াগ', 'মধু বৃন্দাবনে', 'অমরতীর্থ অমরনাথ', 'গজমতী গোয়া' প্রভৃতি।

১৯১৮ পরিতোষ সেন (১৯১৮-২০০৮) এদিন অধুনা বাংলাদেশের ঢাকায় জন্ম নেন। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তাঁর কাজ পিকাসোর ভাল লেগেছিল। প্যারিস, লন্ডন ও আমেরিকার নানা শহর-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। উল্লেখযোগ্য চিত্র 'তালবীথি', 'পাইন বন', 'তুলসী মঞ্চ' ইত্যাদি।

১৮৭১ চার্লস ব্যাবেজ (১৭৯১-১৮৭১) এদিন প্রয়াত হন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকতে বেশি পছন্দ করতেন। ইতিহাসের প্রথম যান্ত্রিক কম্পিউটার আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেখান বলে তাঁকে কম্পিউটারের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি ডিফারেন্স ইঞ্জিন ও অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন নামে দুইটি যান্ত্রিক কম্পিউটার তৈরি করেছিলেন। তাঁর সেই যান্ত্রিক কম্পিউটারের ডিজাইন এখনও লন্ডন সায়েন্স মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হয়।

বিজয়া সম্মেলনী

■ ডানকুনি শহর তৃণমূল কংগ্রেস ও সকল শাখা-সংগঠন আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর মুখোপাধ্যায়-সহ নেতা-কর্মীরা।।

■ শুক্রবার কোন্নগরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনে বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল। উপস্থিত ছিলেন কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস, প্রবীণ সাংবাদিক মিহির গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫২৯

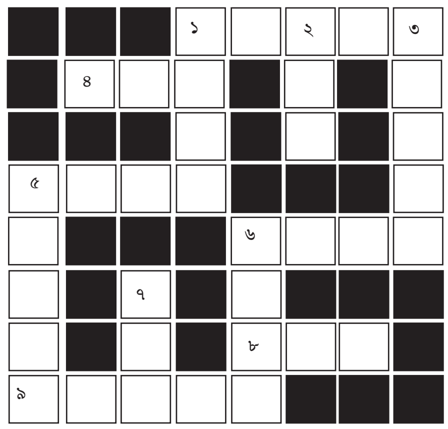

পাশাপাশি : ১. পাদুকা, জুতো ৪. সমুদ্র ৫. যে ব্যক্তি বা সংস্থা অনুষ্ঠানাদিতে খাবার সরবরাহ ও পরিবেশন করে ৬. আতিশয্য, আধিক্য ৮. সন্দেহপূর্ণ, সংশয়াকুল ৯. শ্রীকৃষ্ণ।

উপর-নিচ : ১. স্বরাজ আমার জন্মগত— ২. সৈন্যদল, ফৌজ ৩. সকালবেলার রাগবিশেষ ৫. কিছু পরিমাণ ৬. মূলত আমেরিকার লোমাবৃত বুনো ষাঁড় ৭. মুক্তি, রেহাই।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫২৮ : পাশাপাশি : ১. ধোচনা ৪. চরিতকথা ৬. রন্ধন ৭. লাজুকতা ৯. ধামনিকা ১২. আজব ১৩. জনাপবাদ ১৪. বজায়। **উপর-নিচ :** ১. ধোপারগাধা ২. নাচন ৩. ধৌতশিলা ৫. থাকন ৮. তাণ্ডবপ্রিয় ১০. মগজ ১১. কাণ্ডপট ১২. আদব।

১৭ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩০৭৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩১৬০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৫১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৭৩৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৭৩৭০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৮৬	৮৭.৭৩
ইউরো	১০৩.৮০	১০২.৩৫
পাউন্ড	১১৮.২০	১১৭.৬৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ইধিকা পাল

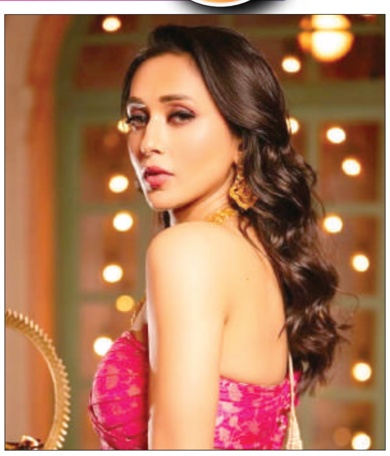

■ মিমি চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

আমার শহর

শহরে কালীপুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী ● দুর্যোগে মৃতদের পরিবারকে নিয়োগপত্র

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

18 October, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মানুষের পাশে

কথা দিয়ে কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক নেতাদের কথা না রাখাই অভ্যাস। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দেশের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ব্যতিক্রমী। দুর্গাপুজোর ঠিক আগে রেকর্ড ভাঙা বৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল শহর কলকাতা-সহ শহরতলির ১২টি প্রাণকে। যার পিছনে ছিল সিইএসসি-র গাফিলতি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, সিইএসসি যদি চাকরি না দেয় তাহলে সে দায়িত্ব পালন করবে রাজ্য সরকার। তিন সপ্তাহের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী যে শুধু কথা দিয়ে কথা রাখলেন তাই নয়, মৃতদের পরিবারের হাতে চাকরির পাশাপাশি অর্থসাহায্যও তুলে দিলেন। একইসঙ্গে দার্জিলিংয়ে মৃত তিনজনের পরিবারের হাতে নিয়োগপত্র ও ক্ষতিপূরণ তুলে দিলেন। দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির দিকে তাকালে এই ঘটনা বিরল। অধিকাংশ রাজ্য সরকারই অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটার পর শুকনো সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই দেয় না। সেখানেই মানবিক মুখ বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর। এখানেই শেষ নয়, দুর্যোগের সময় যাঁরা প্রাণপাত পরিশ্রম করে কাজ করলেন সেই কর্মীদের উৎসাহিত করতে পুরস্কার তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই তালিকায় কারা নেই— পুলিশ প্রশাসন, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার, দমকল, বন দফতর, বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা। এমনকী ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককেও। মানুষের পাশে থাকলেই মানুষ পাশে থাকেন।

e-mail থেকে চিঠি

বর্ষা বিদায়

'জাগোবাংলা'র প্রথম পাতাতেই চোখে পড়ল খবরটা। দেশ থেকে চলতি সপ্তাহেই পাকাপাকি ভাবে বিদায় নিচ্ছে বর্ষা। অর্থাৎ, এটাই শেষ বর্ষাকালের সপ্তাহ। শেষ বিদায় তাকে জানাতে হবে কবিগুরুর কালজয়ী সেই বিদায়ী গান দিয়ে। "বাদল-ধারা হল সারা, বাজে বিদায়-সুর।/গানের পালা শেষ ক'রে দে রে, যাবি অনেক দূর।।" তাও বলব, এবারের বর্ষা বিদায়ে যত না দুঃখ তার চেয়ে ঢের স্বস্তি। উপমহাদেশের বরণীয় শিল্পী মেহদি হাসান গেয়েছেন, "ঢাকো যতনা নয়ন দুহাতে বাদল মেঘ ঘুমাতে দেবে না এমন মোহন শ্রাবণরাতে ভেজা হাওয়া যে ঘুমাতে দেবে না।" সত্যি, এবারের বর্ষা আমাদের ঘুমোতে দেয়নি। বানভাসির আতঙ্ক আমাদের তাড়া করে বেড়িয়েছে। রিমঝিম বর্ষাতে আমাদের অতীতের স্মৃতি চারণের সুখ দেয়নি, ভবিষ্যতের আতঙ্কে জাগিয়ে রেখেছে। কবি শামসুর রাহমান বলেছেন, 'বর্ষাকে আমি ভালবাসি আমার প্রিয়জনের মত করে।' মহাকবি কালিদাস রচনা করেছেন মহাকাব্য 'মেঘদূত'। মেঘকে সেখানে বন্ধু বলা হয়েছিল। কিন্তু এবারের বর্ষায় মেঘ না হয়েছে বন্ধু, না হতে পেরেছে প্রিয়জন। আকাশে কালো মেঘের সঞ্চার স্রেফ আমাদের বুকে বুকে ত্রাস সঞ্চার করেছে। নীল বেদনায় নুইয়ে পড়েছে আমাদের হৃদয়। আকাশে মেঘের রং বদল হয়েছে প্রতিনিয়ত। আর আমরা নিশ্চিন্ত হতে না পেরে নিশ্চিহ্ন হওয়ার ভয় পেয়েছি বার বার। উত্তরবঙ্গে তো বটেই, দক্ষিণ বঙ্গেও। গীত বিতানেই রবীন্দ্রনাথের শুধু বর্ষা নিয়ে লেখা গানের সংখ্যা ১২০টি। আর এই বর্ষায় ভেসে যাওয়া, ধসে যাওয়া, শেষ হয়ে যাওয়া গ্রামের সংখ্যা অগণিত। পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে আমাদের ভয়-পাগল মন বার বার জেগে উঠেছে। পঞ্জিকার পাতার হিসাবে 'আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল' আগেই পেরিয়ে গেছে। তবে আবহাওয়া-জলবায়ুর নিরিখে এদেশে মৌসুমী বায়ুর সক্রিয়তা এবং এর অবস্থানকালের উপরই নির্ভর করে 'বর্ষা'র উপস্থিতি এতদিন বহাল ছিল। শরৎ ঋতু প্রায় শেষের দিকে। হেমন্ত দরজায় কড়া নাড়ছে। শীত এখনও খানিক দূরে। নদ-নদী, খাল-বিল এখনও টইটম্বুর অনেকটাই। ওদিকে গ্রামবাংলা, জনপদ, মাঠ-ঘাট, প্রান্তর-চরাচরে, আকাশপানে সূচনা হচ্ছে শান্ত-স্নিগ্ধ-শীতল আবহাওয়ার পরশ। খাল-নদী তীরে দাদা কাশফুল বাতাসে দোল খাচ্ছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, উল্লিখিত 'জাগোবাংলা' র খবরেই পড়লাম, এখনও বঙ্গে উত্তুরে হাওয়া প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ফলে এখনই রাজ্যে শীতের প্রবেশের সম্ভাবনা নেই। আলিপুর জানিয়েছে, আগামী সাত দিনে রাজ্যের কোথাও আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া সংক্রান্ত কোনও সতর্কতাও জারি হয়নি। আপাতত সর্বত্র শুষ্ক থাকবে। স্বস্তি এল প্রাণে।

— দিশারী ঠাকুর, পাটুলি, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

দলিত-বিদ্বেষী বিজেপি ওদের আসল চেহারা

ঘটনাটা নতুন নয়। তবে সদ্য এবং পুনরাবৃত্তির নজির। গত বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের কাটনিতে এক দলিত যুবককে বেধড়ক মারধর করে তার গায়ে প্রস্রাব করে দেয় ওই গ্রামেরই তথাকথিত 'উচ্চবর্ণে'র লোকজন। যুবকটির অপরাধ, সে বেআইনি খনন কাজের প্রতিবাদ করেছিল। অপরাধীদের নামধাম পেলেও একজনকেও ধরেনি ডবল ইঞ্জিন-শাসিত মধ্যপ্রদেশের পুলিশ। আর এই বঙ্গে দলিত-নির্যাতনের ধুয়ো তুলে রাস্তায় নেমেছে বিজেপি। মিডিয়ার একাংশের প্রশ্রয়ে হাওয়া দিচ্ছে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন লাগু করার দাবিতে। যাদের ডিএনএ-তে দলিত-বিদ্বেষ, তাদের মুখের সামনে আয়না ধরলেন অধ্যাপক **ড. অর্ণব সাহা**

উত্তরপ্রদেশের লখনউতে ক্লাস ইলেভেনে পড়া এক দলিত কিশোরীকে ধর্ষণের পর অভিযুক্তেরা গা-ঢাকা দেয়। পুলিশ যখন তাদের একজনকে গ্রেফতার করতে যায়, সেই যুবকটি পাল্টা গুলি ছোঁড়ে পুলিশের দিকে। তার নাম ললিত কাশ্যপ। উচ্চবর্ণের যুবক। বিগত এগারো বছরে মোদি-সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর গোটা দেশের বিজেপি-শাসিত ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলোতে দলিতদের উপর আক্রমণ ও অত্যাচারের ঘটনা লাগামছাড়া হারে বেড়েছে। সাম্প্রতিক এনসিআরবির রিপোর্ট অনুসারে ২০২৩ সালে মোট ৫৭,৭৮৯টি দলিত নির্যাতনের মামলা রুজু হয়েছিল সারা দেশে। এর মধ্যে শীর্ষে থাকা প্রথম চারটি রাজ্যই বিজেপিশাসিত। এদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে ১৫,১৩০টি, রাজস্থানে ৮,৪৪৯টি, মধ্যপ্রদেশে ৮,২৩২টি এবং বিহারে রুজু হয়েছে ৭,০৬৪টি মামলা। দেশের মোট নিবন্ধিত দলিত নির্যাতনের ৭০ শতাংশ এই চারটি রাজ্যে ঘটেছে। ধর্ষণের মতো নিকৃষ্ট সামাজিক ব্যাধি গোটা ভারতেই ঘটছে। কিন্তু বিজেপি শাসনে যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের চাষবাস বাড়ছে তা হল, উচ্চবর্ণের হাতে নিচু জাতের মহিলাদের ধর্ষণ। এটি পুরুষতান্ত্রিক যৌন অত্যাচারের ক্ষেত্রে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ভয়াবহ দৃশ্যটি। মধ্যপ্রদেশের সাতারিয়া গ্রামের এক ওবিসি যুবক পুরুষোত্তম কুশওয়াকে স্থানীয় গ্রামীণ বিবাদের জেরে পাঁচ হাজার টাকার জরিমানাই কেবল করা হয়নি। তাকে ব্রাহ্মণ অন্নু পাণ্ডের পা-ধোয়া জল খেতে বাধ্য করা হয়েছে।

আপনি সঙ্ঘের যেকোনও কর্তাব্যক্তি অথবা সঙ্ঘ-ঘনিষ্ঠ কিছুটা বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন, রাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদীরা কি জাতপাতে বিশ্বাস করেন? প্রায় তাৎক্ষণিক উত্তর পাবেন— 'একেবারেই নয়। হিন্দুসমাজ অখণ্ড। একে টুকরো করতে চায় তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল লিবারেলরা।' এর পাশাপাশি এদের আরেকটি বাঁধা-গতের উত্তর হল— 'প্রাচীন ভারতে জাতপাতের বিভাজন ছিল না, এগুলো সব ইসলামি শাসনের অবদান।' কখনও আবার তাঁরা বলবেন— 'বর্ণবিভাজনের কথা বলাই হল হিন্দুধর্মকে দুর্বল করার চেষ্টা।' বলাই বাহুল্য আরএসএস এক বহুমাথাবিশিষ্ট হাইড্রা— যার এক-একটা মুখ এক-এক রকম কথা বলবে আপনাকে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে। আসল কথা হল এটি এমন এক সংগঠন যারা চায় রাজনৈতিক হিন্দুত্বের বাগ্ বিস্তারের আড়ালে একটি মনুবাদী উচ্চবর্ণের প্রাধান্যবিশিষ্ট ভারতীয় সমাজ গড়ে তুলতে। এবং তাদের দুই প্রধান তাত্ত্বিক সাভারকার ও গোলওয়ালকার নিজেদের একাধিক লেখায় এবং বক্তৃতায় ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে নিজেদের অকুণ্ঠ ভক্তি ও সমর্থন প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর 'হিন্দুত্ব' (১৯২৩) বইতে সাভারকার স্পষ্ট বলেছেন, হিন্দু 'নেশনে'র বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ভারতীয় 'কাস্ট সিস্টেম' রক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য। ১৯২৮ সালের প্রখ্যাত 'মাহাড়' আন্দোলনের সময় বাবাসাহেব আম্বেদকার

প্রকাশ্যে 'মনুসংহিতা' পুড়িয়েছিলেন, কারণ, এই চরম নারীবিদ্বেষী ও শূদ্রবিদ্বেষী শাস্ত্র ভারতীয় সমাজের যুগযুগব্যাপী নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচারকে বৈধতা দিয়ে এসেছিল। কিন্তু সাভারকার 'মনুস্মৃতি'কেই ভারতীয় আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার নিদান দিয়ে গেছেন তাঁর লেখায়—'Manusmriti is that scripture which is most worship-able after Vedas for our Hindu nation and which from ancient times has become the basis of our culture-customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation…Today Manusmriti is Hindu law. That is fundamental' [Women in Manusmriti, Savarkar Samagra, Vol. 4, Delhi, Prabhat Publication, pp.416] তাঁর অন্যতম উত্তরসূরি গোলওয়ালকারও 'মনুস্মৃতি'-অনুসারী ছিলেন, তিনিও 'কাস্ট সিস্টেমে' তাঁর অনড় আস্থা প্রকাশ করে গেছেন একাধিক লেখা ও বক্তৃতায়। তাঁর বিখ্যাত 'বান্ চ অফ থটস'-এ গোলওয়ালকার লিখছেন—'Brahmin is the head, King is the hands, Vaishya the thighs and Shudra the feet. This means that the people who have this fourfold arrangement, i.e. the Hindu people, is our God'. [Bunch of Thoughts, Bangalore, Sahitya Sindhu, 1996, pp.36f]

এই অবধি পড়েই যদি এমন সরল সিদ্ধান্তে আসেন, আরএসএস-বিজেপি অবিকল এই কেতাবি 'মনুবাদী', ব্রাহ্মণ্যবাদী, শূদ্রবিদ্বেষী পদ্ধতিতেই আজও রাজনীতি করে, তাহলে ভুল করবেন। বিগত চার দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির যে উল্কার গতিতে উত্থান, তা কখনোই সম্ভব হত না, এই কেতাবি বর্ণমালায় আবদ্ধ থাকলে। সেই আশির দশকের শেষে যখন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর নেতৃত্বে 'মণ্ডল রাজনীতি'র উত্থান, গোটা উত্তর ও মধ্যভারত জুড়ে 'রথযাত্রা'-র মধ্য দিয়ে বিজেপি উদ্ভাবন করে 'কমণ্ডলু' রাজনীতি, ১৯৯২ সালে আম্বেদকারের মৃত্যুদিনে, ৬ ডিসেম্বর, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তাদের জয়যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে এবং আরএসএস-এর প্রভাব বাড়াতে তারা সরাসরি নিচু বর্ণ অর্থাৎ 'দলিত'-'ওবিসি' ও বিভিন্ন মধ্যমবর্ণকে নিজেদের দিকে টেনে নেয় এবং তাদের ক্রমশ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করতে থাকে। অনেকেরই মনে থাকবে গুজরাতে ১৯৯৭-১৯৯৮ সালের রাজনৈতিক সঙ্কটের কথা, যখন বিজেপি সরকারের উচ্চবর্ণ-তোষণনীতির তীব্র বিরোধিতা করে ৪৮ জন বিধায়ককে নিয়ে দল ছাড়েন শঙ্কর সিং বাঘেলা। ২০০২ সালে উত্তরপ্রদেশেও মায়াবতীর 'বহুজন সমাজ পার্টি'র সঙ্গে জোট করে সরকারে যায় তারা। অর্থাৎ রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে নিচু জাতকে দূরে ঠেলে না রেখে, দলিতদের মধ্যেকার উচ্চাকাঙ্ক্ষী অংশটিকে নিজেদের দিকে টেনে নেবার কার্যকরী লাইন নেয় তারা। এই প্রত্যেকটি পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আরও শক্তিশালী হয়েছে বিজেপি। আর বিশ্বাসযোগ্যতা খুইয়েছে সেই দলিত পার্টিগুলো, যারা বিজেপির মতো বর্ণবাদী, দলিতবিদ্বেষী দলের মুখোশকে বিশ্বাস করেছিল। উত্তরপ্রদেশে মায়াবতীর দল আজ অস্তমিত। সেই জায়গায় দলিতদের নতুন আইকন হিসেবে উঠে আসছেন 'ভীম আর্মি'র নেতা চন্দ্রশেখর আজাদ 'রাবণ', যিনি একক শক্তিতে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সাংসদ হয়েছেন 'নাগিনা' কেন্দ্র থেকে। তবে এই দলিত-পিছড়েবর্গকেও নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার কৌশলেরও উদ্ভাবক সাভারকার-গোলওয়ালকার। সেই কথাটাও না হয় সুযোগ মতো বুঝিয়ে দেওয়া যাবে একদিন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

18 October, 2025 • Saturday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
১৮ অক্টোবর ২০২৫
শনিবার

১৩ বছরের ছেলের সামনেই শ্বাসরোধ করে স্ত্রীকে খুন করল স্বামী। খুনের পর টাকা-পয়সা নিয়ে পলাতক অভিযুক্ত। দমদম নাগের বাজারের ঘটনা। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু

মানুষের জন্য কী ভাবনা ছিল কমরেড?

সিপিএমের হাতে হতশ্রী কলকাতা শুধুই ফায়দা লোটা ও দলবাজি

প্রতিবেদন : সাতাত্তর সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে গ্রাম সহ কলকাতা ও তার আশপাশ এলাকায় শুধুই পার্টিবাজি হয়েছে। উদ্বাস্তু কলোনি নির্বাচনের নামে শুধুই দখলদারির রাজনীতি হয়েছে। টালা থেকে টালিগঞ্জ কিংবা আরও বৃহত্তর কলকাতায় শুধুই দলবাজি আর দলবাজি। উন্নয়ন বলে কিছু হয়নি।

কারও নাম না করে শুক্রবার কালীপুজো উদ্বোধনে গিয়ে অপরিকল্পিত নগরায়ণের কথা বলেছেন। সঠিক পরিকল্পনা না করে বহুতল উঠেছে। ড্রেনের বালাই নেই। জল জমলে কীভাবে বেরোবে কেউ ভাবেনি। পুজোর আগে ৩০০ মিলিমিটার অস্বাভাবিক বৃষ্টিতে এবার অনেক বহুতলেও জল জমেছে। কলকাতা পুরসভা ৬ ঘণ্টার মধ্যে শহরের জল বের করেছে। কিন্তু কিছু বহুতলে জল ছিল। কারণ বাম আমলে তৈরি হওয়া সেসব জায়গায় জল বের করার কোনও পন্থাই রাখেনি তৈরির সময়। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। এ-বিষয়েই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দলের কাউন্সিলরদের সতর্ক করেছেন। কিন্তু এর প্রেক্ষাপট ঠিক কী?

কংগ্রেসের হাতে পড়ে তখন কলকাতা সহ বাংলার হতশ্রী চেহারা। তাতে কী! ক্ষমতায় এসে বামফ্রন্ট তথা বড় শরিক সমাজের সবক'টি স্তরে শুধুই দখলদারির রাজনীতিতে ব্যস্ত। নগরায়ণ বলে কিছু হয়নি। অপরিকল্পিত বসতি গড়তে দেওয়া হয়েছে। কারণ একদিকে প্রোমোটারদের কাছ থেকে সিপিএম এর জোনাল-লোকাল-ব্রাঞ্চ কমিটির বড়, মেজ, সেজ এমনকী কুচো নেতাও দেদার টাকা তুলতে শুরু করে। বিনিময়ে কলকাতা শহর ও আশপাশে গড়ে উঠতে থাকে একটার পর একটা ইমারত। কোথাও পুকুর-নালা-খাল বুজিয়ে বাড়ি। কোথাও সিন্ডিকেট তৈরি করে বহুতল। কোথাও জমি দখল করে চড়া দামে বিক্রি করা। পুলিশকে হাতে রেখে আর পার্টির নেতা-মন্ত্রীদের আশীর্বাদ নিয়ে সিপিএম নেতারা তখন নতুন কলকাতা তৈরি করছে। যাতে না ছিল পরিকল্পনা না ছিল ভাবনা। তার ফল ভোগ করেছে কলকাতাবাসী। একটু বৃষ্টি হলেই জলমগ্ন কলকাতা। ৮০-৯০ এর দশকে যাঁরা কলকাতায় বেড়ে উঠেছেন তাঁরা জানেন সেই জল যন্ত্রণা কতটা ছিল। এলাকার কাউন্সিলর কে মুখ ফুটে অভিযোগ করার হিম্মত ছিল না কারও। সিপিএমের দাদাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সে সাহস কে দেখাবে! তার মধ্যেও যদিও বা কেউ প্রতিবাদ করতেন তাঁর কপালে জুটত অশেষ দুর্ভোগ। বামেদের দখলে থাকা কলকাতা পুরসভার কী কাজ ছিল কেউ জানত না। শহরে কোথায় ক'টা গালিপিটি পুরসভার মেয়র ও তার পারিষদরাও জানত না। জানার চেষ্টাও করত না। ৬ ঘণ্টায় শহরের জমা জল বের করা সেসব কল্পনাতেও কেউ আনত না। তবে হ্যাঁ কোনও না কোনও ছলছুতোয় কৌটো হাতে পয়সা তুলতে রাস্তায় নামত সিপিএম নেতারা। শহরের রাস্তা খানাখন্দে ভরা। তাতে কী যায় আসে। লাল ঝান্ডা করে পুকার বলে নেমে পড়লেই হল! সাতখুন মাফ। তার খেসারত দিচ্ছে আজকের বৃহত্তর কলকাতা। সিপিএম ক্ষমতা ভোগ করতে যা খুশি তাই করেছে। কিন্তু মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় কাজটুকু করেনি। উত্তরবঙ্গের দাপুটে সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য দীর্ঘ বছর ধরে নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন। অথচ রাজ্যের পুরসভাগুলির বেহাল দশা ঘোচেনি। মানুষ ন্যূনতম পরিষেবাটুকুও পাননি। আর আজ ভয়াবহ দুর্যোগে কলকাতায় ৬ ঘণ্টা জল থাকলে টিভিতে বসে সিপিএমের নেতারা জ্ঞান দেন কীভাবে জল নামানো যেত! সার্কাস আর কাকে বলে! আসলে নিজেদের অতীত ভুলে গিয়েছেন কমরেডরা। আর অধুনা সিপিএমের নয়া প্রজন্মের নেতা-নেত্রীরা নিজেদের ক্যাপ্টেন-আগুনপাখি হিসেবে ব্র্যান্ডিং করতে যতটা সময় দেন নজর রাখেন, ততটা সময় দিয়ে যদি তাঁদের দলের দাদা-দিদি-মন্ত্রী-লোকাল-জোনাল-ব্রাঞ্চ কমিটির নেতাদের কীর্তিকলাপ ও বাঁধিয়ে রাখার মতো ইতিহাস খুঁজে দেখতেন তবে লজ্জায় আর টিভি ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতেন না। আর সোশ্যাল মিডিয়াতেও বিপ্লব করতেন না!

২৪ ঘণ্টায় ৫০ হাজার রেজিস্ট্রেশন

প্রতিবেদন : আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা পোর্টালে ২৪ ঘণ্টায় ৫০ হাজারের বেশি মানুষ রেজিস্ট্রেশন করলেন। বৃহস্পতিবারই বহিরাগত বাংলাবিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কথা ঘোষণা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিঃসন্দেহে এ-এক নতুন রেকর্ড। নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কথা ঘোষণা করে অভিষেক বলেছিলেন, আমাদের মাতৃভূমি, প্রিয় বাংলার অহঙ্কার, ঐতিহ্য ধ্বংস করতে নেমেছে বহিরাগত বাংলাবিরোধী জমিদার বাহিনী। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ডিজিটাল মাধ্যমে তারা মিথ্যা ছড়াচ্ছে। বাংলার সম্মান ও অধিকার রক্ষায় পাল্টা যুদ্ধ শুরু হল 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' পোর্টালের মাধ্যমে।

দ্রব্যমূল্য ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কড়া নজরদারি

প্রতিবেদন: কালীপুজো ও দীপাবলির আগে রাজ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিল নবান্ন। বৃহস্পতিবার মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজি প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে সমস্ত জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও বিভিন্ন পুলিশ কমিশনারদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। ওই বৈঠকেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়। মুখ্যসচিব বৈঠকে স্পষ্টভাবে জানান, উৎসবের সময় দ্রব্যমূল্য যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। প্রয়োজনে বাজারে অভিযান আরও বাড়াতে হবে। এখনও দাম নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তবে উৎসবের সময় বিশেষ নজরদারি রাখতে হবে। ছটপুজো পর্যন্ত জনসমাগম নিয়ন্ত্রণেও প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ডিজি নির্দেশ দিয়েছেন, ভিড় নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ ও যানবাহন চলাচল নির্বিঘ্ন রাখার পাশাপাশি কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণেও নবান্ন কড়া অবস্থান নিয়েছে। মুখ্যসচিব জানান, উৎসবের সময় শব্দ ও বায়ুদূষণ রোধে পুলিশের নজরদারি আরও বাড়াতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির তথ্য তলব রাজ্যের

প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি রাজ্যের সব জেলা থেকেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির তথ্য তলব করল রাজ্য সরকার। এই মর্মে পঞ্চায়েত দফতরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের কাছে তথ্য চাওয়া হয়েছে। নবান্ন জানিয়েছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে যাঁদের বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, তাঁদের ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য সরকার। এই অর্থ প্রদান করা হবে বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে। তবে তা 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের মডেল অনুসরণেই দেওয়া হবে। ক্ষতিপূরণের এই প্রক্রিয়ায় পঞ্চায়েত দফতরের ভূমিকাই প্রধান। তাই প্রতিটি জেলার প্রশাসনের কাছ থেকে বাড়িভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য তলব করেছে পঞ্চায়েত দফতরই। রাজ্যের সব জেলা থেকেই ক্ষতির পরিমাণ ও তালিকা দ্রুত জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।

রাজীব-মামলায় সুপ্রিম ধাক্কা সিবিআইয়ের

প্রতিবেদন : রাজ্য পুলিশের ডাইরেক্টর জেনারেল বা ডিজি রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই। দেশের শীর্ষ আদালতে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে আইনি যুদ্ধে শুক্রবার বড় জয় পেলেন রাজীব কুমার। সিবিআই তাঁর আগাম জামিন খারিজ করার আর্জি জানিয়ে যে মামলা করেছিল, শুক্রবার দেশের শীর্ষ আদালত তা খারিজ করে দিল। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের বেঞ্চ মামলা খারিজ করে দিয়েছে। এদিন শুনানির পরে কেন্দ্রীয় এজেন্সি এবং কেন্দ্রকে নিশানা করে তোপ দাগেন তৃণমূলের আইনজীবী-সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় এজেন্সি বিষয়টির রাজনীতিকরণ করার চেষ্টা করছে। এই মামলা টিকবে কী করে? এটা তো আর রাজনীতির বিষয় নয়। রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার কোনও অভিযোগ নেই। তাঁর সুরেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির কড়া সমালোচনা করেন রাজীব কুমারের হয়ে সওয়াল করা আর-এক আইনজীবী বিশ্বজিৎ দেবও। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এদিন জানান, ৮ সপ্তাহ পরে রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের আদালত অবমাননা মামলার শুনানি।

সেরার তালিকায় শহরের দুই স্কুল

প্রতিবেদন : শিক্ষা বিভাগে শহর কলকাতার মুকুটে নয়া পালক। 'এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন'-এর র‍্যাঙ্কিংয়ে রাজ্য সরকার পোষিত ডে স্কুলের তালিকায় দেশের মধ্যে স্থান করে নিল কলকাতার দুটি স্কুল। এই তালিকায় ১২ নম্বর স্থানে রয়েছে যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, ২৩ নম্বর স্থান পেয়েছে যোধপুর পার্ক বয়েজ। ইতিমধ্যেই দিল্লি থেকে শংসাপত্র নিয়ে এসেছেন যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্য। তিনি বলেন, দিন দিন প্রতিযোগিতা কঠিন হচ্ছে। এগিয়ে থাকছে নয়াদিল্লি, চণ্ডীগড় বা ওড়িশার স্কুলগুলি। তার মধ্যেও সীমিত পরিকাঠামো নিয়ে আমরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। পার্থপ্রতিমবাবু আরও বলেন, লম্বা ছুটি একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে যাচ্ছে। এখানেই অন্য রাজ্য এবং বেসরকারি স্কুলগুলির কাছে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। ছুটির সময় অনলাইন ক্লাসের কথা বলা হলেও শিক্ষক-শিক্ষিকারা রাজি হন না। কবি সুবোধ সরকার বলেন, প্রথমত, আমি যাদবপুর বিদ্যাপীঠ এবং যোধপুর বয়েজ স্কুলকে অভিনন্দন জানাই। এই দুটো স্কুল অনেকদিন থেকেই সুনামের সঙ্গে ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে আসছে। সরকারি স্কুল নিয়ে মানুষের মধ্যে ধারণা খুব খারাপ রয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিশ্বের দরবারে এই সরকারি স্কুলের রমরমা জয়জয়কার হচ্ছে। রাজ্য সরকারের এই দুটি স্কুলের কৃতিত্বে রাজ্যের মুকুটে যে নয়া পালক যোগ করেছে তা বলা যায় এবং এর পেছনে অন্যতম অবদান রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বাজি : সময় বেঁধে দিল পুলিশ

প্রতিবেদন : কালীপুজো ও দীপাবলিতে সবুজ বাজি পোড়ানোরই অনুমতি লালবাজারের। পুলিশ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্রপ্রাপ্ত সবুজ বাজি ছাড়া অন্য বাজি পোড়ানোই নিষিদ্ধ। বাজি পোড়ানোর সময়সীমাও বেঁধে দিল কলকাতা পুলিশ। লালবাজার জানিয়েছে, আগামী ২০ অক্টোবর সোমবার কালীপুজো এবং দীপাবলি উৎসবে রাত ৮টা থেকে রাত ১০টার পর্যন্ত বাজি পোড়ানো যাবে। ছটপুজোয় সন্ধ্যায় ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সবুজ বাজি পোড়ানো যাবে। এই নিয়ম না মানলে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

সোনারপুর উত্তর বিধানসভায় বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী-সহ অন্যরা। শুক্রবার।

রাজারহাটের অর্জুনপুরে ২৫ ফুটের কালী প্রতিমার উদ্বোধন করলেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন মুরালভাই মহারাজ, তারাপীঠ, কঙ্কালীতলা ও সতীপীঠের পণ্ডিতরা। এছাড়াও ছিলেন কাউন্সিলর সুপর্ণা ঘোষ পাল, শুভেন্দু ঘোষ-সহ অন্যরা।

পাচারের আগেই হাকিমপুর সীমান্তে ধরা পড়ল বিপুল অঙ্কের সোনা। জালে দুই পাচারকারী। শুরু হয়েছে তদন্ত

বিশেষ সতর্কতা রাজ্যের, হাসপাতালে ওষুধ-প্রেরণে মান যাচাই বাধ্যতামূলক

প্রতিবেদনে : ওষুধের মান নিয়ে বিশেষ সতর্ক রাজ্য। সরকারি হাসপাতালে ওষুধ পাঠানোর আগে প্রতিটি ব্যাচের মান পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের কফ সিরাপ বিপর্যয়ের পর সতর্কতা অবলম্বন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্য দফতরকে। স্বাস্থ্য দফতর তৎক্ষণাৎ নির্দেশিকা জারি করেছে, গুণমান যাচাই ছাড়া কোনও ব্যাচই আর সরকারি ওষুধের ভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। ওষুধ পাঠানোর আগেই পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।

নতুন নিয়মে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে প্রতিটি ব্যাচের মান যাচাইয়ের সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে রাজ্যের সেন্ট্রাল মেডিসিন স্টোরে।

সার্টিফিকেট অবশ্যই এনএবিএল স্বীকৃত পরীক্ষাগার থেকে প্রাপ্ত হতে হবে। সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার পরেই ওষুধের নাম অন্তর্ভুক্ত হবে স্টোর ম্যানেজমেন্ট ইনফর্মেশন সিস্টেম (এসএমআইএস) পোর্টালে। এছাড়া, সব সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনকে মজুত ওষুধের মেয়াদ উল্লেখ করে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। ভিনরাজ্যের ঘটনায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী আগেভাগেই বিশেষ সতর্কতা নেন। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করেন।

সম্প্রতি সিডিএসসিও সব রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলারদের নির্দেশ দিয়েছে, সব কফ সিরাপ ও তরল ওষুধে ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান আছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে। সেই নির্দেশ মেনে পশ্চিমবঙ্গও ব্যবস্থা নিচ্ছে। রাজ্যের এই পদক্ষেপের ফলে সরকারি হাসপাতালে নিম্নমানের ওষুধ সরবরাহের সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে এবং সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা আরও বাড়বে।

রাজস্থানের ৩ খুনিকে ফিল্মি কায়দায় ধরল কলকাতা পুলিশ

প্রতিবেদন : দিনেদুপুরে জিমে ঢুকে গুলি করে ব্যবসায়ীকে খুন করে মরুরাজ্য রাজস্থান থেকে পালিয়ে কলকাতায় এসে গা-ঢাকা দিয়েছিল ৪ দুষ্কৃতী।

রাজস্থান পুলিশের থেকে খবর পেয়ে একেবারে সিনেমার মতো ধাওয়া করে তিন দুষ্কৃতীকে ধরে দিল কলকাতা পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে সল্টলেকের কাদাপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ফিল্মি কায়দায় তিনজনকে ধরেছে কলকাতা পুলিশের গুন্ডাদমন শাখা। তবে এখনও পলাতক এক দুষ্কৃতী। তার খোঁজে চলছে জোর তল্লাশি। ইতিমধ্যেই ধৃতদের নিয়ে যেতে শহরে হাজির রাজস্থান পুলিশের প্রতিনিধিরা। এদিন তিনজনকে আদালতে পেশ করা হলে রাজস্থান পুলিশ তাদের হেফাজতে নেওয়ার আর্জি জানায়। আদালত ধৃতদের পাঁচদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে পাঠিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৭ অক্টোবর রাজস্থানের দিদওয়ানা জেলার কুচমান থানা এলাকায় ব্যবসায়ীকে খুন করে সেরাজ্যের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালায় চার দুষ্কৃতী ধর্মেন্দ্র গুর্জর, গণপত গুর্জর, মহেশ গুর্জর এবং জুবের আহমেদ। চারজনের মাথাপিছু ২৫ হাজার টাকা করে একলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে মরুরাজ্যের পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে লালবাজারের গুন্ডাদমন শাখার কাছে খবর আসে, সল্টলেকের পূর্বাচল আবাসনের আশপাশেই ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছে সেই ৪ দুষ্কৃতীকে! পুলিশ সেখানে পৌঁছলে দুষ্কৃতীরা পালানোর চেষ্টা করে। এক দুষ্কৃতী আবাসনে ঢুকে ছাদে উঠে পড়ে। কিন্তু স্থানীয়দের চিৎকারে সে দ্রুত কার্নিস বেয়ে নামতে গেলেই তাকে ধরে ফেলে পুলিশ। একজনকে ধাওয়া করে পাকড়াও করা হয় সল্টলেক স্টেডিয়ামের সামনে থেকে। যদিও ধর্মেন্দ্র, গণপত ও মহেশকে ধরা গেলেও জুবের পালিয়ে যায়। কার সাহায্যে, কীভাবে দুষ্কৃতীরা কলকাতায় এসেছিল? কারা তাদের লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেছিল? কতদিন ধরে দুষ্কৃতীরা কলকাতায় গা ঢাকা দিয়েছিল? সবকিছু খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশি তৎপরতায় চুরির কিনারা, ধৃত ৩

প্রতিবেদন : মগরাহাট থানার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। মৌখালি হেঁড়িয়া এলাকার ব্যবসায়ী সাইফুল আলি খানের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সোনার গহনা ও ২৫ হাজার টাকা উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় জড়িত শেখ আসিফ, খোকন খান ও ইজাজ আলি খান নামে ৩ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুনকুমার দে জানান, ব্যবসায়ী সাইফুল আলি খান তাঁর পরিবার নিয়ে কলকাতায় ছিলেন। সেই সুযোগে স্থানীয় তিন দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢুকে চুরি করে। দ্রুত তদন্ত শুরু করে গহনা ও নগদ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট থানার ওসি পীযূষকান্তি মণ্ডল-সহ তদন্তকারী অফিসাররা।

দীপান্বিতায় রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন মা হংসেশ্বরী

সংবাদদাতা, হুগলি: সারা বছর শান্তরূপে বিরাজমান তিনি। তবে পুজোর দিন তাঁর রুদ্রমূর্তি দেখতে পান ভক্তরা। কিন্তু পুজো মিটে গেলেই পুনরায় তিনি ফিরে আসেন শান্ত স্নিগ্ধ রূপে। দক্ষিণাকালী হংসেশ্বরীর পুজো হয় বাঁশবেড়িয়ার মন্দিরে। কালীপুজোর দিন মুখে রুপোর মুখোশ সোনার জিভ পরানো হয়। মাথায় মুকুট রাজবেশ ধারণ করার পর অমাবস্যায় পুজো শুরু হয়। কিন্তু পুজো শেষ হওয়ার পর রাজবেশ খুলে ফেলা হয়।

ইতিহাস বলে, রাজা নৃসিংহ দেব রায় ১৮০১ সালে মন্দির তৈরির কাজ শুরু করেন। ১৮১৪ সালে সেই কাজ শেষ করেন। তারপর হংসেশ্বরী মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বেনারস থেকে গঙ্গায় ভেসে আসা নিম কাঠের গুড়ি দিয়ে মূর্তি তৈরি

হয়। মূর্তিতে কোনও জোড়াতাপ্পি দেওয়া হয়নি এক নিমকাঠ কেটে তৈরি করা। মন্দিরের সেবাইত জানান, বছরে এক রাতের জন্য রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন মা। কালীপুজোর দিন সন্ধ্যারতির পর তাঁকে রাজবেশ পরানো হয়, রুপোর মুখোশ ও সোনার জিভ পড়ানো হয়। গায়ে কোনও বস্ত্র থাকেনা ফুলমালা দিয়ে ঢাকা থাকে। মা এদিন এলোকেশি রূপে দেখা দেন। পুজো শেষে ভোর চারটে সেসব আবার খুলে ফেলা হয়। শান্ত রূপে ফিরে আসেন মা। বছরে দুটো বড় উৎসব হয় হংসেশ্বরী মন্দিরে। কালীপুজো আর স্নানযাত্রা। সাধারণ সময়ে সকাল সাতটায় মন্দির খোলে। দশটায় পুজো শুরু হয়। বর্তমানে হংসেশ্বরী মন্দির হেরিটেজ সম্পত্তি। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে আয়োজিত কালীপুজোর উদ্বোধনে দমকলমন্ত্রী সুজিত বোসকে সংবর্ধিত করছেন চেয়ারম্যান দীনেশ বাজাজ এবং অন্যরা।

শুক্রবার যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে বক্তা মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়।

উত্তর হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাস মিশ্র, অরবিন্দ দাস, অরিজিৎ বটব্যাল-সহ অন্যরা।

উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, বিধায়ক সুকান্ত পাল, বিদেশ বসু, প্রিয়া পাল, হাওড়া জেলা(গ্রামীণ) যুব তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, উলুবেড়িয়ার পুরপ্রধান অভয় দাস-সহ অন্যরা।

মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া সদর যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাস মিশ্র, মধ্য হাওড়া যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায়, মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী-সহ অন্যরা।

বিরোধী দলনেতাকে তুলোধোনা করে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন প্রসূন

সংবাদদাতা, মালদহ: দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করছেন বিরোধী দলনেতা। এমনই কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন পুলিশ কর্তা ও তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ-সভাপতি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার মালদহের বামনগোলা ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী ও শারদ সম্মাননা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে

মালদহ

তিনি বলেন, বিজেপি উন্নয়নের বদলে মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। ওদের রাজনীতি কেবল ঘৃণা ছড়ানোর রাজনীতি। প্রসূনবাবু এদিন শুধু সমালোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, পরিসংখ্যান টেনে এনে কেন্দ্র সরকারের উন্নয়নহীনতার চিত্র তুলে ধরেন। পাশাপাশি দাবি করেন,

■ উদ্বোধনে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, আব্দুর রহিম বক্সি, পূর্ণিমা বারুই প্রমুখ।

মালদহে তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনে হেরে গেলেও মানুষের পাশে থাকে এবং থাকবে। তাঁর কথায়, লোকসভা নির্বাচনের পর মালদহের মানুষ বুঝতে পারছেন, কে সত্যিই তাদের পাশে থেকেছে। বামনগোলার পাকুয়াহাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এই বিজয়া সম্মিলনী ও শারদ সম্মান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, ব্লক সভাপতি দিজবর জয়ধর, আইএনটিটিইউসি সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদার, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পূর্ণিমা বারুই দাস, অমল কিস্কু, অশোক সরকার, ফাইজুদ্দিন সরকার-সহ একাধিক নেতৃবৃন্দ। সম্প্রীতির আবহে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১৪০টি ক্লাব ও পুজো কমিটিকে সম্মান জানানো হয়। নেতারা আগামী নির্বাচনে একযোগে তৃণমূলকে জয়ী করার আহ্বান জানান এবং বলেন, বাঙালির ঐক্য ও মানবিক মূল্যবোধই আমাদের শক্তি।

■ মঞ্চে কানাইয়ালাল আগরওয়াল, কৃষ্ণ কল্যাণী প্রমুখ।

বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের বার্তা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : রায়গঞ্জ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান। এদিন রায়গঞ্জ শহরের মোহরকুঞ্জ ভবনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, তৃণমূলের সহকারী সভাপতি অরিন্দম সরকার, জেলা তৃণমূল মুখপাত্র সন্দীপ বিশ্বাস, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি কৌশিক গুণ, মহিলা তৃণমূল রাজ্য সম্পাদিকা পম্পা সরকার, রায়গঞ্জ শহর তৃণমূল সভাপতি শিবশঙ্কর রায়চৌধুরি, রায়গঞ্জ শহর মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী শিল্পী দাস প্রমুখ। আগামীতে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের বার্তা দেওয়া হয় দলীয় কর্মীদের। কানাইয়ালাল বলেন, শহর তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান সর্বতোভাবে সফল।

রায়গঞ্জ

নাবালিকার বিয়ে রুখল পুলিশ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: মোটা টাকার বিনিময়ে পুরোহিতের বাড়িতে তাঁর মদতে হতে চলেছিল এক নাবালিকার বিয়ে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিয়ের মণ্ডপ থেকে গ্রেফতার করল মূল অপরাধী পুরোহিত ও ২১ বছরের হবু বরকে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে অম্বিকানগরে পুরোহিত অমৃত গাঙ্গুলির বাড়িতে বসেছিল ১৬ বছরের নাবালিকার বিয়ের আসর। হবু বর পীযূষ রায় মাত্র ২১ বছরের। উপস্থিত ছিল নাবালিকা ও হবু বরের পরিবারের লোকজন। দু'পক্ষের সহমতেই চলছিল বিয়ের প্রস্তুতি। যেহেতু মেয়েটি নাবালিকা, তাই পাড়াপড়শি ও প্রশাসনের অজান্তে গোপনে বিয়ে দিচ্ছিল পুরোহিত। সেই বিয়ের আসরে বিনা আমন্ত্রণে হাজির হয় এনজেপি থানার পুলিশ। বিয়ের আসর থেকে গ্রেফতার করা হয় বর ও পুরোহিতকে। জানা গিয়েছে, পুরোহিত মোটা টাকার লোভে এই ধরনের কাজ করে থাকে। ধৃতদের চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্টে শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

গদি মিডিয়াকে তুলোধোনা

(প্রথম পাতার পর)

কারণে জল দাঁড়িয়ে গেল— কেন হল? তোমরা খবর রাখো? কলকাতা পুরসভা ৬ ঘণ্টার মধ্যে জল বের করে দিয়েছে। বিহার থেকে জল এসেছে তারপর। কলকাতা নৌকার মতো। সব জল এখানে এসে পড়ে। গঙ্গাও ডুবুডুবু ছিল। কারণ ডিভিসি জল ছেড়েছিল। ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয় যেদিন সেদিন গঙ্গা ডুবুডুবু ছিল। আমি রোজ নবান্ন যাওয়ার সময় গঙ্গা দেখে বুঝতে পারি কখন জল ছাড়ছে। একটা আলো খারাপ হলেও ববিকে ফোন করে বলি। আমি গাড়িতে ঘুমোই না। চোখ-কান খোলা রেখে চলি। সেদিনও কোটালের বান এসেছিল। অমাবস্যা-পূর্ণিমাতে হয়। বর্ষাতে হয়। এখন হবে না। গদি মিডিয়া নেগেটিভ প্রচার করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাউন্সিলরদের জানা উচিত কেন এবার শহরের অনেক বহুতলে জল ঢুকেছিল! কারণ এই বাড়িগুলি তৈরির সময় ড্রেনেজ নিয়ে কোনও ভাবনা-চিন্তা করা হয়নি। যা খুশি তাই হয়েছে। কোনও পরিকল্পনা করা হয়নি।

রায়গঞ্জে শুরু হল বাজিবাজার

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : রায়গঞ্জে উদ্বোধন হল বাজিবাজার। রায়গঞ্জ পুরসভার ব্যবস্থাপনায় এবং প্রশাসনের সহযোগিতায় ১৭ অক্টোবর শুক্রবার রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে এই বাজিবাজারের উদ্বোধন করা হয়। ফিতে কেটে বাজিবাজার উদ্বোধন করেন রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, উপ-প্রশাসক অরিন্দম সরকার, ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। এই বাজিবাজার চলবে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত। রোজ বেলা ১১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। দুর্ঘটনা এড়াতে বাজিবাজারের ভিতরে একটি দোকানের সঙ্গে অন্য দোকানের ব্যবধান তিন ফুট রাখা হয়েছে। সমস্ত রকম নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় রাজ্য সরকারের পরামর্শে এই বাজিবাজার উৎসর্গ করা হল সাধারণ মানুষের জন্য। রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি বলেন, রাজ্য সরকারের সমস্তরকম নিয়ম মেনে এই বাজিবাজার উদ্বোধন হল। এখানে ৫০টি স্টল রয়েছে। শিল্পসাথী পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করে লাইসেন্স পেয়েছেন বিক্রেতারা।

উত্তরে পর্যটনে নতুন পালক, শুরু প্যারাগ্লাইডিং

আর্থিকা দত্ত ● জলপাইগুড়ি

কালিম্পং জেলার অপার সৌন্দর্যের গ্রাম চুইখিমে শুক্রবার থেকে শুরু হল অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের এক নতুন অধ্যায় প্যারাগ্লাইডিং। ছবির মতো সুন্দর পাহাড়ি এই গ্রাম এখন শুধু নৈসর্গিক ভ্রমণ নয়, আকাশে উড়ে পাহাড়-নদী-উপত্যকা দেখার রোমাঞ্চও উপভোগ করছেন পর্যটকরা। মালবাজারের বাগরাকোট থেকে ৭১৭ নম্বর নির্মীয়মাণ সিকিমগামী জাতীয় সড়ক ধরে লুপব্রিজ পেরোলেই পৌঁছে যাওয়া যায় চুইখিমে। সামনেই পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সাজানো গ্রামটি এখন নতুন করে পর্যটকদের আকর্ষণ করছে। ইতিমধ্যেই এখানে গড়ে উঠেছে একাধিক হোমস্টে ও ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্প। শুক্রবার লোয়ার চুইখিমের লিম্বুড্যারা প্যারাগ্লাইডিং স্পটে ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন কালিম্পংয়ের বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা। ছিলেন জিটিএ সদস্য সঞ্চবীর সুব্বা, জিটিএ-র অ্যাডভেঞ্চার বিভাগের গ্যালবো শেরপা,

■ ফিতে কেটে উদ্বোধন হল প্যারাগ্লাইডিংয়ের। ডানদিকে, এক পর্যটক আকাশপথে।

পাবিংটার গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান রবীন সুব্বা এবং চুইখিম হোমস্টে ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হোমা খাওয়াস। প্রথম দিনেই আকাশে উড়লেন পর্যটক হায়দার আলি, পাখায় ভর দিয়ে নিচে দেখলেন প্রবহমান লিস নদীর নীলস্রোত। উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে গোটা এলাকা। আরও কয়েকজন পর্যটকও গ্লাইডিংয়ে অংশ নেন। উদ্যোক্তারা জানান, এই নতুন অ্যাডভেঞ্চার সেন্টারে নয়জন প্রশিক্ষিত পাইলট থাকবেন, যাঁরা পর্যটকদের নিরাপদে আকাশে উড়তে সহায়তা করবেন। স্থানীয়রা খুশি, এই উদ্যোগে পর্যটনের নতুন দিগন্ত খুলবে, গ্রামীণ অর্থনীতিও চাঙ্গা হবে। পাহাড়, প্রকৃতি আর রোমাঞ্চ, সব একসঙ্গে পেতে এখন চুইখিম পর্যটকদের অবশ্য গন্তব্য।

নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার

সংবাদদাতা, হেমতাবাদ : নিষিদ্ধ শব্দবাজি মজুত ও বিক্রির অভিযোগে হেমতাবাদের বাড়ইবাড়ি এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হল। শুক্রবার ধৃতকে রায়গঞ্জ আদালতে পেশ করে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হেমতাবাদের বাড়ইবাড়ি এলাকায় নিষিদ্ধ শব্দবাজি মজুত করে তা দোকানে বিক্রি করছিলেন কালীপদ দাস নামে এক ব্যবসায়ী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হেমতাবাদ থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ইবাড়ি এলাকায় ওই ব্যবসায়ীর দোকানে হানা দেয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় প্রচুর পরিমাণ নিষিদ্ধ শব্দবাজি।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

18 October, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

মোদি বদলেছেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বদলাননি, তিনি মানুষের নিজের 'দিদি'

■ পাড়া ব্লকের বিজয়া সম্মিলনীতে মানুষের জোয়ার। ডানদিকে, মঞ্চে বক্তব্যরত রাজীবলোচন সরেন। রয়েছেন মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু, বিধায়ক সুশান্ত মাহাত।

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : মোদি নাকি চা বিক্রি করতেন! কোথায় করতেন কেউ জানে না। তবে তিনি আগে যে সাধারণ পোশাক পরতেন তা মানুষ দেখেছেন। এখন তিনিই লক্ষ টাকার স্যুট পরেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুধ বিক্রি করতেন সবাই জানেন। কিন্তু আগেও তাঁর পায়ে ছিল হাওয়াই চটি, এখনও তাই আছে। কারণ তিনি মানুষের দিদি। বাংলার দিদি। শুক্রবার ঝাঁপড়া হাইস্কুলে আয়োজিত পাড়া ব্লক তৃণমূল আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনীতে একথা বলেন দলের জেলা সভাপতি রাজীবলোচন সরেন। এদিন ভিড়ে ঠাসা

মানুষের ভোটাধিকার লুট করতে চায় বিজেপি : রাজীব

বিজয়া সম্মিলনী দেখে কার্যত অভিভূত হয়ে তিনি প্রশংসা করেন ব্লক সভাপতি মনোজ সাহাবাবু, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীপক কুম্ভকার, প্রাক্তন বিধায়ক উমাপদ বাউরিদের। ছিলেন মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু, বিধায়ক সুশান্ত মাহাত প্রমুখ। এদিন পুরুলিয়ায় দলের ৪টি বিজয়া সম্মিলনী হয় কাশিপুর, পাড়া, রঘুনাথপুর ২ ও রঘুনাথপুর শহরে। চারটিতেই কর্মীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজীব বলেন, বিজয়া সম্মিলনী দল প্রতি বছরই করে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। বিজেপি এবার এসআইআরের নামে কার্যত এনআরসি করে মানুষের ভোটাধিকার লুট করতে চাইছে। এখন সচেতনভাবে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। সেজন্য বাংলা থেকে বিজেপিকে তাড়াতেই হবে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পুরুলিয়ার সব কটি আসনে তৃণমূলকে জয়ী করার ডাক দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বালিপাচার রুখতে কড়া পদক্ষেপ পুলিশের

সংবাদদাতা, বীরভূম : বৃহস্পতিবার গভীররাতে বালিপাচার রুখতে ময়দানে নামেন বীরভূমের পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ। মহম্মদবাজার থানা এলাকায় ড্রোন উড়িয়ে বালিঘাটগুলোয় নজরদারি চালানো হয়। আগে যতবার মুখ্যমন্ত্রী

■ বালিঘাটে নজরদারি এসপির।

বীরভূম

বীরভূমে এসেছেন ততবারই বেআইনি বালিপাচার নিয়ে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনকে তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেন। গত দু'বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়মবহির্ভূতভাবে বালিপাচার রোখা হয়েছে চলতি বছরে। আটক করা হয়েছে সবচেয়ে বেশি বালিবোঝাই ট্রাক। পাশাপাশি গ্রেফতারির সংখ্যাও গত দু'বছরের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। পুলিশ সুপার জানান, ২০২৪ সালের তুলনায় এই সংখ্যা দ্বিগুণ। পুলিশ সুপার বলেন, বীরভূমের প্রতিটি থানাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বালিপাচারের অভিযোগ এলেই কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। যে কোনও মুহূর্তে আচমকা বালিঘাটে নজরদারি চালানো হবে।

রেজিস্ট্রেশন শুরু হতেই উপচে পড়ল টোটোচালকদের ভিড়

সংবাদদাতা, নদিয়া : টোটোচালকদের অসুবিধা দূর করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদর্শী চিন্তার ফলই হল টোটো রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া।

■ কৃষ্ণনগরে শিবিরে ট্রাফিক পুলিশ কর্তারা।

কৃষ্ণনগরে ট্রাফিক অফিসে টোটো রেজিস্ট্রেশনের সূচনায় ছিলেন অ্যাডিশনাল আরটিও অনির্বাণ বিশ্বাস, কৃষ্ণনগর ট্রাফিক জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) গৌতম ভট্টাচার্য, কোতোয়ালি ট্রাফিক আইসি দেবাশিস মণ্ডল-সহ অন্যরা। অনির্বাণবাবু জানান, এই ক্যাম্পে টোটোচালকদের কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, কোথায় কখন টাকা জমা দিতে হবে সমস্তটাই জানাচ্ছি। ট্রাফিক ডিএসপি গৌতম ভট্টাচার্য বলেন, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প সংগঠিত হবে। এদিন প্রচুর টোটোচালক অংশ নিয়ে খুব সহজেই মোবাইলের মাধ্যমে নিজের গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করান। স্থানীয় টোটোচালকরা এই পদক্ষেপে ভীষণ খুশি।বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিনিয়ত শহরে যে পরিমাণ অবৈধ টোটো চলে, এই রেজিস্ট্রেশনের ফলে তাতে রাশ টেনে নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে আনা যাবে।

ট্রেন দুর্ঘটনায় হাতিমৃত্যু পুজোর থিম হল ঝাড়গ্রামে বাঁশতলায়

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রামের কুণ্ডলডিহি পুকুরিয়া ইউনাইটেড ক্লাবের কালীপুজোর এবার ৫৭ বর্ষ। তারের এবারের ব্যতিক্রমী থিম, 'মানুষ ও হাতি উভয়ে থাকুক সুরক্ষিত'। গত ১৮ জুলাই ঝাড়গ্রামের বাঁশতলায় ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। টাটা-খড়্গপুর রেলপথ পার হওয়ার সময় ডাউন হাওড়া-বারবিল জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শাবক-সহ তিন হাতির। সেই ঘটনাকেই থিম হিসেবে তুলে ধরেছে পুকুরিয়া ইউনাইটেড ক্লাব। সম্পাদক মনোহর মাহাত জানান, এই থিমের মাধ্যমে আমরা মানুষকে সচেতন করতে চাই। যেন ভবিষ্যতে এমন

দুর্ঘটনা আর না ঘটে। মানুষ ও হাতি দু'পক্ষেরই নিরাপত্তা নিশ্চিত হোক, এটাই আমাদের বার্তা। প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে হাতিরা গিধনি রেঞ্জ হয়ে ডুলুঙ নদী পার হয়ে জামবনি ও ঝাড়গ্রাম রেঞ্জ পেরিয়ে পুকুরিয়া বিটে ঢোকে। প্রায় সারা বছর হাতির উপদ্রব নিয়ে আতঙ্কে থাকেন গ্রামবাসী। আমরা চাই, মানুষ যেন তাদের গতিপথে বাধা না দেয় কিংবা ভিডিও তুলতে হাতির কাছে না যায়। এই পুজোকে ঘিরে আশপাশের ৮-১০টি গ্রামের ছোট-বড় সবাই মিলেমিশে উৎসবের আনন্দে মেতেছেন। থিম তৈরির দায়িত্বে জামবনি ব্লকের মুনিয়াদা গ্রামের শিল্পী হরিশংকর মাহাত জানান, এবারের মণ্ডপে থাকবে জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনের প্রতিরূপ এবং পাঁচটি হাতির মডেল। ব্যবহার করা হচ্ছে পরিবেশবান্ধব উপকরণ ও কৃত্রিম শালগাছ। ক্লাবের এই উদ্যোগে ঝাড়গ্রামবাসী যেমন গর্বিত, তেমনি প্রত্যাশা, এই বার্তা মানুষের মনে ছাপ ফেলবে এবং ভবিষ্যতে মানুষ ও বন্যপ্রাণী উভয়েই নিরাপদে সহাবস্থান করবে।

ব্লকে ব্লকে বিজয়ামঞ্চে তৃণমূলে যোগ

■ পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর ২ ব্লকে দলের আইটি সেল প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্যের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান। শুক্রবার।

ঝাড়গ্রামে শতাধিক রাম বাম কর্মীর যোগ তৃণমূলে

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : শুক্রবার ঝাড়গ্রাম গ্রামীণ ব্লকের লোধাশুলি কুড়মি ভবনে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে বিজেপি-সিপিএম ছেড়ে শতাধিক কর্মী-সমর্থক তৃণমূলে যোগ দিলেন। ছিলেন তৃণমূল যুবর রাজ্য সম্পাদক প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাহা, জেলা তৃণমূল সভাপতি ও নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু, বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, ঝাড়গ্রামের সাংসদ কালীপদ সরেন, জেলা সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, জেলা তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাত, গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ মাহাত-সহ নেতৃত্ব। তাঁরা জানান, বিধানসভা নির্বাচন যত এগোবে ততই বিজেপি, সিপিএম ছেড়ে আরও অনেকেই তৃণমূলে যোগ দেবেন। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে ঝাড়গ্রামের ৪টি আসনেই তৃণমূল প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান তাঁরা।

বিধায়কের হাত ধরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে ৫০ পরিবার

পিংলা

সংবাদদাতা, পিংলা : বিজয়া সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ খ সবেরাতি ও বিধায়ক অজিত মাইতির হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিল ৫০টি বিজেপি সমর্থিত পরিবার। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পিংলা অডিটোরিয়াম হলে পিংলা ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী আয়োজিত হয়। সেই মঞ্চেই তাঁদের দলে যোগদান করানো হয়। ব্লক সভাপতি ও বিধায়ক ছাড়া উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য মুখপাত্র ঋজু দত্ত, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি সনাতন বেরা, জেলার যুব তৃণমূল সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী-সহ অন্যরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
আমার বাংলা
18 October, 2025 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
১৮ অক্টোবর ২০২৫
শনিবার

গত ১১ অক্টোবর সগরভাঙায় আইনজীবী আব্দুল রবের চেম্বারে ঢুকে তাঁকে মারধরের অভিযোগে কেউ ধরা না পড়ায় প্রতিবাদে দুর্গাপুর আদালতের আইনজীবীরা শুক্রবার কর্মবিরতির ডাক দিয়ে বিক্ষোভ দেখান

বিধানসভা ভোটে এলাকায় না জেতাতে পারলে
পুরভোটে টিকিট হবে না, বার্তা সাংসদের

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে নিজের ওয়ার্ডে দলকে জেতাতে না পারলে আগামী পুরভোটে টিকিট মিলবে না দলের কাউন্সিলরদের। বাঁকুড়া শহর তৃণমূল আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে এই ভাষায় স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিলেন বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া সদর-সহ জেলার ১২টি বিধানসভার ৮টিতেই হার হয় দলের। লোকসভা ভোটে বাঁকুড়ায় জয় পেলেওপুর এলাকায় ২৪টি ওয়ার্ডের ২২টিতেই পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। স্বাভাবিকভাবে তখন থেকেই বাঁকুড়া শহরে দলের সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে শহরের মানুষের মন ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূল। এক্ষেত্রে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে কাউন্সিলরদের। বাঁকুড়ার বিজয়ামঞ্চ থেকে সে প্রসঙ্গেই কাউন্সিলরদের কার্যত হুঁশিয়ারি দেন সাংসদ। তাঁর দাবি, যে কাউন্সিলর নিজের ওয়ার্ডে দলকে জেতাতে পারবেন না, তিনি আগামী পুরভোটে দলের টিকিট পাবেন না। সংগঠনের নেতাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে সাংসদ বলেন, আজই ঠিক করুন ভোট করবেন কি না। দয়া করে ভিড় বাড়াতে আসবেন না। দলের কাজটা আগে করতে হবে। শুধু কাউন্সিলরদের উদ্দেশেই নয়, দলের নেতাদের একাংশকেও এদিন হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় মঞ্চ থেকে। তৃণমূলের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি তারাশঙ্কর রায় দলের নেতাদের একাংশকে উদ্দেশ করে স্পষ্টত বলেন, দলের কেউ কেউ এ ওর কানে দলের নেতাদের বিরুদ্ধেই কান ভাঙানি দেন। দয়া করে এগুলো বন্ধ করুন। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

■ বাঁকুড়া শহরের বিজয়ামঞ্চে সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী-সহ জেলা নেতৃত্ব।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে হস্টেলে ফিরলেন ডাক্তারি ছাত্রী

প্রতিবেদন : শুক্রবার এক সপ্তাহ পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে মায়ের সঙ্গে হস্টেলে ফিরলেন দুর্গাপুরে ধর্ষণের শিকার ডাক্তারি ছাত্রী। তাঁর দেখভালের জন্য হাসপাতাল থেকে একজনকে সঙ্গে পাঠানো হয়েছে।

দুর্গাপুর

অন্যদিকে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন ছাত্রীর বাবা। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে ক্যাম্পাসের বাইরে বেরিয়ে ওই ছাত্রীটি ধর্ষিতা হন বলে অভিযোগ ওঠার পর থেকে দুর্গাপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। তদন্তে নেমে ছাত্রীর সহপাঠী ছাড়াও যে কলেজের তিনি ছাত্রী তার লাগোয়া গ্রামের ৫ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সকলেই এখন পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। ছাত্রীর বাবা প্রথম থেকেই বলেছেন, গোপন জবানবন্দির পরেই তিনি মেয়েকে নিয়ে ওড়িশা চলে যাবেন। দিন দুয়েক আগেই সেই জবাববন্দি নেওয়া হয়। শুক্রবার বিকেলে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান ছাত্রীটি। প্রসঙ্গত, গণধর্ষণের অভিযোগ উঠলেও ধর্ষক একজনই, অনুমান পুলিশের। যদিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ছ'জন ধৃতেরই ভূমিকা। ইতিমধ্যে পাঁচজনের ডিএনএ টেস্ট হয়েছে।

■ শুক্রবার ভগবানপুর ২ ব্লকে ভিড়ে উপচে পড়া বিজয়া সম্মিলনী। মঞ্চে বক্তা তৃণমূল আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য।

■ ডেবরা অডিটোরিয়াম হলে ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে বক্তব্যরত রাজ্য মুখপাত্র ঋজু দত্ত। রয়েছেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি-সহ অন্যরা।

■ বীরভূমের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি ঋতুপর্ণা সিনহাকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুরপ্রধান সৌমেন ভকত।

৩ টোটো, ১২টি ব্যাটারি-সহ ধৃত দু'জন

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : ছাতনায় সিরিয়াল টোটো চুরির ঘটনার তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। ৩টি টোটো ও ১২টি ব্যাটারি-সহ ছাতনা পুলিশের হাতে ধৃত দুই দুষ্কৃতী। ধৃতদের শুক্রবার বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি ছাতনা থানার ঝুঁঞ্জকা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রাম থেকে পরপর ৩টি টোটো চুরি করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। পরপর টোটো চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। বৃহস্পতিবার ওই ৩টি টোটোর মালিক লিখিতভাবে ছাতনা থানায় চুরির অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই তদন্তে নামে পুলিশ।

রাজ্যকে না জানিয়ে জল ছাড়ায় ভুগছে বাংলা, ডিভিসি অফিসে বিক্ষোভে মন্ত্রীরা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুর ব্যারাজে ডিভিসির চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসের সামনে শুক্রবার চলল তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ। বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার-সহ কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী। এলাকার সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে। শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, ডিভিসি জল ছাড়ার আগে রাজ্যকে কোনও খবর দেয় না, পরামর্শও করে না। বিহার, ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হলেই তেনুঘাট, মাইথন, পাঞ্চেতের জল ছেড়ে দেয়। ফলে বাংলা ডুবে যায়, সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। ডিভিসি মিথ্যা কথা বলে। ডিভিসি জল ছাড়ার পর মেইল করে। কিন্তু জল ছাড়ার আগে করে না। জল ছেড়ে তার পর মেইল করে লাভ নেই। কারণ ততক্ষণে সেই জলে যাঁদের ক্ষতি হয় তাঁদের রক্ষা করা সম্ভব নয়। বাঁধ হওয়ার পরে পলি না তোলায় এখন জলধারণের ক্ষমতা তিন ভাগের এক ভাগে দাঁড়িয়েছে। আগে দামোদর ছিল ত্রাস। এখন ডিভিসি সাধারণ মানুষের কাছে ত্রাস। ওরা ইচ্ছা করে জল ছাড়ে, মানুষ মারে, এলাকায় বন্যা ডেকে আনে। তিনি বলেন, আজ ডেপুটেশন দেওয়া হল। মূল কথা এটাই, জল ছাড়তে হবে পরামর্শ করে আর পলি তুলতে হবে। মন্ত্রী কটাক্ষ করে বলেন, ডিভিসির তুঘলকি আইনের জন্য মানুষ কোনও ক্ষতিপুরণ পান না। সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটির পরিদর্শনের পর ১৩ বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু পলি তোলা হয়নি। ২৬ বছরে এরকম বৃষ্টি হয়নি, এ বছরে যা হয়েছে। কিন্তু ডিভিসি জল ছাড়ছে রাজ্যকে না জানিয়ে কোনও সুযোগ না দিয়েই। ডিভিসি ব্যভিচার চালিয়ে যাচ্ছে। তার বিরুদ্ধেই আমাদের বিক্ষোভ।

■ সাংবাদিকদের মুখোমুখি তিন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, মলয় ঘটক, প্রদীপ মজুমদার।

ক্ষীরপাইয়ে চালু দিঘা করুণাময়ী ২ স্টেট বাস

সংবাদদাতা, ক্ষীরপাই : চন্দ্রকোনার ক্ষীরপাই থেকে দিঘা ও করুণাময়ীর দুটি বাসের উদ্বোধন হল শুক্রবার। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার এই বাসের ফলে ঘাটাল মহকুমার বাসযাত্রীরা উপকৃত হবেন। চন্দ্রকোনার বিধায়ক অরূপ ধাড়া নিজে গাড়ি চালিয়ে উদ্বোধন করেন। নিয়মিত বাসে যাতায়াতকারী মানুষ তাঁদের অনেকদিনের দাবিপূরণে খুশি। উপস্থিত ছিলেন ক্ষীরপাইয়ের পুরপ্রধান দুর্গাশঙ্কর পান, আইএনটিটিইউসির নেতৃত্ব। অনুষ্ঠানে বিধায়ক তহবিলের টাকায় একটি বাতিস্তম্ভেরও উদ্বোধন হয়। দক্ষিণবঙ্গ পরিবহণের চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল বলেন, সংস্থা বিভিন্ন জায়গা থেকে এখন ৫০০টি গাড়ি চালাচ্ছে। আগামী দিনে গাড়ি বাড়ানো হবে।

রাজবাড়ির ২৫০ বছরের কালীমন্দিরে ভোগের রীতি অটুট

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • মহিষাদল

মহিষাদলের ছোট্ট একটি গ্রাম মধ্যহিংলি। সেই গ্রামেই অবস্থিত প্রাচীন মহিষাদল রাজবাড়ির প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন শ্মশান। রাজবাড়ির পূর্বপুরুষদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে এখানেই। ঐতিহাসিক এই জায়গায় প্রায় ২৫০ বছরের বেশি আগে রাজবাড়ির তরফ গড়া হয় শ্মশানকালীর মন্দির। সেখানেই আজও সাড়ম্বরে কালীপুজোর আয়োজন করেন রাজ পরিবার ও মধ্যহিংলির বাসিন্দারা। প্রাচীন নিয়ম মেনে আজও কালীপুজোর বিশেষ ভোগ আসে রাজবাড়ি থেকে। দেবীকে সেই ভোগ অর্পণের পর গ্রামের মানুষদের বিলি করা হয়। এবছরও বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা থাকছে বলে জানান রাজ পরিবারের সদস্য রুদ্রপ্রসাদ গর্গ। মহিষাদলের তেরপেখ্যা মোড় থেকে মাত্র ১০ মিনিটের হাঁটাপথ এই কালীমন্দির। এখনও রাজ পরিবারের কেউ প্রয়াত হলে এখানেই শেষকৃত্য হয়। সর্বশেষ ২০২২ সালে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে রানি ইন্দ্রাণী দেবীর। এই শ্মশানে রয়েছে তিনটি মন্দির। একটি

মহিষাদল

শ্মশানকালীর, একটি মহাদেবের এবং অন্যটি বিষ্ণুর অনন্তশয্যার। জানা যায়, অনন্তশয্যার মূর্তির জন্য সাদা পাথর নাকি আনা হয়েছিল উত্তরপ্রদেশ থেকে। মধ্যহিংলির বাসিন্দা প্রদীপ মাজি বলেন, এখনও পর্যন্ত ব্রাহ্মণ এসে দুপুরে-সন্ধ্যায় পুজো করেন এই মন্দিরে। দুপুরে ভোগ দেওয়া হয়। কালীপুজোর দিন বিশেষ পুজোর আয়োজন থাকে প্রতি বছর। এখানে কালীর ভোগে প্রায়ই আলুভাতে দেওয়ার রীতি রয়েছে। কালীপুজোর দিন রাজবাড়ির তরফে রান্না করা নানা পদ এনে ভোগ দেওয়া হয়। মহিষাদল রাজবাড়ির এই কালীপুজো বৈষ্ণব মতে হয়। এখানে কালীপুজো শুরুর আগে পুজো পান লক্ষ্মীনারায়ণ। সারারাত পুজো দেখতে অধীর আগ্রহে বসে থাকেন গ্রামের মানুষজন।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

18 October, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে রাজ্য কৃষি দফতর, দিল উন্নত শস্যবীজ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : পাঁচ অক্টোবর প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিস্তীর্ণ চাষের জমি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনে

আলিপুরদুয়ার

এসেছিলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। ভুটান থেকে নেমে আসা নদীর ডলোমাইট মিশ্রিত জল, পলি, কৃষিজমির প্রচুর ক্ষতি করে। সেই ক্ষতি কাটিয়ে নতুন করে যাতে চাষাবাদ শুরু করতে পারেন জেলার কৃষকরা, সেই উদ্দেশ্যে কুমারগ্রামের বিষ্ণুনগর মুসলিমচরের কৃষকদের ভাল মানের বীজ প্রদান করেন মন্ত্রী। পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকে বন্যাকবলিত কৃষিজমি পরীক্ষার জন্য তিনি উদ্যোগ নিয়ে পাঠিয়েছিলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়ের তিনজন বিশেষজ্ঞকে। শনি ও রবিবার তাঁরা দু'দিন ধরে জেলার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষিজমির মাটির নমুনা সংগ্রহ করেও নিয়ে যান।

শুক্রবার ফের একবার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের শস্যবীজ প্রদান করা শুরু হল। সেইমতো, রাজ্য কৃষি দফতরের অধিকর্তা প্রবীর হাজরার নেতৃত্বে সহকারী অধিকর্তা-সহ ব্লক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে প্রাথমিক পর্যায়ে ৩০০ কৃষকের হাতে শস্যবীজ দেওয়া হল আলিপুরদুয়ার-১ নং ব্লকের শালকুমার-১ এলাকায়। এরপর পর্যায়ক্রমে কর্মসূচি চলার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের শস্যবিমার ক্ষতিপূরণও দেওয়া হবে বলে জানান আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল।

কৃষকদের হাতে শস্যবীজ তুলে দিচ্ছেন সুমন কাঞ্জিলাল। শুক্রবার।

আবার জাতীয় সড়কে ধসে নাকাল পর্যটকরা

প্রতিবেদন : বড় রকমের বিপর্যয় পর্ব কেটে গেলেও উত্তরে ভূমিধস অব্যাহত। এবার ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে হঠাৎ ধসের কারণে বন্ধ রাস্তা। কোনওরকমে একমুখী যান চলাচল হচ্ছে। আর তার দরুন শুরু হয়েছে তীব্র যানজট। নাকাল হচ্ছেন পর্যটকরা। চারদিন বন্ধ থাকার পর বৃহস্পতিবার চালু হতে না হতেই তারখোলায় ধস নামে। পাহাড় থেকে বোল্ডার, মাটি গড়িয়ে নেমে জাতীয় সড়কের দুটো দিকই বন্ধ করে দেয়। শুক্রবার সকালে ধস সরিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হলেও ২৯ মাইল গেইলখোলায় একমুখী করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে যানজট এড়াতে মেল্লি, লাবারবোটায় পর্যটকদের বিকল্প রুটে চলাচল করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সিকিম ও কালিম্পংয়ের বাসিন্দা ও পর্যটকদের সড়কপথে মুনসং থেকে কালিম্পং হয়ে চিত্রে অথবা বাগরাকোট, লাভা, আলগাড়া এবং গরুবাথান, লাভা, আলগাড়ার রুটে যাতায়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তারখোলায় ধস নামে। তার আগে ১৩ অক্টোবর দুপুর থেকে ১৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধে পর্যন্ত সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতীয় সড়ক খুলে দিতে পর্যটকেরা খুশি হন। স্থানীয়রাও। কিন্তু ওইদিন সন্ধেয় ১০ মাইলের তারখোলায় হুড়মুড়িয়ে পাহাড় ভেঙে নেমে জাতীয় সড়ক ফের অবরুদ্ধ হয়। কিন্তু বিকল্প রুটেও তীব্র যানজটে পড়ে নাকাল হতে হয়েছে পর্যটকদের। অভিযোগ, শিলিগুড়ি থেকে সকালে রওনা হয়ে অনেক পর্যটক বিকেলেও গ্যাংটকে পৌঁছতে পারেননি। রাজ্য ইকো ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসু বলেন, ভরা পর্যটন মরশুমে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বারবার বন্ধ হবে ভাবা যায় না।

স্থানীয়দের দাবি মেনে ভারত-ভুটান সীমান্তের জয়গাঁওয়ে ৪ কোটির রাস্তা

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

প্রায় এক বছর ধরে স্থানীয় মানুষের দাবি ছিল ভারত-ভুটান সীমান্তে জয়গাঁ শহরের মহাত্মা গান্ধী রোডের ক্ষতবিক্ষত অবস্থার পরিবর্তন হোক। ভাঙাচোরা রাস্তার বদলে আন্তর্জাতিক ওই সীমান্ত এলাকায় তৈরি হোক ঝাঁ চকচকে রাস্তা। স্থানীয় মানুষের সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে জয়গাঁও উন্নয়ন পর্ষদ ওই এক কিমি রাস্তা নতুনভাবে তৈরি করতে চলেছে। সুদৃশ্য পেভার্স ব্লক দিয়ে ওই রাস্তা তৈরির জন্য প্রায় চার কোটি টাকার টেন্ডার ডাকল পূর্ত দফতর। জয়গাঁ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা জানান, গত বছর ভুটানের হড়পা বানে জয়গাঁর লাইফলাইন মহাত্মা গান্ধী রোডের ওই এক কিমি রাস্তা ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। কোথাও জলকাদা জমছিল, তো কোথাও বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। ওই রাস্তা ধরেই ভুটানের ফুন্টশোলিং শহরে প্রবেশ করতে হয়। দেশবিদেশের পর্যটকরা সড়কপথে ভুটান যাওয়ার সময় বিরক্তি প্রকাশ করতেন। স্থানীয়রাও চলাফেরা করতে সমস্যায় পড়তেন। স্থানীয়দের দাবি মেনে ওই রাস্তা নতুন করে তৈরি করতে অর্থ বরাদ্দের জন্য জেডিএর চেয়ারম্যান সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানান। এ ছাড়াও আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ও মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পোকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে পূর্তমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন জেডিএর চেয়ারম্যান। তারপরেই রাজ্য এই অর্থ বরাদ্দ করে। জেডিএর চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, এই পথের গুরুত্ব অপরিসীম। সেই জন্যই হাল ফেরাতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছিলাম।

কালীপুজো ও ছট নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : কালীপুজো এবং ছটপুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে রায়গঞ্জে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৈঠকের আয়োজন করা হয়। তাতে পুলিশ প্রশাসন, পুরসভা, দমকল-সহ বিভিন্ন দফতর শামিল হয়। ছিলেন রায়গঞ্জ থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকার, পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, পুরসভার ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর অর্ণব মণ্ডল, দমকল আধিকারিক এবং পুর আধিকারিকরা। রায়গঞ্জের বিভিন্ন কালীপুজো এবং ছটপুজো কমিটির প্রতিনিধিরাও ছিলেন। সকলের সহযোগিতায় আসন্ন এই উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদী পুর প্রশাসক। দীপাবলি উৎসব ও কালীপুজো, ছটপুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠক হল হেমতাবাদ ব্লকেও। হেমতাবাদ থানায় আয়োজিত বৈঠকে ছিলেন ডিএসপি মুর্শিদ ইকবাল, আইসি সুজিত লামা প্রমুখ।

তরুণীর রহস্যমৃত্যু, ধৃত যুবক

প্রতিবেদন : বিশেষ বন্ধুর বাইকে করে রাতের কলকাতায় ঘুরতে বেরিয়ে তরুণীর রহস্যমৃত্যু! খুনের অভিযোগে গ্রেফতার সেই বিশেষ বন্ধু। বৃহস্পতিবার রাতে বড়বাজার এলাকায় পথদুর্ঘটনার কবলে পড়ে ভয়াবহ আহত তরুণী রিয়া সোনকারকে রক্তাক্ত অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ছুটে এসে মেয়ের 'বন্ধু' অঙ্কিত মিশ্র নামে যুবকের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে খুনের অভিযোগ দায়ের করে তরুণীর পরিবার। যুবকের দাবি, পথদুর্ঘটনার কবলে পড়েই তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তরুণীর পরিবার তা মানতে নারাজ। ইতিমধ্যেই দেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তে। অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে জেরা শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। ঠিক কী ঘটেছিল? দুর্ঘটনা নাকি খুন? তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

উদ্ধারকারীরা খুব ভাল কাজ করেছেন। দুর্যোগের সময় ভাল কাজ করা সরকারি কর্মীদের কাজে আরও উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কৃত করা হয় এদিন। প্রাপকদের মধ্যে ছিলেন পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার, দমকল, বন দফতর, বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা। নাগরাকাটায় নিজের জীবন বিপন্ন করে দুর্গতদের চিকিৎসায় ছুটে যাওয়ার জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ইরফান মোল্লাকেও।

অন্যদিকে, এদিনের কালীপুজো উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিশেষ অনুদান দেওয়া হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের ১ লক্ষ ৫ হাজার আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্মার্টফোন কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা করে অনুদানের ঘোষণা করে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আইসিডিএস এবং আশার মেয়েরা সারা বছর ধরে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনেক কাজ করেন। তাঁদের অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে পাঠানো হচ্ছে একটা করে স্মার্টফোন কেনার জন্য। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন তৃণমূল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মেয়র-মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ডাঃ শশী পাঁজা, সাংসদ মালা রায়, সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, মেয়র পারিষদ অসীম বসু প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মা-সহ পুলিশকর্তারা।

ক্রেশ হাউসে কর্মী ও পানিওয়ালার দাবিতে আন্দোলন

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : ক্রেশ হাউসে কর্মিসংখ্যা কমানোর বিরুদ্ধে ও পানিওয়ালা নিয়োগ করা-সহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনে শামিল হলেন আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের আটিয়াবাড়ি চা-বাগানের শ্রমিকরা। বিকেলে চা-পাতা তুলে তা ফ্যাক্টরিতে জমা না করে, পথে কাঁচা পাতা রেখে আন্দোলনে শামিল হন বাগানের শ্রমিকরা। প্রধান দাবি, ক্রেশ হাউসে শ্রমিক সন্তানদের দেখাশোনা করতে পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ করতে হবে। আগে ক্রেশ হাউসে চারজন কর্মী ছিলেন। কিন্তু গতকাল থেকে মাত্র একজন রয়েছেন। একজনের পক্ষে একসঙ্গে বেশ কয়েকটি শিশুকে দেখাশোনা ঠিকমতো করা সম্ভব নয়। এমনকী গতকাল ক্রেশ হাউসে থাকা অবস্থায় একটি নয় মাসের শিশু পাথর খেয়ে নিয়েছিল। তাছাড়াও চা-বাগানে সবসময় লেপার্ডের আতঙ্ক রয়েছে। তাই একজন কর্মীর পক্ষে সমস্ত শিশুকে দেখাশোনা করা সম্ভব নয়। একটি ক্রেশ হাউসে কমপক্ষে তিনজন কর্মী নিয়োগের দাবি জানানো হয়। এছাড়া বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের জলপান করানোর জন্য একজনও পানিওয়ালা নেই বাগানে। চা-বাগানে নিয়ম অনুযায়ী ৪০ জন শ্রমিকপিছু একজন পানিওয়ালা থাকবে কিন্তু এই বাগানে একজনও পানিওয়ালা নেই! মূলত আটিয়াবাড়ি চা-বাগানে বাঙ্গাবাড়ি ডিভিশনে এই সমস্যা চলছে। শুক্রবার এই সব দাবি নিয়েই শ্রমিকে আন্দোলনে শামিল হন।

চা-পাতা নিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভরত চা-শ্রমিকরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গ্রেফতার বাংলাদেশি রূপান্তরকামী ‘গুরুমা’। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে মুম্বইয়ে অবৈধভাবে বসবাস করছিলেন বাবু আয়ান খান ওরফে জ্যোতি। বাংলাদেশ থেকে অন্তত ২০০ রূপান্তরকামীকে ভারতে পাচারের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে

মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি

ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে পাকড়াও পাঞ্জাবের ডিআইজি

চণ্ডীগড় : ভয়ঙ্কর দুর্নীতির ছায়া পাঞ্জাবের পুলিশ প্রশাসনে। ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল পাঞ্জাব পুলিশের পদস্থ কর্তা ডিআইজি হরচরণ সিং ভুল্লারকে। তাঁর অফিস এবং অন্যান্য ডেরা থেকে সিবিআই উদ্ধার করেছে প্রায় ৫ কোটি টাকা নগদ, দেড় কিলোগ্রাম সোনা, একাধিক বিলাসবহুল গাড়ি এবং বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি। ৮ লক্ষ টাকা না দেওয়া হলে মিথ্যা মামলায় তাঁকে ফাঁসানোর হুমকি দিচ্ছেন ভুল্লার—আকাশ বাট্টা নামে এক ব্যবসায়ীর অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ভুল্লারের সঙ্গে সিবিআই গ্রেফতার করেছে কৃষ্ণ ওরফে কৃশানু নামে এক ব্যক্তিকেও। এই ঘটনাই প্রমাণ করছে, দুর্নীতির শিকড় কতটা গভীর ছড়িয়েছে পাঞ্জাব পুলিশে। তদন্তকারীরা জেনেছেন, কার থেকে কত টাকা ঘুষ নিয়েছেন, তা একটি লাল ডায়েরিতে লিখে রাখতেন ভুল্লার।

উদ্ধার ৫ কোটি টাকা, সোনা ও বিপুল সম্পত্তি

জানা গেছে, ভুল্লার একজন স্ক্র্যাপ ডিলারের মামলা মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৫ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার সময়ই ধরা পড়ে যান হাতেনাতে। অভিযোগকারী আকাশ বাট্টাকে ঘুষের প্রথম কিস্তি দেওয়ার জন্য ভুল্লারের মোহালি অফিসে ডাকা হলে সিবিআই সেখানে অভিযান চালায়। এই ঘটনার পর তাঁর সঙ্গে যুক্ত এক মধ্যস্থতাকারীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। সিবিআই পাঞ্জাব ও চণ্ডীগড়ের বিভিন্ন স্থানে ভুল্লারের একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালায়। ১৫টিরও বেশি সম্পত্তির নথি, দুটি বিলাসবহুল গাড়ির চাবি (একটি মার্সিডিজ ও একটি অডি), ২২টি দামি ঘড়ি, বেশ কয়েকটি লকারের চাবি, ৪০ লিটার আমদানি করা মদ এবং একটি ডবল-ব্যারেল বন্দুক, একটি পিস্তল, একটি রিভলভার এবং গোলাবারুদ-সহ একটি এয়ারগান-সহ নানা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। মধ্যস্থতাকারী কৃশানুর কাছ থেকে আরও ২১ লক্ষ টাকা নগদ পাওয়া গেছে। তল্লাশি ও তদন্ত এখনও জারি আছে। ২০২৫ সালের ১১ অক্টোবরের একটি রেকর্ড করা হোয়াটসঅ্যাপ কল প্রমাণ করে যে ভুল্লার কৃশানুকে ৮ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ধৃত ডিআইজিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঞ্চকুলায় নিয়ে যাওয়া হয়। ২০০৭ ব্যাচের এই আইপিএস অফিসার পূর্বে পতিয়ালা রেঞ্জের ডিআইজি হিসেবে কাজ করার পর ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর রূপনগর রেঞ্জের ডিআইজি হিসেবে দায়িত্ব নেন। তিনি ভিজিল্যান্স ব্যুরোর যুগ্ম পরিচালক এবং জাগরাওঁ, মোহালি ও সাঙ্গরুরে সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে স্বল্প-পরিচিত ভুল্লার অতীতে ‘যুদ্ধ নেশার বিরুদ্ধে’ নামে মাদকবিরোধী অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের প্রাক্তন ডিজিপি মেহাল সিং ভুল্লারের পুত্র। এছাড়া, মাদক চোরাচালানের অভিযোগে আকালি নেতা বিক্রম সিং মাজিথিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দলেরও প্রধান ছিলেন তিনি। এমন একজন পুলিশ কর্তার এমন পরিণতিতে স্তম্ভিত বিভিন্ন মহল।

দিল্লির পরে এবার বেঙ্গালুরুতে যৌননির্যাতন ছাত্রীকে

ভরদুপুরে কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াকে ধর্ষণ সহপাঠীর

বেঙ্গালুরু: দিল্লির পরে এবার বেঙ্গালুরুতে কলেজ ক্যাম্পাসেই ধর্ষণের শিকার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী। দিনে-দুপুরে পুরুষদের টয়লেটে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ধর্ষণ করে তাঁরই এক সহপাঠী। ঘটনাস্থল দক্ষিণ বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস। কলেজের সহপাঠীকে ধর্ষণের অভিযোগে ২১ বছর বয়সী এক ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কয়েকদিন আগেই দিল্লির সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গণধর্ষণের শিকার হন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক ছাত্রী। তোলপাড় শুরু হয় এই ঘটনায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি আঙুল ওঠে দিল্লির বিজেপি সরকার এবং গেরুয়া প্রশাসনের অপদার্থতার দিকে। এবার বেঙ্গালুরুর ঘটনায় ঝড় উঠেছে নিন্দার।

অভিযুক্ত জীবন গৌড়া ষষ্ঠ সেমেস্টারের ছাত্র। বুধবার পুলিশ তাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে। নির্যাতিতা সপ্তম সেমেস্টারের ছাত্রী। ১০ অক্টোবরের ঘটনা। ঘটনার ৫ দিন পরে

অর্থাৎ ১৫ অক্টোবর অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ধর্ষণের পরে অভিযুক্ত নির্যাতিতাকে ফোন করে বলে, ‘পিল’ লাগবে? অর্থাৎ গর্ভনিরোধক পিল খাওয়ার পরামর্শ দেয় ধর্ষক।

এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্যাতিতা এবং অভিযুক্ত একে অপরকে আগে থেকেই চিনতেন। একসঙ্গেই পড়তেন দু’জনে। তবে পিছিয়ে পড়ে গৌড়া। গৌড়া ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শিক্ষাবর্ষে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। ঘটনার দিন নির্যাতিতা কিছু জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য অভিযুক্তর দেখা করেছিলেন। দুপুরের খাবারের বিরতির সময়, গৌড়া তাঁকে বারবার ফোন করে সপ্তম তলায় আর্কিটেকচার ব্লকের কাছে দেখা করতে বলে। নির্যাতিতা সেখানে পৌঁছলে তাঁকে জোর করে চুম্বন করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। কোনওরকমে লিফটে উঠে পড়ে নির্যাতিতা সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে অভিযুক্ত তাঁকে জোর করে ছ’তলায় পুরুষদের টয়লেটে নিয়ে যায় এবং যৌন নির্যাতন করে। এফআইআরে এও উল্লেখ রয়েছে যে, গৌড়া পরে নির্যাতিতাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে যে তার জন্মনিয়ন্ত্রণ ওষুধ দরকার কি না।

প্রথমে অভিযোগ দায়ের করতে ভয় পেয়েছিলেন নির্যাতিতা। তারপর ঘটনার কথা তাঁর বাবা-মাকে বলতেই তাঁরা নির্যাতিতার সঙ্গে গিয়ে হনুমান্থনগর থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ বৃহস্পতিবারই অভিযুক্তকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে গিয়েছিল। চলছে তদন্ত।

বিজেপি রাজ্যে বেআইনি খনির প্রতিবাদ দলিত যুবককে মারধর, মুখে প্রস্রাব

ভোপাল: বিজেপির মধ্যপ্রদেশে দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হলেন এক দলিত যুবক। তাঁকে ব্যাপক মারধর করে প্রস্রাব করে দেওয়া হল মুখে। রাজকুমার চৌধুরী নামে ৩৬ বছরের ওই পিছড়েবর্গের যুবকের ‘অপরাধ’, অবৈধ খনির বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। ন্যক্কারজনক এই ঘটনার সাক্ষী হল মধ্যপ্রদেশের কাঠনি জেলা। ১৩ অক্টোবরের ঘটনা। রাজকুমারের অভিযোগ, রামগড়হা পাহাড়ের কাছে ওইদিন সন্ধ্যায় সরকারি জমিতে বেআইনিভাবে গ্রাভেল বা নুড়িপাথর তোলা হচ্ছিল। তত্ত্বাবধানে গ্রামের সরপঞ্চ রামানুজ পাণ্ডে এবং তার শাগরেদরা। রাজকুমার ওই বেআইনি কাজের প্রতিবাদ করলে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে

পড়ে সরপঞ্চ, তার ছেলে এবং শাগরেদরা। ব্যাপক গালিগালাজ, মারধরের পরে প্রস্রাব করে দেয় তাঁর গায়ে। জাত তুলে গালাগালিও দেয়। ছেলেকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন তাঁর মা। কিন্তু তাঁকেও চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে দেয় নির্যাতনকারীরা। আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় রাজকুমারকে। এখনও কোনও গ্রেফতারের খবর নেই।

অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরছে ২০৮ মাওবাদী

ছত্তিশগড়: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র ত্যাগ করে সমাজের মূল স্রোতে ফেরার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে মাওবাদীদের মধ্যে। শুক্রবার একইসঙ্গে ২০৮ মাওবাদী অস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণ করলেন ছত্তিশগড়ে। এর ফলে ছত্তিশগড়ের অবুঝমাড় এলাকা পুরোপুরিভাবে মাও-শূন্য হল। এমনই দাবি যৌথ বাহিনীর। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে কিষেণজির ভাই আত্মসমর্পণ করেন। এরপর মহারাষ্ট্রে এক বিরাট সংখ্যায় মাওবাদী আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটে। প্রায় ৬০ মাওবাদী সেখানে আত্মসমর্পণ করে। তবে ধারে ভারে সেই সংখ্যাকে অতিক্রম করে গেল ছত্তিশগড়। শুক্রবার ছত্তিশগড়ের জগদলপুরে আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠান হয়। সেখানে ২০৮ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করে। রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়া হয় ১৫৩টি আগ্নেয়াস্ত্র। অস্ত্রের মধ্যে একে-ফর্টিসেভেন, ইনসাস, এসএলআর, এলএমজি প্রভৃতি অস্ত্র রয়েছে। এই মাওবাদীরা মূলত ছত্তিশগড়ের দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন এলাকার। এর মধ্যে রয়েছে মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রূপেশ ওরফে সতীশ। ছত্তিশগড় প্রশাসনের দাবি, এই আত্মসমর্পণের পরে গোটা অবুঝমাড় এলাকা মাওবাদী শূন্য হবে।

হরিয়ানায় ফের আত্মহত্যা আরও এক এএসআইয়ের

চণ্ডীগড়: হরিয়ানায় আবার আত্মঘাতী এক পুলিশ অফিসার। এক আইপিএস অফিসার, একজন এএসআইয়ের আত্মহত্যার পর ফের আত্মঘাতী হলেন আরেকজন এএসআই। নাম কৃষ্ণ যাদব। বয়স ৪০। গুরগাঁওতে এএসআই পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। এই নিয়ে গত ১০ দিনে হরিয়ানায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন মোট তিনজন পুলিশ অফিসার। শুক্রবার হরিয়ানায় রেওয়াড়ি জেলায় জৌনবাদ গ্রামে নিজের বাড়িতেই আত্মঘাতী হন তিনি। তবে অন্যকিছু নয়, সুইসাইড নোটে স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনেছেন তিনি।

অযোধ্যায় এবার এনএসজি হাব

অযোধ্যা: দেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বজ্রআঁটুনি ফসকা গেরো হলেও সেদিকে হুঁশ নেই কেন্দ্রের মোদি সরকারের। তবে রামমন্দিরের নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখতে চায় না উত্তরপ্রদেশের ডবল ইঞ্জিন সরকার। অযোধ্যায় রামমন্দিরে যে কোনও সময়ে হামলা চালাতে পারে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। এই আশঙ্কা থেকেই এবার অযোধ্যায় এনএসজি বা ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড-র ‘হাব’ বা সেন্টার তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। এই সেন্টারে বছরের ৩৬৫ দিন সর্বক্ষণ অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা মোতায়েন থাকবে দেশের সব থেকে বেশি দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো ইউনিট। যেকোনও বিপদে-আপদে কয়েক মিনিটের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে তারা। এর আগে কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, আমেদাবাদ ও জম্মুতে মোট ৬টি এনএসজি ‘হাব’ তৈরি করা হয়েছে। দেশের এই ৬টি হাব থেকেই সারা দেশে এনএসজি মুভমেন্ট পরিচালনা করা হয়ে থাকে, প্রয়োজনের ভিত্তিতে। অযোধ্যার রামমন্দির সংলগ্ন এলাকাকে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলার পাশাপাশি অযোধ্যার এনএসজি হাব থেকে উত্তরপ্রদেশের বিশাল অংশের উপরে সহজেই নজরদারি চালানো সম্ভব হবে এবং প্রয়োজনের নিরিখে সেখানে অল্প সময়ের মধ্যে এনএসজি কমান্ডোদের পাঠানো যাবে বলেই সরকারি সূত্রের দাবি।

এবিভিপি নেত্রীর হাতে নিগৃহীত দিল্লির কলেজের অধ্যাপক

নয়াদিল্লি: গেরুয়া ছাত্র সংগঠনের অভব্যতা। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ড. ভীমরাও আম্বেদকর কলেজের এক অধ্যাপককে চড় মারার অভিযোগ উঠল দিল্লি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের যুগ্মসচিবের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, অভিযুক্ত যুগ্মসচিব দীপিকা ঝাঁ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসের ভেতরে পুলিশের উপস্থিতিতেই এই হামলার ঘটনা ঘটে। একটি ভিডিওতে ধরাও পড়ে তা। দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে যায়। ভাইরাল হওয়া ফুটেজে দেখা যায়, দীপিকা ঝাঁ সহ একদল ছাত্রছাত্রী কলেজের ভেতরে অধ্যাপককে আক্রমণ করছেন, আর পুলিশ কর্মীরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। এই ঘটনায় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকের মর্যাদার ওপর সরাসরি আক্রমণ বলে নিন্দা করেছে শিক্ষক সংগঠন।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নেপালের সুশীলা কার্কি সরকার চিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন-সহ ১১টি দেশের রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলির আমলে নিযুক্ত হয়েছিলেন এই ১১ জন রাষ্ট্রদূত

পাকসেনাঘাঁটিতে আত্মঘাতী হামলা

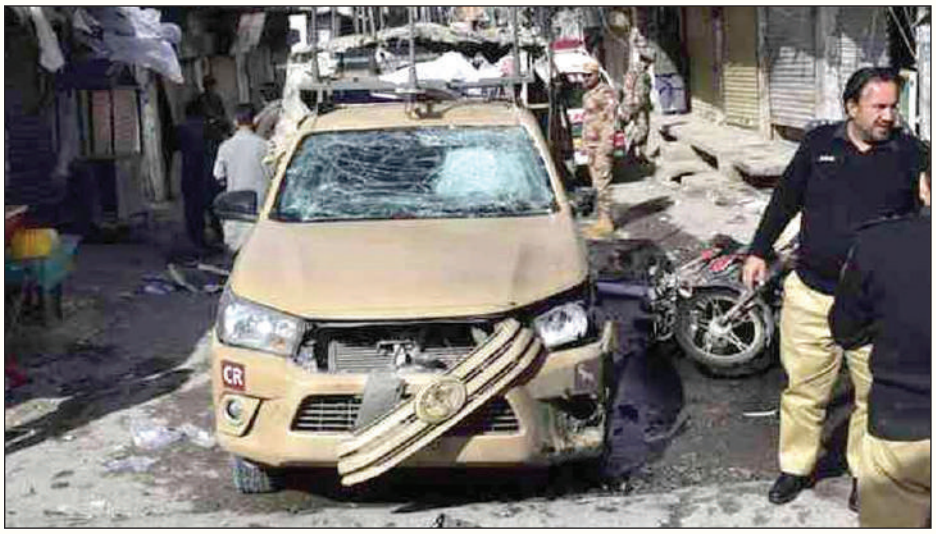

আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের ৪৮ ঘণ্টার সংঘর্ষবিরতি শেষ হওয়ার মুখেই ফের উত্তপ্ত হল দু'দেশের সীমান্ত। খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি সেনার এক ঘাঁটিতে শুক্রবার আত্মঘাতী জঙ্গি হামলা হয়েছে। ঘটনার পিছনে দিল্লির মদতে কাবুল-যোগের অভিযোগ তুলেছে ইসলামাবাদ। সংবাদসংস্থার রিপোর্টে প্রকাশ, পাক সেনাঘাঁটির দেওয়ালে বিস্ফোরকবোঝাই গাড়ি নিয়ে ধাক্কা মারে জঙ্গিরা। এই হামলায় নিহত সাত পাকসেনা। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। যদিও সেনামৃত্যুর খবর এখনও পর্যন্ত স্বীকার করেনি শাহবাজ শরিফ সরকার। সেনাঘাঁটিতে জঙ্গি হামলার কথা মেনে নিয়ে তাদের দাবি, সব জঙ্গিকেই হত্যা করা হয়েছে। এদিন পাক-আফগান সীমান্তে এক জঙ্গি বিস্ফোরকবোঝাই গাড়িটি চালাচ্ছিল। হঠাৎ সেটি সরাসরি পাকিস্তানের সেনাঘাঁটির দেওয়ালে ধাক্কা মারে। প্রবল বিস্ফোরণ হয়। এতে সাত জওয়ান মারা গিয়েছেন বলে খবর। আহত অন্তত ১৫ জন। ওই সময় অন্য তিনজন জঙ্গি সেনাঘাঁটিতে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। তাদের গুলি করে হত্যা করে পাক বাহিনী। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে তালিবানশাসিত আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সীমান্ত সংঘর্ষ তীব্র হচ্ছে। বুধবার ৪৮ ঘণ্টার সংঘর্ষবিরতি ঘোষিত হয়। তা শুক্রবার শেষ হওয়ার

মুখেই ফের আত্মঘাতী হামলা। পাকিস্তানের অভিযোগ, আফগানিস্তানের তালিবান শাসকদের তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণে মদত দিচ্ছে ভারত। যদিও এই দাবি উড়িয়ে নয়াদিল্লি জানিয়েছে, পরিস্থিতির দিকে সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে।

চোর সন্দেহে ত্রিপুরায় পিটিয়ে খুন ৩ বাংলাদেশি

ঢাকা : ত্রিপুরায় খুন তিন বাংলাদেশি নাগরিক। এই ঘটনায় ক্ষোভ জানিয়ে স্বচ্ছ তদন্ত চাইল বাংলাদেশের ইউনুস সরকার। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী ও চোর সন্দেহে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে পিটিয়ে খুন করা হয়। এ নিয়ে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ঢাকা। গণপিটুনি এবং হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে ইউনুস সরকার

তদন্ত দাবি করল ঢাকা

শুক্রবার ঢাকায় এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে। তাতে ত্রিপুরার ঘটনা নিয়ে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভারতের অভ্যন্তরে এই ঘটনা মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করেছে। বাংলাদেশ সরকার এই ঘটনায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। চোর সন্দেহে খুনের ঘটনার নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত চেয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় এবং সব অপরাধীকে যাতে দ্রুত বিচারের আওতায় আনা হয় তার দাবি জানানো হয়েছে নয়াদিল্লির কাছে। ইউনুস সরকার বলেছে, স্রেফ সন্দেহের বশে পিটিয়ে খুনের মতো ঘটনা গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন।

জুলাই জাতীয় সনদ

বাংলাদেশে তুলকালাম

ঢাকা: যাদের দাবিতে 'জুলাই জাতীয় সনদ', তথাকথিত সেই জুলাই যোদ্ধারাই স্বাক্ষর করল না সনদে। জুলাই যোদ্ধাদের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের দাবি করে যে সংগঠন, সেই জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি স্বাক্ষর করেনি জুলাই জাতীয় সনদে। শুধু তারাই নয়, সনদে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করল বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি এবং বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল। সবচেয়ে বড় কথা, এই স্বাক্ষর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রণক্ষেত্র হয়ে হয়ে উঠল সংসদ ভবন এলাকা। গত বছর জুলাই অভ্যুত্থানে আহত ছাত্র-জনতাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং বিশেষ করে আহতদের বীরের মর্যাদা দেওয়া-সহ মোট ৩ দফা দাবিতে এদিন অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই মঞ্চের সামনে বিক্ষোভ শুরু করে ছাত্র-যুবরা। জাতীয় সংসদসদের দক্ষিণ প্লাজায় পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ বেধে যায় 'জুলাই যোদ্ধা'দের। পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। এমপি হস্টেলের সামনে সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ চলে। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে দফায় দফায় লাঠি চালায় পুলিশ এবং র‍্যা ব। দুপুর ১টা২৫ মিনিট নাগাদ সংঘর্ষের সূত্রপাত। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে মিনিট ২০ পরেই।টায়ার এবং প্লাস্টিকের জিনিসপত্রে আগুন লাগিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা। যান চলাচল তো বটেই, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে মানুষের হাঁটাচলাও বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে নামাতে হয় সেনাও। বেশ কয়েক ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হয় স্বাক্ষর অনুষ্ঠান। সংসদ ভবনে যাতে বিক্ষোভকারীরা ঢুকে পড়তে না পারে তার জন্য ১২ নম্বর গেট-সহ গোটা অনুষ্ঠানস্থল ঘিরে রাখে সেনা। শেষ মুহূর্তে ৫ দফা সংশোধন আনা হয় জাতীয় সনদে। স্বাক্ষর করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহঃ ইউনুস। কী এই জুলাই জাতীয় সনদ? ২০২৪-এর অগাস্টে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর উদ্যোগ নেয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের। প্রথম ধাপে গঠন করা হয় সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন। প্রথম পর্বে ৩৩টি এবং দ্বিতীয় পর্বে ৩০টি দলের সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্য কমিশন। এর মধ্যে রয়েছে বিএনপি। গত ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত মোট ২ পর্বের আলোচনায় ৮৪ সংস্কার প্রস্তাবে ঐকমত্য ও সিদ্ধান্ত হয়।

ত্রিপুরার কদমতলা ও দক্ষিণ সোনাইছড়ি থেকে ৩৫ জন সক্রিয় সদস্য সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। উপস্থিত ছিলেন যুব তৃণমূল সভাপতি শান্তনু সাহা-সহ অন্যরা। শুক্রবার।

ডিজিটাল অ্যারেস্ট কেলেঙ্কারি নিয়ে পদক্ষেপ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি: ডিজিটাল প্রতারকদের বাড়বাড়ন্তে উদ্বিগ্ন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। দেশ জুড়ে উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলা 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট কেলেঙ্কারি'র ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত মামলা শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকার ও সিবিআই-এর কাছ থেকে জবাব তলব করেছে। বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ শুক্রবার গভীর বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন যে, কীভাবে জালিয়াত-চক্র ভুয়ো বিচারবিভাগীয় নির্দেশ ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করছে! এই মারাত্মক জালিয়াতি রুখতে আদালত অ্যাটর্নি জেনারেল-এর সহায়তাও চেয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, সাধারণত রাজ্য পুলিশকে তদন্ত দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হত, কিন্তু প্রতারকরা যে সুপ্রিম কোর্টের নামে একাধিক বিচার বিভাগীয় আদেশ, এমনকি পিএমএলএ -এর অধীনে জারি করা ১ সেপ্টেম্বরের একটি ফ্রিজ অর্ডার পর্যন্ত জাল করেছে— তাতে শীর্ষ আদালত চরম উদ্বিগ্ন। সেই জাল আদেশে বিচারক, ইডি-র আধিকারিক এবং আদালতের ভুয়ো সিলমোহর-সহ জাল স্বাক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। শীর্ষ আদালত আরও জানিয়েছে যে, জাল আদালতের নির্দেশ ব্যবহার করা বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থার মূলে আঘাত হানে এবং এটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে।

কেন্দ্র ও সিবিআইয়ের জবাব তলব

দুই বিচারপতির বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছে, জালিয়াতিতে মুম্বই হাইকোর্টের ভুয়ো প্রক্রিয়া এবং সিবিআই ও ইডি-র তদন্তের মিথ্যা দাবিও ব্যবহার করা হয়েছে। আদালতের মতে, বিচারকের ভুয়ো স্বাক্ষরযুক্ত বিচার বিভাগীয় আদেশ তৈরি করা এবং এই আদালতের নাম, সীলমোহর ও বিচারিক কর্তৃত্বের অপব্যবহার অত্যন্ত গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। এই ধরনের গুরুতর অপরাধকে সাধারণ প্রতারণা বা সাইবার অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যায় না।

প্রসঙ্গত, ডিজিটাল অ্যারেস্ট কেলেঙ্কারি হল এমন অনলাইন প্রতারণা, যেখানে সাইবার অপরাধীরা পুলিশ বা সিবিআই-এর মতো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা সরকারি কর্মকর্তার ছদ্মবেশ ধারণ করে তাদের টার্গেট হওয়া প্রতারিতদের ভয় দেখিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ দিতে চাপ দেয়। অনেক সময় জালিয়াতির কৌশলে মিথ্যা বিশ্বাস করানো হয় যে তারা আইনগত সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন এবং মামলা বন্ধ করার জন্য তাদের বিপুল অঙ্কের টাকা জরিমানা দিতে হবে। অর্থবান প্রবীণ দম্পতিদের থেকে ১.৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার একটি অভিযোগের ভিত্তিতে গত মাসেই আদালত স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই বিষয়টি আমলে নেয়। ওই দম্পতি অভিযোগ করেন যে, ১ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম এবং ফোনের মাধ্যমে সিবিআই, আইবি এবং বিচারিক কর্তৃপক্ষের ছদ্মবেশীরা যোগাযোগ করে। প্রতারকরা হোয়াটসঅ্যাপ এবং ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের ভুয়ো নির্দেশও প্রদর্শন করে। ভুয়ো নথির মাধ্যমে গ্রেফতারের হুমকি দেখিয়ে ওই দম্পতিকে একাধিক ব্যাঙ্ক লেনদেনের মাধ্যমে ১.৫ কোটি টাকা স্থানান্তরে বাধ্য করা হয়েছিল। এদিন আদালতের নজরে আসে যে আম্বালার সাইবার ক্রাইম শাখায় দুটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে, যা নির্দেশ করে যে প্রবীণ নাগরিকদের লক্ষ্য করে সংগঠিত অপরাধমূলক কার্যকলাপের একটি নির্দিষ্ট ধাঁচ রয়েছে। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই ঘটনাটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের ঘটনা বহুবার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য পুলিশের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৯ অক্টোবর জ্ঞান মঞ্চে মঞ্চস্থ হবে ইচ্ছেমতো প্রযোজিত নতুন নাটক 'যে জানলাগুলোর আকাশ ছিল'। নাটক ও নির্দেশনা সৌরভ পালোধী

কর্ণের বিদায়

চলে গেলেন পঙ্কজ ধীর। 'মহাভারত' ধারাবাহিকের কর্ণ। এই চরিত্রে অভিনয় করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন নায়কোচিত বেদনার প্রতীক। স্মরণ করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

শুটিং চলছিল 'মহাভারত'-এর। অর্জুন-কর্ণের মহাযুদ্ধ। হঠাৎ একটি তির ভুলবশত কর্ণ চরিত্রের অভিনেতা পঙ্কজ ধীরের চোখের কোণে এসে লাগে। মুহূর্তের মধ্যে রক্ত ঝরতে শুরু করে। সবাই আতঙ্কিত। পঙ্কজ ভাবেন, কেরিয়ার তো সবে শুরু, এখনই অন্ধ হয়ে গেলাম? সেই সময়, ফিল্ম সিটি ছিল প্রায় জঙ্গলের মতো। আশেপাশে কোনও বড় হাসপাতাল ছিল না। তাঁকে তড়িঘড়ি করে একটি ছোট ডিসপেনসারিতে নিয়ে যাওয়া হয়। এক বৃদ্ধ ডাক্তার ইনজেকশন দিয়ে ও সেলাই করে চোখ বাঁচিয়ে দেন। পরে একটি সাক্ষাৎকারে পঙ্কজ বলেছিলেন ওই ডাক্তার শুধু আমার চোখ নয়, আমার পুরো অভিনয়জীবনটাই রক্ষা করেছিলেন।

স্মার্ট অভিনেতা ছিলেন পঙ্কজ ধীর। বি আর চোপড়ার ধারাবাহিক 'মহাভারত'-এ কর্ণ চরিত্রে অভিনয় করে আটের দশকে পেয়েছিলেন জনপ্রিয়তা। তাঁর বাবা সিএল ধীর ছিলেন নামী চলচ্চিত্র পরিচালক। পঙ্কজও চেয়েছিলেন পরিচালক হতে। কিন্তু ভাগ্যচক্রে হয়ে গেলেন অভিনেতা। তাঁকে নাকি প্রথমে অর্জুন চরিত্রের জন্য ভাবা হয়েছিল। কিন্তু তিনি গোঁফ কামাতে চাননি। তাই অর্জুন চরিত্রে অভিনয় করা হয়নি। কর্ণ চরিত্রে তাঁর সংযত সংলাপ, বেদনামিশ্রিত মুখাভিনয়, আর মর্মস্পর্শী আবেগ আটের দশক থেকে আজও দর্শকের মনে অমর। ধারাবাহিকটি ভারত জুড়ে এক সাংস্কৃতিক জোয়ার তুলেছিল। কর্ণের রূপে তিনি নায়কোচিত বেদনার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

যদিও পঙ্কজের অভিনয় জীবনের শুরু হয়েছিল তার আগেই। ১৯৮০ সালে। 'মহাভারত'-এর পরবর্তী সময়ে তিনি অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'কানুন', 'চন্দ্রকান্তা', 'দ্য গ্রেট মরাঠা', 'যুগ' ধারাবাহিকে। তাঁর 'চন্দ্রকান্তা'র রাজা শিবদত্ত চরিত্রটি নয়ের দশকের টেলিভিশনের অন্যতম জনপ্রিয় খলনায়ক হিসেবে আজও স্মরণীয়।

চলচ্চিত্রে তিনি কাজ করেছেন 'সনম বেওয়াফা', 'সোলজার', 'বাদশা', 'তুমকো না ভুল পায়েঙ্গে', 'আন্দাজ', 'জমিন', 'টারজান : দ্য ওয়ান্ডার কার', 'গিপ্পি'-সহ একাধিক ছবিতে।

১৯৯৮ সালে পাঞ্জাবি ছবি 'সাড্ডা মুকাদ্দর' দিয়ে পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ। ২০১৪ সালে তাঁর হিন্দি ছবি 'মাই ফাদার গডফাদার' সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছিল। পাশাপাশি তিনি তৈরি করেছিলেন অভিনয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

১৯৫৬ সালের ৯ নভেম্বর মুম্বইয়ে জন্ম পঙ্কজ ধীরের। চলে গেলেন ২০২৫-এর ১৫ অক্টোবর। ৬৮ বছর বয়সে। ক্যানসারে ভুগছিলেন। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমেছে বিনোদন জগতে। অনেকেই শোকপ্রকাশ করেছেন।

তাঁর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল সলমন খানের। একসঙ্গে অভিনয় করেছেন কয়েকটি ছবিতে। পঙ্কজের শেষ যাত্রায় পা মিলিয়েছেন বলিউড ভাইজান।

প্রসঙ্গত কয়েক বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন 'মহাভারত' ধারাবাহিকে ভীম চরিত্রের অভিনেতা প্রবীণকুমার সোবতি। 'মহাভারত'-এর পরিচালক রবি চোপড়াও চলে গেছেন না-ফেরার দেশে। এবার ঘটল কর্ণের বিদায়।

ছোট ব্যোমকেশ

হইচই-এ মুক্তি পেয়েছে কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 'ছোট ব্যোমকেশ'। আসর জমিয়ে দিয়েছেন দুই খুদে শিল্পী।

দর্শকদের মন জিতে নিয়েছে ব্যোমকেশ। আবারও। উৎসবের মরশুমে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচই-এ মুক্তি পেয়েছে। সিরিজের আকারে 'ব্যোমকেশ' তৈরি করেছেন পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। হইচই-এর জনপ্রিয় মিনি সিরিজের আকারেই হাজির 'ব্যোমকেশ'। মিনি সিরিজ মানে স্বল্প দৈর্ঘ্যের কয়েকটি পর্ব মিলিয়ে তৈরি। অর্থাৎ অন্যান্য সিরিজের তুলনায় আকারে ছোট বলা যায়। আর এই 'ব্যোমকেশ'ও কিন্তু আকারে ছোট। নাম 'ছোট ব্যোমকেশ'। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছে আরুশ দে। তার লুক এবং অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। সাদা পাঞ্জাবি, চোখে চশমা আর হাতে ঘড়ি। যেন সত্যিই এক সত্যান্বেষী। প্রচারের সময় মোশন পোস্টার ভাগ করে সমাজমাধ্যমে টিম হইচই লিখেছে, 'বয়স কম, বুদ্ধি বেশ! দুষ্টুমির নেই কোনও শেষ! গোয়েন্দা নয়, সত্যান্বেষী, আমাদের ছোট ব্যোমকেশ।'

বয়স কম। তবে আরুশ দুর্দন্ত অভিনেতা। তাঁকে এর আগে দেখা গেছে বিভিন্ন ধারাবাহিকে। এছাড়াও সম্প্রতি 'খাকি দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার'-এ শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেছে।

ব্যোমকেশ থাকলে অজিত থাকবেই। সিরিজে অজিত চরিত্রে দেখা গেছে ঋদ্ধিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তার মোশন পোস্টারে লেখা হয়েছে, 'নিজের কনফিডেন্টকে নিয়ে কনফিডেন্ট সে। প্রেজেন্টিং ব্যোমকেশের বেস্ট ফ্রেন্ড অজিত।'

সম্প্রতি 'অঙ্ক কি কঠিন' ছবিতে ঋদ্ধিমান অভিনয় করেছে। তার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল দর্শক মহলে। দুই খুদে জুটি বেঁধে রহস্য সমাধানে নেমেছে।

কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় দারুণভাবেই ব্যবহার করেছেন দুই খুদে শিল্পীকে। ছোট সত্যান্বেষীর কাছে পৌঁছে গেছে 'কাকাবাবু' প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা। পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, প্রিয়াঙ্কা সরকার-সহ অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাজও বেশ ভাল। সবমিলিয়ে সিরিজটি দেখার মতো। ছোট-বড় সবার খুব ভাল লাগবে।

প্রসঙ্গত, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ফেলুদা ওয়েব সিরিজও আসছে। এ বারের গল্প 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য'। সিরিজে ফেলুদা, জটায়ু এবং তোপসের চরিত্রে ফিরছেন যথাক্রমে টোটা রায়চৌধুরী, অনির্বাণ চক্রবর্তী এবং কল্পন মিত্র। জানা গেছে, এই সিরিজে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পর এই প্রথম ফেলুদা সিরিজ পরিচালনা করবেন কমলেশ্বর।

১৪
১৮ অক্টোবর ২০২৫
শনিবার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

18 October, 2025 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

রঞ্জি অভিষেকে ডাবল সেঞ্চুরি গোয়ার অভিনব তেজরানার। এই কীর্তি আর কারও নেই

ব্রাজিলের হারে প্রশ্ন কোচেরই

রিও ডি জেনেইরো, ১৭ অক্টোবর : ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবে আফ্রিকার দুই দেশ সেনেগাল ও তিউনিশিয়ার বিরুদ্ধে দু'টি ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। আগামী ১৫ নভেম্বর লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে সেনেগালের মুখোমুখি হবেন সেলেকাওরা। এরপর ১৯ নভেম্বর ফ্রান্সের পিরেয়ে মাউরি স্টেডিয়ামে তিউনিশিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ। এদিকে, শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে দু'গোলে এগিয়ে থেকেও ২-৩ ব্যবধানে জাপানের কাছে ফিফা ফ্রেন্ডলিতে হেরেছে ব্রাজিল। হতাশাজনক হারের পর নিজের দলের ফুটবলারদের উদ্দেশেই কড়া বার্তা দিয়েছেন কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। দলের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তোপ দেগেছেন ইতালীয় কোচ। দু'গোলে এগিয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে ফ্যাবিসিও ব্রুনোর ভুলে জাপান ব্যবধান কমায়। এই গোলের পরই ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় ব্রাজিল। আনচেলোত্তি বলেন, ব্রুনোর ভুলে আমরা প্রথম গোল হজম করি। এর আগে পর্যন্ত আমরা বেশ ভাল খেলছিলাম। গোলটা খাওয়ার পর আমাদের ছেলেরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। ম্যাচও ঘুরে যায়। এটাই সবচেয়ে বড় ভুল দলের। আমি মনে করি না, দ্বিতীয়ার্ধে আমার দল খারাপ খেলেছে। কিন্তু ভুলটাই খেলোয়াড়দের মানসিকতার উপর প্রভাব ফেলেছে। আনচেলোত্তি আরও বলেন, ব্যক্তিগত ভুলগুলো কখনও বড় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু প্রথম ভুলের পর দলের প্রতিক্রিয়া ঠিক ছিল না। মাঠে আমাদের ভারসাম্য, ইতিবাচক চিন্তাভাবনা হারিয়ে ফেলেছিলাম। ভবিষ্যতের জন্য এটি বড় শিক্ষা।

বিশ্বকাপেও খেলবে রোহিত-বিরাট : হেড

ছিটকে গেলেন গ্রিন, দলে লাবুশেন

পারথে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে হেড ও অক্ষর। শুক্রবার।

পারথ, ১৭ অক্টোবর : ভারত-অস্ট্রেলিয়া একদিনের সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। এটাই কি দুই তারকার বিদায়ী সিরিজ হতে চলেছে? যা নিয়ে জোর জল্পনা ক্রিকেট মহলে। ট্রাভিস হেড অবশ্য আশাবাদী, ২০২৭ বিশ্বকাপেও রো-কো জুটিকে দেখা যাবে।

শুক্রবার মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে হেড বলেছেন, ভারতের হয়ে বিরাট ও রোহিতের পারফরম্যান্স এক কথায় অসাধারণ। সাদা বলের ক্রিকেটে ওরা দু'জনেই ম্যাচ উইনার। বিরাট সম্ভবত সাদা বলে সর্বকালের সেরা। রোহিতও খুব একটা পিছিয়ে থাকবে না। ওপেনার হিসাবে ওর একটা নিজস্ব ঘরানা রয়েছে। একটা সময় আসবে, যখন আমরা ওদের অভাব অনুভব করব। তবে আমার মনে হয়, ওরা দু'জনেই ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যাবে। ওরা যে এখনও খেলছে, সেটা ক্রিকেটের জন্য ভাল বিজ্ঞাপন।

আসন্ন সিরিজ নিয়ে বাঁ হাতি অস্ট্রেলীয় ওপেনারের বক্তব্য, অসাধারণ একটা সিরিজ হতে চলেছে। ভারত ও অস্ট্রেলিয়া যখনই একে অন্যের মুখোমুখি হয়েছে, উত্তেজক ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। আমি সিরিজ জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। আইপিএলে খেলার সুবাদে ভারতীয় ক্রিকেটারদের ভাল করেই জানি। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। হেডের আক্ষেপ, বিরাট বা রোহিতের সঙ্গে কখনও এক দলে খেলার সৌভাগ্য হয়নি। হয়তো ভবিষ্যতে কোনও দিন সেই সুযোগ পাব।

এদিকে, হাই ভোল্টেজ সিরিজে আগে চোট-আঘাতে জর্জরিত অস্ট্রেলিয়া শিবির। চোটের জন্য আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন জস ইংলিশ। পারিবারিক কারণে সরে গিয়েছেন অ্যাডাম জাম্পা। এবার চোটের কারণে পুরো একদিনের সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন ক্যামেরন গ্রিন। তাঁর পরিবর্ত হিসাবে দলে নেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞ ব্যাটার মার্নাস লাবুশেনকে।

কুম্বলে ৫৫, শুভেচ্ছার ঢল

মুম্বই : ৫৫তম জন্মদিনে শুভেচ্ছায় ভাসলেন অনিল কুম্বলে। বিসিসিআই সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছে, ৪০৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। ৯৫৬টি উইকেট। ভারতের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। যে তিনজন এক ইনিংসে ১০ উইকেট নিয়েছেন তাদের অন্যতম। জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রাক্তন অধিনায়ক ও কিংবদন্তি ক্রিকেটার অনিল কুম্বলেকে। ৬১৯টি টেস্ট উইকেট নিয়ে কেরিয়ারে দাঁড়ি টেনেছেন প্রাক্তন লেগ স্পিনার। ১৯৯৯-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দিল্লি টেস্টে কুম্বলে এক ইনিংসে ১০ উইকেট নিয়েছিলেন। ২০১৬-১৭-তে তিনি ভারতীয় দলের কোচ হয়েছিলেন। কিন্তু পরে ইস্তফা দেন। তার আগে ২০১৫-তে কুম্বলে আইসিসির হল অফ ফেম-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। জন্মদিনে কুম্বলেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সুরেশ রায়না ও ডোডা গণেশ। শুভেচ্ছা এসেছে আরসিবির পক্ষ থেকেও।

আয়েও মেসিকে টেক্কা রোনাল্ডোর

নিউ ইয়র্ক, ১৭ অক্টোবর : চল্লিশ পেরিয়েও নিয়মিত গোল করে চলেছেন। এবার অর্থ উপার্জনেও বিশ্বের বাকি ফুটবলারদের টেক্কা দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। মার্কিন পত্রিকা ফোর্বস ২০২৫ সালের সর্বোচ্চ আয়ের খেলোয়াড়দের তালিকা প্রকাশ করেছে। আর ফুটবলারদের তালিকার এক নম্বরে রয়েছেন রোনাল্ডো। গত এক দশকে এই নিয়ে ষষ্ঠবার ফোর্বসের তালিকার শীর্ষে রইলেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

মার্কিন পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী রোনাল্ডো ২০২৫-২৬ মরশুমে ক্লাব থেকে আয় করবেন ২৩ কোটি ডলার। এছাড়া বিভিন্ন স্পনসরশিপ এবং চুক্তি থেকে আরও ৫ কোটি ডলার আয় হবে। ফলে সব মিলিয়ে রোনাল্ডোর আয় দাঁড়াবে ২৮ কোটি ডলার। অনেকটা পিছিয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন লিওনেল মেসি। ক্লাব এবং স্পনসর মিলিয়ে তাঁর আয় হবে ১৩ কোটি ডলার। তৃতীয় স্থানে করিম বেঞ্জেমা। প্রাক্তন রিয়াল মাদ্রিদ তারকার আয় ১০ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার। চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে যথাক্রমে কিলিয়ান এমবাপে (৯ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার) ও আর্লিং হালান্ড (৮ কোটি)।

তবে বড় চমক হল, লামিনে ইয়ামালের প্রথম দশে জায়গা করে নেওয়া। ১৮ বছর বয়সি স্প্যানিশ তারকার আয় বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার। ব্রাজিলীয় তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়র (৬ কোটি ডলার) রয়েছেন তালিকার ষষ্ঠ স্থানে। সপ্তম, অষ্টম এবং নবম স্থানে যথাক্রমে মহম্মদ সালাহ (৫ কোটি ৫০ লক্ষ), সাদিও মানে (৫ কোটি ৪০ লক্ষ) ও জুড বেলিংহ্যাম (৪ কোটি ৪০ লক্ষ)।

এ দলে খেলতে আসছেন বাভুমা

জোহানেসবার্গ : শুভমন গিলদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগেই ভারতে চলে আসছেন টেম্বা বাভুমা। চোটের জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন বাভুমা। তবে তিনি যাতে পুরোপুরি ফিট হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে পারেন, তার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলে রাখা হয়েছে বাভুমাকে। আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত সফরে দু'টি টেস্ট, তিনটি ওয়ান ডে এবং পাঁচটি টি-২০ খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। তার আগে ৩০ অক্টোবর থেকে ৯ নভেম্বর বেঙ্গালুরুতে ভারত 'এ' দলের বিরুদ্ধে দু'টি চারদিনের ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দল। প্রথমটিতে না খেললেও, দ্বিতীয় ম্যাচে বাভুমা খেলবেন বলে জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড।

জকোকে উড়িয়ে ফাইনালে সিনার

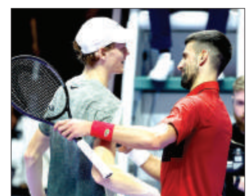

রিয়াধ, ১৭ অক্টোবর : নোভাক জকোভিচকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিয়ে সিক্স কিংস স্ল্যামের ফাইনালে জানিকে সিনার। এবার খেতাবি লড়াইয়ে তাঁর সামনে কার্লোস আলকারেজ। ফলে আরও একটা ব্লকবাস্টার দ্বৈরথের সাক্ষী থাকতে চলেছেন টেনিসপ্রেমীরা।

সৌদি আরবে আয়োজিত তিন দিনের এই প্রদর্শনী টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছেন বিশ্বের সেরা ছয় টেনিস তারকা। এর জন্য প্রত্যেকে অ্যাপিয়ারেন্স ফি হিসাবে পাচ্ছেন ১.৫ মিলিয়ন ডলার। বিশ্বের এক নম্বর সিনারের সামনে কার্যত দাঁড়াতেই পারেননি ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী জকোভিচকে। হেলায় ৬-৪, ৬-৪ স্ট্রেট সেটে ম্যাচ পকেটে পোরেন সিনার। গোটা ম্যাচে ১০টি এস মেরেছেন তিনি। ৪৫টি পয়েন্টের মধ্যে খুইয়েছেন মাত্র ৮টি পয়েন্ট। ম্যাচের পর সিনার বলেছেন, এই ম্যাচে প্রায় নিখুঁত সার্ভিস করেছি। গত এক মাস ধরে নিজের সার্ভিস আরও ভাল করার জন্য অনেক খেটেছি। তারই ফল পেলাম। অন্যদিকে, সিনারের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়ে জকোভিচের বক্তব্য, এই প্রজন্মের অন্যতম সেরার মুখোমুখি হয়ে রোমাঞ্চিত। তবে এভাবে হারতে মোটেই ভাল লাগে না। প্রসঙ্গত, তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে জকোভিচ খেলবেন টেলর ফ্রিটজের বিরুদ্ধে। এদিকে, দিনের অন্য ম্যাচে ফ্রিটজকে ৬-৪, ৬-২ স্ট্রেট সেটে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন আলকারেজ। গোটা ম্যাচে একচেটিয়া প্রাধান্য নিয়ে খেলেছেন স্প্যানিশ তারকা। ম্যাচের পর তাঁর বক্তব্য, আজ শুধু জেতার জন্য খেলিনি। চেষ্টা করেছি দর্শকদের বিনোদন করারও। মনে হচ্ছে ওরা খুশি হয়েছেন। তাই আমিও খুশি।

এমবাপেদের বিএমডব্লু রিয়ালের

মাদ্রিদ, ১৭ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক বিরতি শেষ করে ক্লাবে ফিরেই পুরস্কৃত হলেন কিলিয়ান এমবাপে, ভিনিসিয়াস জুনিয়ররা। দলের সব ফুটবলার এবং কোচিং স্টাফদের একটি করে ঝাঁ-চকচকে বিএমডব্লু গাড়ি উপহার দিল রিয়াল মাদ্রিদ কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, জামানির এই নামী গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা রিয়ালের অন্যতম কো-স্পনসর। দু'টি মডেল থেকে ফুটবলাররা নিজেদের পছন্দসই মডেল বেছে নেন।

রিয়ালের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মাদ্রিদ সিটিতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিনিয়র দলের কোচ এবং ফুটবলারদের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দেওয়া হয়। বিএমডব্লু আই৭ এবং বিএমডব্লু এক্সএম— এই দু'টি মডেল থেকে প্রত্যেকে নিজেদের পছন্দসই গাড়ি বেছে নিয়েছেন। জানা গিয়েছে, রিয়ালের মাঝমাঠের অন্যতম ভরসা জুড বেলিংহ্যাম বিএমডব্লু এক্সএম মডেলের গাড়ি পছন্দ করেছেন। যার দাম ভারতীয় মুদ্রায় ১ কোটি। অন্যদিকে এমবাপে, ভিনিসিয়াস এবং কোচ জাবি

রিয়াল ফুটবলারদের সঙ্গে সেই গাড়ি।

আলন্সোর পছন্দ বিএমডব্লু আই৭ মডেলটি। এই মডেলটি সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক এবং এর দাম ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় তিন কোটি। এদিকে, রবিবার ফের মাঠে নামছে রিয়াল। লা লিগায় এমবাপেদের প্রতিপক্ষ গেটাফে। ৮ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে স্প্যানিশ লিগের শীর্ষে রয়েছে রিয়াল। তবে গেটাফে ম্যাচে এমবাপেকে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। চোটের জন্য ফ্রান্সের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলেননি এমবাপে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিমানবন্দরে নিজের মোটাসোটা ছবি দেখে রোহিত ঠিক করেছিল রোগা হতে হবে।
জানালেন অভিষেক নায়ার

ফাইনালে ভারত

■ **জোহর বাহরু :** মালয়েশিয়াতে আয়োজিত সুলতান জোহর কাপের ফাইনালে ভারতীয় যুব হকি দল। শুক্রবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে আয়োজক মালয়েশিয়াকে ২-১ গোলে হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়ে যান ভারতীয়রা। ম্যাচের ২২ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন গুরজোৎ সিং। যদিও ৪৩ মিনিটে ১-১ করে দিয়েছিল মালয়েশিয়া। গোলদাতা নাভিনেশ পানিকার। তবে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে জয় নিশ্চিত করেন সৌরভ আনন্দ কুশওয়াহা।

মূলপর্বে মেয়েরা

■ **প্রতিবেদন :** ২০ বছর পর মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৭ এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে ভারত। শুক্রবার উজবেকিস্তানকে ২-১ গোলে হারাতেই মূলপর্বের টিকিট পেয়ে যান ভারতের মেয়েরা। মূলপর্বে ওঠার জন্য এদিন ড্র করলেই চলত। কিন্তু টানা দু'ম্যাচ জিতে ছয় পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকেই এশিয়া কাপে খেলবেন ভারতের মেয়েরা। এদিন ৩৪ মিনিটে উজবেকিস্তানকে এগিয়ে দিয়েছিল শাখোদা আলিখোনোভা। যদিও ৫৫ মিনিটে থান্ডামনি বাস্কের গোলে ১-১ করে ফেলে ভারত। এরপর ৬৬ মিনিটে অনুষ্কা কুমারীর গোলে জয় নিশ্চিত হয়।

সাত্ত্বিকদের জয়

■ **কোপেনহেগেন :** ডেনমার্ক ওপেন সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টন ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। শুক্রবার ছেলেদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতীয় জুটি ২১-১৫, ১৮-২১, ২১-১৬ ফলে হারিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার মুহাম্মদ রিয়ান আরদিয়ান্তো ও রহমত হিদায়তকে। তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ইন্দোনেশীয় জুটিকে টেক্কা দিয়ে শেষ চারের টিকিট আদায় করে নেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ।

আটে বাংলা

■ **প্রতিবেদন :** সৌরাষ্ট্রকে ৭৫ রানে হারিয়ে ভিনু মানকড় ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল অনূর্ধ্ব ১৯ বাংলা দল। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৩২৯ রান তুলেছিল বাংলা। চন্দ্রহাস দাস সর্বোচ্চ ৯৩ রান করেন। এছাড়া অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায়ের ৮৬ ও আদিত্য রায়ের ৬০ রান উল্লেখযোগ্য। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৫৪ রানের বেশি তুলতে পারেনি সৌরাষ্ট্র। বাংলার অগস্ত্য শুক্লা ২ উইকেট দখল করেন।

আজ ফের ডার্বি, নজর মিগুয়েল-রবসন দ্বৈরথে

সমর্থন চান মোলিনা, হুঙ্কার বিনোর

প্রতিবেদন : রাত পোহালেই আরও একটা ডার্বি। কিন্তু তার ২৪ ঘণ্টা আগে দুই প্রতিপক্ষ শিবিরের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। লাল-হলুদে চনমনে মেজাজ। সেখানে সবুজ-মেরুনে কেমন যেন গুমোট পরিবেশ!

শনিবার যুবভারতীতে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। চলতি মরশুমে ডুরান্ড ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল ২-১ গোলে হারিয়েছিল মোহনবাগানকে। এদিকে, ইরানে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচ খেলতে না যাওয়া নিয়ে বেশ চাপে সবুজ-মেরুন শিবির। যা নিয়ে মোহনবাগান সমর্থকেরা নিরন্তর বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছেন। ইউনাইটেড ম্যাচের পর সমর্থকদের উপর পুলিশের লাঠি চার্জ এই ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। এতটাই যে, ডার্বি বয়কটের ডাক দিয়েছেন সমর্থকদের একটা অংশ। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে জোসে মোলিনা তো বলেই ফেললেন, ডার্বি জিতে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে চাই। আমি চাই, কাল আমাদের সমর্থকেরা মাঠে আসুক। কারণ ডার্বির মতো আবেগের ম্যাচ জিততে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় সমর্থন। আমরা আগের ডার্বিটা হেরেছি। সুযোগ রয়েছে জিতে নিজেদের প্রমাণ করার। তাই ৯০ মিনিটের জন্য সবকিছু ভুলে আমাদের সমর্থন করুন।

কোচের মতো মোহনবাগান অধিনায়ক শুভাশিস বোসও বলে গেলেন, গত কয়েক বছরে আমরা যে সাফল্য পেয়েছি, তার পিছনে ফুটবলারদের পাশাপাশি সমর্থকদেরও বড় ভূমিকা রয়েছে। আমরা ট্রফি জিতে একসঙ্গে সেলিব্রেট করেছি। ফুটবল খেলি সমর্থকদের জন্য। তাঁরা মাঠে এসে উৎসাহ দিলে বাড়তি জোর পাই। কাল সমর্থকদের জন্যই ডার্বি জিতে চ্যাম্পিয়ন হতে চাই।

ডার্বির প্রস্তুতিতে মগ্ন দুই ব্রাজিলীয় তারকা মিগুয়েল ও রবসন।

এদিকে, এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে আসেননি কোচ অস্কার ব্রুজো বা ইস্টবেঙ্গলের কোনও ফুটবলার। সহকারী কোচ বিনো জর্জ এসে জানালেন, সকালের অনুশীলনে পর বিকেলে টিম হোটেলে ফুটবলারদের সঙ্গে ডার্বি নিয়ে বৈঠক করবেন অস্কার। তাই তিনি আসতে পারেননি। বিনোর হুঙ্কার, ডার্বি দুটো দলের কাছেই আবেগের ম্যাচ। এবছর আমরা ভাল দল গড়েছি। মোহনবাগান শক্তিশালী দল। তবে দলগত ফুটবলের পাশাপাশি ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে ওদের সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতে পারি।

লাল-হলুদের সহকারী কোচ আরও বলেছেন, আমরা মোহনবাগানকে সমীহ করছি। প্রতিটি বিভাগেই ওদের ভাল ফুটবলার রয়েছে। তবে আমরাও তৈরি। ইস্টবেঙ্গল ২৯ বার এই টুর্নামেন্ট জিতেছে। কাল ৩০তম শিল্ড জয়ের জন্য ফুটবলাররা ঝাঁপাবে।

এই ডার্বির আলাদা মাত্রা দুই ব্রাজিলীয়র জন্য। রবসন রবিনহো ও মিগুয়েল ফিগুয়েরা। বসুন্ধরা কিংসে খেলার সময় দু'জনেই ছিলেন অস্কারের সেরা অস্ত্র। এবার রবসন খেলবেন সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে। মিগুয়েল লাল-হলুদ। শনিবার কে শেষ হাসি হাসেন, সেটাই দেখার। এদিকে, জাতীয় দলের আনোয়ার আলি নাওরেম মহেশ সিং যোগ দেওয়াতে ইস্টবেঙ্গলের শক্তি যেমন বেড়েছে। তেমনই শুভাশিস, লিস্টন, আপুইয়ার যোগদানে শক্তি বেড়েছে মোহনবাগানের। তবে প্রথম এগারো নিয়ে এদিন দু'দলই ধোঁয়াশা বজায় রেখেছে।

এগিয়েও সরাসরি জয়ের আশা কম অভিমন্যুদের

প্রতিবেদন : মরশুমের প্রথম ম্যাচে ৬ পয়েন্ট টার্গেট ছিল বাংলার। কিন্তু ইডেনে ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষে যা পরিস্থিতি তাতে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের ইচ্ছেপূরন সম্ভবত হচ্ছে না। প্রথম ইনিংসে ১০০ রানের লিড পেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে বোলাররা উত্তরাখন্ডের উপর চাপ তৈরি করতে পারেননি। ফলে ম্যাচের যা পরিস্থিতি তাতে বড়জোর ৩ পয়েন্ট আসতে পারে বাংলার ঘরে।

ইডেনে উইকেটহীন শামি।

উত্তরাখন্ড প্রথম ইনিংসে ২১৩ রান করেছিল। জবাবে বাংলা তুলেছে ৩১৩ রান। ঠিক ১০০ রান বেশি। কিন্তু উত্তরাখন্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে যখন বোলারদের চেপে ধরার দরকার ছিল, তখন সেটা পারেননি শামি-ঈশানরা। এর ফলে দ্বিতীয় ইনিংসে উত্তরাখন্ড ১৬৫-২ তুলে এগিয়ে রয়েছে ৬৫ রানে। শনিবার খেলার শেষ দিন। সকালে বোলাররা দ্রুত কয়েকটি উইকেট তুলে নিতে না পারলে সরাসরি জয়ের কোনও আশা থাকবে না। তখন ৩ পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে বাংলাকে।

বৃহস্পতিবার সকালে ২৭৬-৪ নিয়ে খেলা শুরু করে ৩৭ রানের মধ্যে বাকি ৬ উইকেট পড়ে যায় বাংলার। দেবেন্দ্র সিং বোরা ৭৯ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন। আগের দিনের নট আউট থাকা সুমন্ত গুপ্ত এদিন ৮২ রানে ফিরে যান। দেবেন্দ্র তাঁকে সরাসরি বোল্ড করে দেন। আরেক নট আউট ব্যাটার বিশাল ভাটি ১৫ রানে আউট হয়েছেন রাজন কুমারের বলে। বাকিদের মধ্যে সুরজ সিন্ধু জয়সোয়াল ২০ রানে নট আউট থেকে যান। এছাড়া আকাশ দীপ ১৯, মহম্মদ শামি ১০ ও ঈশান পোড়েল ০ রানে আউট হন।

ভদ্রস্থ লিড পাওয়ার পর অভিমন্যুদের লক্ষ্য ছিল দ্রুত উত্তরাখন্ডের কয়েকটি উইকেট তুলে নেওয়া। ১ রানে অবনীশ সুধাকে (১) তুলেও নিয়েছিলেন আকাশ। কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটে প্রশান্ত চোপড়া (৮২) ও কুনাল চান্দেলা (ব্যাটিং ৬৮) মিলে ১৪৭ রান তুলে পরিস্থিতি সামলে নেন। দিনের শেষে ৬৭ ওভার খেলে উত্তরাখন্ড ১৬৫-২ করেছে। চান্দেলার সঙ্গে ভুপেন লালওয়ানি ১২ রানে অপরাজিত রয়েছেন। লালওয়ানি প্রথম ইনিংসে ৭১ রান করেছিলেন। বোলারদের মধ্যে দুটি উইকেট আকাশ ও ভাটির। শামি ১৫ ওভার বল করে ২১ রান দিয়ে উইকেট পাননি। উইকেট নেই প্রথম ইনিংসে ভাল বল করা ঈশান- সুরজেরও। ৬৭ ওভারের বোলিংয়ে অভিমন্যু এদিন পাঁচ বোলার ব্যাবহার করেছেন।

বেঙ্গল সুপার লিগের মুখ বিশ্বজয়ী ম্যাথাউস

প্রতিবেদন : ঢাকে কাঠি পড়ে গেল জেলাভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজি ফুটবল টুর্নামেন্ট বেঙ্গল সুপার লিগের। আর এই শ্রাচী স্পোর্টস গ্রুপ আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের ব্র্যান্ড অম্বাসেডর হলেন কিংবদন্তি লোথার ম্যাথাউস। আগামী মাসেই কলকাতায় পা রাখতে চলেছেন ১৯৯০ বিশ্বকাপজয়ী জার্মান অধিনায়ক। শুক্রবার জার্মানিতে থেকে ভার্চুয়াল প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত থেকে এই কথা জানিয়েছেন ম্যাথাউস নিজেই।

ম্যাথাউজ বলেন, ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে আমার বিশেষ ধারণা নেই। তবে এটা জানি, ভারত ফুটবল পাগল দেশ। আমি বাংলার ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে গর্বিত। বাংলা ফুটবল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিতে, আমি নভেম্বরে কলকাতা আসছি। তার পর সেখানকার ফুটবলের উন্নতির জন্য গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রাচী স্পোর্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাহুল টোডি, চেয়ারম্যান তমাল ঘোষ। ছিলেন অ্যালভিটো ডি'কুনহা, সুলে মুসা, মেহতাব হোসেন, রহিম নবিদের মতো দুই প্রধানের প্রাক্তন তারকারা এবং সন্তোষ ট্রফিজয়ী বাংলা দলের কোচ সঞ্জয় সেন।

আইএফএ-এর সহযোগিতায় মোট ৮টি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে নিয়ে বাংলাজুড়ে আয়োজিত হবে এই টুর্নামেন্ট। হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে মোট ৬১টি ম্যাচ হওয়ার কথা। মোট ২০০ জন ফুটবলার অংশ নেবেন এই টুর্নামেন্টে। প্রতিটি দলে তিনজন করে বিদেশি খেলানো যাবে। তবে প্রত্যেক দলের মুখ করা হবে বাংলার ফুটবলারদের। আরও বেশি করে বাঙালি ফুটবলার তুলে আনাই এই টুর্নামেন্টের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মাঠে ময়দানে

18 October, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একাধিক কেচ্ছায় জড়িয়ে অ্যাসেজের আগেই চাকরি যাচ্ছে ইংল্যান্ডের সহকারী কোচ পল কলিংউডের

পেস-বাউন্সের উইকেটে বাড়তি জোর ফিল্ডিংয়েও

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ফিল্ডিং প্র্যাকটিসে ব্যস্ত বিরাট। ডানদিকে নেটে ঝালিয়ে নিচ্ছেন রোহিত। শুক্রবার।

পারথ, ১৭ অক্টোবর : রবিবার প্রথম একদিনের ম্যাচের আগে প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখছে না ভারতীয় দল। পারথে পৌঁছে প্রথম দিন অপশনাল প্র্যাকটিসের দিনও প্রায় সবাই হাজির হয়েছিলেন অপটাস স্টেডিয়ামে। শুক্রবার আবার প্র্যাকটিস শুরুই হল ফিল্ডিং ড্রিল দিয়ে।

প্রথম দিন হালকা প্র্যাকটিস হলেও এদিন লম্বা সময় মাঠে কাটালেন রোহিত-বিরাটরা। প্রথমে দৌড়নো ও স্ট্রেচিংয়ের পর শুরু হয় ফিল্ডিং প্র্যাকটিস। প্রসঙ্গত, ভারতীয় দল পারথে দুটি গ্রুপে এসেছে। প্রথম দল চার ঘণ্টা দেরিতে এখানে পৌঁছেছে। দ্বিতীয় দল ডেনিস লিলির শহরে পৌঁছেছে শুক্রবার। আগের দিন প্র্যাকটিসে বিরাট অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল বেশি সামলেছেন। এই জায়গায় আসা বলে তিনি যেমন স্কোয়্যার অফ দ্য উইকেট শট খেলে রান পেয়েছেন, তেমনই উইকেটও দিয়েছেন অনেক। এখানে বল কিন্তু দ্রুত আসবে। বাউন্সও থাকবে। ফলে ন'মাস ম্যাচের বাইরে থাকা বিরাটকে দ্রুত অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে উইকেট ও পরিবেশের সঙ্গে। তাঁর মতোই রোহিতও এতদিন বাদে আবার নিল জার্সিতে মাঠে নামছেন। তাঁকেও পারথের উইকেটের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হচ্ছে।

২০১৯-এ বিরাটের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া থেকে একদিনের সিরিজ ২-১-এ জিতে ফিরেছিল ভারত। পরের সফরেই রেজাল্ট উল্টে গিয়েছিল। সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতীয়দের সাম্প্রতিক রেকর্ড যথেষ্ট ভাল হলেও অস্ট্রেলিয়ায় রোহিতদের খুব বেশি সাফল্য নেই। পারথে অবশ্য এই প্রথম দুটো দল একদিনের ম্যাচে মুখোমুখি হবে। তবে তার আগে ফিল্ডিংয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে এশিয়া কাপের কথা মাথায় রেখে। দুবাইয়ে ক্যাচিং খুব খারাপ হয়েছিল গম্ভীরের দলের। এখানে প্রথম দিন থেকে অর্শদীপ সিং ও হর্ষিত রানাকে লম্বা স্পেলে বল করতে দেখা যাচ্ছে। গতিময় উইকেটে দীর্ঘকায় হর্ষিতের বোলিং কার্যকরী হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

এদিকে, প্রথম ম্যাচের আগে ম্যাথু হেডেন বলেছেন, তিনি বিরাটকে ২০২৭ বিশ্বকাপে দেখতে পাচ্ছেন। ৩০২টি ম্যাচে ১৪ হাজার রান করা তারকাকে তিনি ফেরারি আখ্যা দিয়ে বলেছেন, বিরাটের রেকর্ড অবিশ্বাস্য। আমি ওকে এখনই বিশ্বকাপে ফোকাস করতে দেখছি। বিরাট কিন্তু খেলবে। তবে ভারতের প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকর এখনও রোহিত-বিরাটের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা দেননি। বলেছেন বিশ্বকাপের এখনও দু'বছর বাকি আছে।

রোহিত-বিরাট কিন্তু পরীক্ষায় বসছে না

ফিট থাকলে অস্ট্রেলিয়ায় যেত শামিও, ঘোষণা আগারকরের

মুম্বই, ১৭ অক্টোবর : রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে নিয়ে ফের ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখলেন অজিত আগারকর। শুক্রবার এক সাক্ষাৎকারে নির্বাচক প্রধানের মন্তব্য, ওদের মতো ক্রিকেটারকে প্রত্যেক ম্যাচে পরীক্ষা দিতে হবে, এটা উন্মাদের মতোই ভাবনা। দীর্ঘদিন পর ওরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছে। খেলতে শুরু করলেই সবকিছু স্পষ্ট হবে। কিন্তু এই সিরিজ ওদের জন্য কোনও ট্রায়াল নয়।

রো-কো'র বিশ্বকাপ ভবিষ্যৎ নিয়ে আগারকর আরও বলেছেন, এমনটা নয় যে, অস্ট্রেলিয়া সিরিজে রান না পেলে ওরা দল থেকেই বাদ পড়বে। এমনও নয় যে, ওরা তিনটে ম্যাচেই সেঞ্চুরি করলে ২০২৭ বিশ্বকাপ দলে থাকবে। বিশ্বকাপের এখনও দুটো বছর বাকি। ততদিনে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, সেটা আমরা কেউ জানি না। এটা শুধু ওদের দু'জনের জন্যই নয়, তরুণদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আগারকরের বক্তব্য, একদিনের ক্রিকেটে বিরাটের গড় পঞ্চাশের উপর (৫৭.৮৮)। রোহিতের গড়ও পঞ্চাশের (৪৮.৭৬) কাছাকাছি। দীর্ঘদিন ধরে ওরা ভারতীয় ক্রিকেটের সেবা করে আসছে। তাই ওদের নতুন করে প্রমাণ করার কিছু নেই। ওরা দু'জন এখন শুধু একটা ফরম্যাটে খেলে। ৯ মার্চ শেষবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলেছিল। এরপর এই সিরিজে খেলতে নামছে ১৯ অক্টোবর।

জাতীয় দলে ব্রাত্য মহম্মদ শামিকে নিয়েও এদিন মুখ খুলেছেন আগারকর। সম্প্রতি নাম না করে নির্বাচকদের তোপ দেগে শামি জানিয়েছেন, তিনি ফিট। আগারকরের বক্তব্য, শামি যদি আমাকে প্রশ্ন করত, তাহলে উত্তরটা দিতে পারতাম। আমি জানি না, ও ঠিক কী বলেছে। আমার ফোন কিন্তু সব ক্রিকেটারদের জন্য খোলা থাকে। শামির সঙ্গেও গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার কথা বলেছি। তবে আমাদের মধ্যে কী কথা হয়েছে, সেটা প্রকাশ্যে বলতে চাই না।

আগারকরের সংযোজন, শামি অতীতে ভারতের জার্সিতে অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছে। তবে একটা কথা স্পষ্ট বলতে চাই, ও যদি ফিট হত, তাহলে অবশ্যই দলে থাকত। এই কথাটা আমি ইংল্যান্ড সফরের আগেও বলেছিলাম। আমাদের ঘরোয়া মরশুম সবে শুরু হয়েছে। দেখা যাক কী হয়!

সিনিয়ররা থাকায় শুভমনের সুবিধা: অক্ষর

পারথ, ১৭ অক্টোবর : রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া একদিনের সিরিজ। প্রথমবার শুভমন গিলের নেতৃত্বে খেলবেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। এতে কি শুভমন বাড়তি চাপে থাকবেন? যদিও এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন অক্ষর প্যাটেল।

শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভারতীয় অলরাউন্ডার বলছেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের মতো একদিনের অধিনায়ক হিসাবেও শুভমনের শুরুটা দুর্দান্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। নেতৃত্বের দায়িত্ব শুভমনকে একেবারেই চাপে ফেলতে পারেনি। এটা ওর দারুণ গুণ। আমি অনেক অধিনায়কের অধীনে খেলেছি। এটা পরিবর্তনের সময়। তরুণরা সুযোগ পাচ্ছে। আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা তরুণদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি। খেলার ধরন নিয়ে আলোচনা করছি। বড় মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করার জন্য ওরাও তৈরি।

অক্ষর আরও জানিয়েছেন, ড্রেসিংরুমে বিরাট ও রোহিতের উপস্থিতি নেতা শুভমনকে বাড়তি সাহায্য করবে। এই প্রসঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির উদাহরণ টেনে তিনি বলেছেন, শুভমনের জন্য ধোনির নেতৃত্বের শুরুর সময়টা সেরা উদাহরণ। সেই সময় ভারতীয় ড্রেসিংরুমে শচীন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়ের মতো সিনিয়রদের সাহায্য ধোনি পেয়েছিল। এবার আমাদের ড্রেসিংরুমে বিরাট ভাই ও রোহিত ভাই দু'জনেই থাকছে। আমরা একটা পালাবদলের সাক্ষী থাকতে পারব। পরিবর্তনের এই সময় তরুণদের পাশে সিনিয়রদের দাঁড়াতে হবে। মাঠে কীভাবে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়, সেটা তরুণরা শিখতে পারবে। অক্ষরের সংযোজন, ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, শুভমন একটা আদর্শ পরিবেশ পাচ্ছে। বিরাট ভাই, রোহিত ভাইয়ের উপস্থিতিতে ও নেতা হিসাবে আরও পরিণত হয়ে উঠবে। ওর জন্য এটা দারুণ একটা সুযোগ। আমাদের দলে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের দারুণ ভারসাম্য রয়েছে। তাই সবার একসঙ্গে মিশে যেতে কোনও সমস্যাই হবে না।

শ্রীলঙ্কার হার

কলম্বো, ১৭ অক্টোবর : মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপে শুক্রবার শ্রীলঙ্কাকে ১০ উইকেটে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ওভার কমে হয়েছিল ২০। প্রথমে ব্যাট করে, কুড়ি ওভারে ৭ উইকেটে ১০৭ রান তুলেছিল শ্রীলঙ্কা। ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জেতার জন্য ১২১ রান করতে হত। ১৪.৫ ওভারে বিনা উইকেটে ১২৫ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। লরা উলভার্ট ৬০ রানে ও তাজমিন ব্রিটস ৫৫ রানে অপরাজিত থাকেন। হারের পর, শ্রীলঙ্কার শেষ চারে থাকার সম্ভাবনার ইতি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

১৭
১৮ অক্টোবর ২০২৫
শনিবার

18 October, 2025 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

সারা দ্য ব্ল্যাক

চার্চ, গির্জার দেশে বিদেশির হাতে মা কালীর আরাধনা! শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এটাই সত্যি। প্রতিবছর একটা নির্দিষ্ট দিনে দক্ষিণ ফ্রান্সের কামার্গ শহরে রোমানিরাও মেতে ওঠেন এক দেবীর পুজোয়। যাঁর গায়ের রং কালো। এই বঙ্গের কালীঠাকুরের সঙ্গে নাকি এই দেবীর অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। কী সেই সাদৃশ্য? কী বা তার কাহিনি? কেন হাজার হাজার রোমানিরা এই দেবীপুজো করেন! বিস্তারিত লিখলেন **তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক**

গির্জা, চার্চের দেশে মা কালীর আরাধনা! শুনলে বা জানলে অবাক হতে হয় না? দেবীর গায়ের রংও আবার কালো। দক্ষিণ ফ্রান্সের কামার্গে শহরে রোমানিরা মে মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে এই দেবীর পুজোয় মেতে ওঠেন। এক অপার বিশ্বাস এই দেবীর প্রতি রোমানিদের। স্বদেশ ছেড়ে বিদেশের মাটিতে কালীমায়ের বসতের পেছনে কী কাহিনি? বঙ্গের কালীঠাকুরের সঙ্গেও নাকি এই দেবীর অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। দেখা যাক ইতিহাস কী বলছে?

সারা দ্য ব্ল্যাক। দক্ষিণ ফ্রান্সের কামার্গে অবস্থিত সেন্ট-মেরিস-দ্য-লা-মের গ্রামে প্রতিবছর একটি অনন্য ধর্মীয় উৎসব উদযাপিত হয়। এই উৎসবে হাজার হাজার রোমানি সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হন। যেখানে তাঁরা সেন্ট সারালা কালী নামে পরিচিত তাঁদের পবিত্র দেবী মা বা তাঁদের রক্ষাকর্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই উৎসবটি শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আচার নয়। এটি রোমানি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস সংস্কৃতি এবং আত্মপরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সেন্টা সারা লা কালীর প্রতি রোমানদের এই গভীর ভক্তি এবং বিশ্বাসের পেছনে এক ইতিহাস রয়েছে। রোমান জনগোষ্ঠী বহু শতাব্দী ধরে বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। তাদের দীর্ঘকালীন সংগ্রাম ও জীবনধারার মধ্যে সারালা কালী তাদের কাছে আশ্রয়দাত্রী ও বরাভয়দাত্রী হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছেন। তাঁরা জন্ম-যাযাবর। বারবার আক্রমণের লক্ষ্যে তাঁরা। ইউরোপ এবং ছড়িয়ে থাকা উপনিবেশে রোমানিরা দাস প্রথার শিকার।

আজও তাঁদের নিজস্ব কোনও দেশ নেই। আধুনিক ইউরোপে রোমানিদের প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাব এখনও রয়েছে। বহু যুগ ধরে অবজ্ঞা অপমান মিশে রয়েছে তাঁদের শরীরে।

কামার্গের সেন্ট মেরিস দ্য লা মের দেবী সারা রোমানদের মানসিক আশ্রয়। তাই এই দেবীর উৎসবে মন থেকে মেতে ওঠেন রোমানরা। বঙ্গের দশভুজা আরাধনায় আমাদের প্রবাসের আত্মজনেরা যেমন ঘরে ফেরার জন্য আকুল হয় তেমনি রোমানরাও সারার উৎসবে যোগদানের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন।

সেন্ট সারা লা কালী রোমান জনগোষ্ঠীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণই শুধু নয়, এর বিশ্বাস এদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। অকূলের কূল তিনি। অনাথের নাথ।

সারা-লা-কালী— সারা দ্য ব্ল্যাক

এঁকে নিয়ে অনেক মতামত এবং মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলে যে, তিনি একজন দাসী ছিলেন, যিনি খ্রিস্টের পরিবারের সেবা করতেন। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি ছিলেন তাঁর কন্যা। যাকে গোপনে মেরি ম্যাগডালিন গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

অন্যান্য কিংবদন্তি তাঁকে কালো চামড়ার হিন্দু দেবী কালীর সাথে যুক্ত করে। তাঁর মন্দির দক্ষিণ ফরাসি সমুদ্রতীরবর্তী শহর সেন্ট-মেরিস-দ্য-লা-মেরে-তে অবস্থিত।

জনশ্রুতি এই যে, যিশুর মৃত্যুর পর লাজারুস তার দুই বোন মার্থা ও মেরি, ম্যাক্সিমিন, মেরি সালো মে এবং মেরি জ্যাকব নৌকো করে এসে পৌঁছায় কামার্ক উপকূলবর্তী গ্রামে। পরে এই তিন মেয়ের নামে গ্রামের নাম হয় সেন্ট মেরিস দ্য লা মের।

জনশ্রুতিতে এও আছে যে, নৌকায় ছিল এক মিশরীয় দাসী যার নাম সারা। মিশর দেশের পুরনো শহর বারানিসের বাসিন্দা সারার গায়ের রং ছিল কালো। বারানিস অঞ্চলের লোকজনের আদি উৎস নাকি ভারতের মালাবার কোস্ট। এই সারাতেই পরবর্তীকালে রোমানির আছেন সারা বলে মানতে শুরু করে। ১৪৩৮ সালে প্রথম সারা কালীর সঙ্গে রোমানিদের জড়িয়ে থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই সারাতেই পরবর্তীকালে রোমানির আছেন সারা বলে মানতে শুরু করে।

১৪৩৮ সালে প্রথম সারা কালীর সঙ্গে রোমানিদের জড়িয়ে থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সমুদ্রের শহর সেন্ট মেরিস— যেখানে রোন নদী ভূমধ্যসাগরের সাথে মিলিত হয়। প্রতি বছর মে মাসের শেষের দিকে, হাজার হাজার রোমানি তীর্থযাত্রী একটি নির্দিষ্ট রীতিতে তাঁকে শ্রদ্ধা ও উপাসনা করতে শহরে আসেন। তাঁর মূর্তিকে নতুন পোশাক পরিয়ে সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

রোমানি শরণার্থী এবং নতুন অভিবাসীরা তাঁকে বাস্তুচ্যুত, হতাশ, বিক্ষুব্ধ, ভ্রমণকারী (যাযাবর) এবং অভাবীদের রক্ষাকর্তা হিসেবে পুজো করে থাকেন। তবে, রোমানি ক্যাথলিকদের মধ্যে সারা-লা-কালীর জনপ্রিয়তা, শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও, রোমান ক্যাথলিক চার্চ তাকে সন্ত বলে মনে করে না। ঐতিহ্যবাহী তান্ত্রিক উপাসনার বাইরে বেরিয়ে সারা পূজিতা হন খ্রিস্টান ধারার সম্পূর্ণ বিপরীতে।

‘দ্য ব্ল্যাক ম্যাডোনা’র লেখক মার্টিনা পেটকোভার মতে, এর কারণ হল রোমানরা— যারা তাঁর বেশিরভাগ উপাসক— ভলক্যান এবং ইউরোপে এমন এক সময়ে এসেছিলেন যখন সমগ্র মহাদেশে খ্রিস্ট ধর্মের মতবাদে চারপাশে আবদ্ধ ছিল।

“ঈশ্বর একজন পুরুষ ছিলেন এবং তাঁর একটি পুত্র ছিলেন যিনি মানবতাকে তাঁদের পাপ থেকে রক্ষা করেছিলেন’ মার্টিনা তাঁর বইতে বলেছেন। ঐশ্বরিক প্রতীকের কোনও স্থান ছিল না।

যিশু খ্রিস্টের মা হওয়া সত্ত্বেও, মেরিকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত ক্যাথলিক চার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ত ঘোষণা করেনি। কিন্তু প্রাচীন ধর্মতে, দেবতাদের পাশাপাশি দেবীদের অস্তিত্ব ছিল। এবং এই দেবীদের প্রায়শই কালো হিসাবে চিত্রিত করা হত।”

কালী ছিলেন এই প্রাচীন দেবীদের একজন। চতুর্থ শতাব্দীতে যখন যাযাবর রোমানিরা উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে ইউরোপে চলে এসেছিল, তখনও তারা কিছু ধরনের শক্তিবাদ বা হিন্দু দেবীর পুজো অনুশীলন করত।

একজন শাস্তিদাতা, ক্রুদ্ধ পুরুষ দেবতা যিনি আপনাকে বলতেন কে কার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অন্ধভাবে কর্তৃত্ব অনুসরণ করতে। তার পরিবর্তে তাদের বিশ্বাস —অনেক পৌত্তলিক ঐতিহ্য এবং প্রাচীন বিশ্বাসের মতো যেখানে মানুষের চেতনায় দেবীদের স্থান ছিল।

(এরপর ২০ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

18 October, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

কালীকথা

কালী করালবদনা। তিনি কালস্বরূপা। সময়, সৃষ্টি, শক্তি, ধ্বংস ও মৃত্যুর প্রতীক। দেবী দশমহাবিদ্যার প্রথম দেবী। তিনি সগুণ, নির্গুণ ও গুণের অতীত। তাঁর উৎপত্তির গল্পগাথা লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

কালী হল ‘কৃষ্ণ’ কালো বা ‘ঘোর বর্ণ’। কালী মানে অন্ধকার বা গাঢ় নীল। দার্শনিক ভিত্তি অনুযায়ী কালী আসলে কাল বা সময়ের প্রতীক, যে সময় অসীম অনন্ত, যার কোনও আকার নেই। যে সময়ের কোনও দিক, তল বা উচ্চতা নেই অর্থাৎ যা মানুষের মস্তিষ্কের সাধারণ ধারণক্ষমতার বাইরে। দার্শনিকদের মতে, সেই নিরাকার অনন্ত ব্রহ্মকে সাধারণের বোধগম্য করার একান্ত প্রচেষ্টা থেকেই আবরণহীন কালীমূর্তির আবির্ভাব। তাই কালীর গায়ের রঙ কালো বা গাঢ় নীল, যা শূন্যতার প্রতীক। যে শূন্যতাই এই বিশ্বের একমাত্র সরল, স্বাভাবিক সত্য। কালীর অঙ্গে গাঢ় নীল বা কালো রং দিয়ে সেই অসীমকে বোঝানো হয়েছে।

যে কৃষ্ণ সেই কি কালী

বাংলা তখন কৃষ্ণপ্রেমে আচ্ছন্ন। দ্বাদশ শতাব্দীর অবিভক্ত বঙ্গদেশ। একদিকে সেন রাজাদের স্বেচ্ছাচার আর অন্যদিকে, বিদেশি শাসকদের লুঠতরাজ এবং উচ্চবর্ণের জমিদারবর্গের অত্যাচারে জর্জরিত অসহায় আদিবাসী বাঙালি। তারা তখন বেঁচে থাকার আশ্রয় খুঁজছিল। তন্ত্র-মন্ত্রের দেবী কালিকা হলেন সেই মহাশক্তি যাঁকে আঁকড়ে ধরে ঘুরে দাঁড়ালেন তাঁরা। কৃষ্ণপ্রেমের অহিংসতাকে পাশে রেখে অতিপ্রাকৃত শক্তির বন্দনা শুরু করলেন।

৬০০ খ্রিস্টাব্দের সময় সীমায় প্রথম কালীকে স্বতন্ত্র দেবী হিসাবে উল্লেখ মেলে হিন্দু শাস্ত্রে। শোনা গেছে, ঋষি বশিষ্ঠ তন্ত্রসাধনার দেবী কালীকে চিন থেকে প্রথম এ-দেশে নিয়ে আসেন। চিন থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত দিয়েই তিনি তন্ত্রসাধন পদ্ধতিকে ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিলেন বলে মনে করা হয়। তাই কালী মূলত উত্তর-পূর্ব ভারতের দেবী হিসাবেই জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

ইতিহাসবিদদের গবেষণা অনুযায়ী মা কালী এই উপমহাদেশে সেই হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার সময় থেকে পূজিত হচ্ছেন। পাঁচ হাজার বছর আগে হরপ্পা সভ্যতায় এক ধরনের মাতৃমূর্তি পাওয়া গেছে যাঁর মুখমণ্ডল করোটির মতো। বিখ্যাত দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই মূর্তিগুলিকে কালীমূর্তির আদি রূপ বলে চিহ্নিত করেন। এ-ছাড়া হরপ্পা সভ্যতায় বলাকা মাতৃকা পূজিত হতেন। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, এই বলাকা মাতৃকামূর্তি আসলে কালীই। দশমহাবিদ্যার বগলা এই বলাকা থেকে এসেছেন বলেও ভাবা হয়। এ-ছাড়া গবেষকেরা এও বলছেন, হরপ্পা সভ্যতায় বলিপ্রথা ছিল সেই বলি নিতেন সপ্ত মাতৃকা। কারও কারও মতে এটাই অগ্নির সপ্তজিহ্বা। অগ্নির সাতজিহ্বার নামের মধ্যেই বৈদিক সাহিত্যে প্রথম কালীর নামের উল্লেখ রয়েছে।

দশম-একাদশ শতকে পালযুগে কালী উপাসনার প্রচলন দেখতে পাওয়া গেছে। পালসম্রাট ধর্মপাল ছিলেন তারা মায়ের উপাসক। মায়ের যিনি ভৈরব সেই মহাকালের মূর্তি তখন তৈরি হত ধর্মপালের আদলে। দশম শতকে মহাকাল সংহিতায় মা কালীর সর্বোচ্চ সর্বময়ী কর্তৃত্বের কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মধ্যযুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের অন্দরে শাক্ত ধর্মের বৈশিষ্ট্যের দেখা মিলেছে। বৃন্দাবনে আজও কৃষ্ণ-কালীর পুজো হয়।

বিভিন্ন শাস্ত্রে কালী

ইতিহাসের বাইরে দেবীভাগবত, কালিকা পুরাণ এবং শ্রীমহাভাগবত অনুসারে আদ্যাশক্তি পরমাপ্রকৃতি কালী পরমব্রহ্মের স্বরূপ।

শিবের অভিন্ন শক্তি কালী-পুরাণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জুড়ে রয়েছেন। দেবীমাহাত্ম্যের প্রথম অধ্যায়ের দেবী হলেন মহাকালী, যিনি ঘুমন্ত বিষ্ণুর শরীর থেকে যোগনিদ্রা রূপে আবির্ভূত হন। মধু এবং কৈটভ নামক দুই অসুরকে বধ করতে বিষ্ণুকে সহযোগিতা করতে মহামায়া রূপ ধারণ করেছিলেন মহাকালী।

মহাভারতেও কালীর উল্লেখ রয়েছে, তিনি কালরাত্রি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যিনি নিহত যোদ্ধা ও পশুদের আত্মা বহন করেন। দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামার আক্রমণের সময় তিনি যুদ্ধে উপস্থিত হন। মহাভারতে ভদ্রকালীরও উল্লেখ রয়েছে। তিনিও পার্বতীর আর এক রূপ দেবী আদিশক্তি।

মা কালীর উৎপত্তি নিয়ে একাধিক কাহিনি রয়েছে সনাতন শাস্ত্রে। শাক্ত মতে, আদ্যাশক্তি মা কালী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি কারণ। বলা হয়, ‘কাল শিবহ্। তস্য পত্নতি কালী।’ অর্থাৎ শিবের আরেক নাম কাল এবং তাঁর স্ত্রী কালী।

দেবীভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী শুম্ভ এবং নিশুম্ভাসুরের প্রধান সেনাপতি ছিল রক্তবীজ। তার ওপর মহাদেবের আশীর্বাদ ছিল যে রক্তবীজের দেহের একবিন্দু রক্ত ধরণীতে পড়লেই তা থেকে এক নতুন অসুরের জন্ম হবে। এই শুম্ভ এবং নিশুম্ভ দৈত্য তখন স্বর্গ, মর্ত্য পাতাল জুড়ে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। তাঁদের অত্যাচারে দেবতারা স্বর্গচ্যুত হন, ঋষিগণ বিতাড়িত হন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র-সহ দেবতারা মা মহামায়ার তপস্যা শুরু করেন। সেই তপস্যায় দেবী প্রসন্ন হন এবং শিবজায়া পার্বতী তাঁর গাত্রকোষ থেকে পরম তেজস্বী, পরম রূপবতী নারীর সৃষ্টি করেন। পার্বতীর কোষ থেকে উৎপন্ন বলে সেই মহাকায়া দেবী কৌশিকী নামে বিখ্যাত হন। দেবী কৌশিকী রূপভেদে চণ্ডীই। মহামায়ার দেহ থেকে নিঃসৃত দেবী কৌশিকী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন, যা দেবী কালীর আদিরূপ। দেবী দেবগণকে অভয় দিয়ে রণক্ষেত্রে গেলেন। কিন্তু সেখানে রক্তবীজ তাঁকে প্রত্যাঘাত করে। দেবী তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করলেন ঠিকই কিন্তু সে যে শিবের আশীর্বাদপ্রাপ্ত তাই রক্তবীজের শোণিতধারা থেকে সৃষ্টি হতে থাকল লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ। সেই মহাসুরকে দমন করা দুঃসাধ্য বুঝে মহাদেবী কৌশিকী, প্রলয়ঙ্করী কালীকে আহ্বান করেন। তাকে নির্দেশ দেন, দেবী কালিকা তখন সেই ভয়ঙ্কর, অসুরের রক্তপান করতে থাকেন। যার ফলে একটা সময়ের পর রক্তবীজাসুরের বিনাশ হয়।

অন্য একটি মতবাদ অনুযায়ী, দেবী দুর্গা যখন রক্তবীজের সঙ্গে লড়াই করছিলেন, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত রক্তবীজের এক ফোঁটা রক্ত থেকে জন্ম নিচ্ছিল কয়েক হাজার অসুর। যুদ্ধ চলাকালীন এই ভয়ংকর পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য মা দুর্গা তাঁর ভ্রু-যুগলের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেন মা কালীর। মা কালীর ভয়াল রূপ, রুদ্রমূর্তি দেখে রীতিমতো ভয় পেয়ে যান সকলে। তাঁর খড়্গে নিহত হতে থাকে একের পর এক অসুর। রক্তবর্ণ লকলকে জিভ বের করে কালী গ্রাস করে নিতে থাকেন একের পর এক অসুর এবং তাদের রণবাহিনীকে। হাতি, ঘোড়াসমেত অসুরের দলকে কালী গ্রাসও করে ফেলেন। রক্তবীজের শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্তক্ষরণ হলেও তা জিভ দিয়ে লেহন করতে থাকেন কালী। শেষে রক্তবীজকে অস্ত্রে বিদ্ধ করে তার শরীরের সব রক্ত পান করে নেন কালী। রক্তবীজের শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্ত যাতে মাটিতে না পড়ে, সে জন্য কালী তাকে শূন্যে তুলে নেন। রক্তবীজকে একেবারে রক্তশূন্য করে দেহ ছুঁড়ে ফেলে দেন।

লিঙ্গ পুরাণ অনুযায়ী শিব-পার্বতীকে দারুকাসুরকে পরাজিত করতে বলেছিলেন। (এরপর ২০ পাতায়)

সে যতই কালো হোক

বাঙালির প্রিয় দেবতা নির্বাচনে যদি ভোট নেওয়া যায় তাহলে কালী বিপুল ভোটে জয়ী হবেন একথা নিশ্চিত। বাংলার এমন কোনও পাড়া খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে কালী মন্দির নেই। কালী আপামর জনতার কাছের দেবতা। ইদানীং অবাঙালি প্রভাবে শিব, কৃষ্ণ এবং বজরংবলি নিয়ে বাঙালি বিশেষ বিশেষ দিনে খানিক মাতামাতি করলেও নিত্যদিনের লালন, পালন, রক্ষণে কালী ভরসা। দুর্গা বিশাল বাণিজ্যের, লক্ষ্মী স্বার্থে, সরস্বতী দায়ে আর মনসা ভয়ে পুজো পান। জগদ্ধাত্রী সাময়িক আর কিছুটা স্থানিক। সারা বছর একইভাবে পুজো পেয়ে কালী কিন্তু জনপ্রিয়তায় প্রথম হচ্ছেনই। ক'দিনের জন্য বাপেরবাড়ি আসা দুর্গাকে ঘিরে উন্মাদনা অবশ্যই অনেক বেশি কারণ দুর্গাকে কেন্দ্র করে একাধিক ব্যবসা শৃঙ্খলের আকারে জড়িয়ে। কালী আমাদের ঘরের মেয়ে, আছে সব কাজেই, কিন্তু তাকে নিয়ে দেখনদারি কম। কালী ঘিরে নানা রহস্য, নানা গল্পকথা। দশমহাবিদ্যার প্রথম রূপ কালী। এই দশমহাবিদ্যা আসলে কী, সেটা নিয়েও নানা আখ্যান। সবচেয়ে

কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ থাকলেও তার কদর আজও খানিক কমই। কিন্তু বাংলার মেয়ে, বাংলার মা কালী যত কালোই হন না কেন তিনি বিপুল ভোটে জয়ী। তিনি আমাদের ঘরের মেয়ে। এখানেই মা কালীর মাহাত্ম্য, তাঁর ম্যাজিক। লিখলেন চৈতালী সিনহা

জনপ্রিয় গল্পটা সতী আর শিবের। সতীর পিতা দক্ষ রাজা আয়োজন করেছেন এক যজ্ঞের, সেখানে শিবের-সতীর নিমন্ত্রণ নেই। শিবের ইচ্ছা নয় যে সতী বিনা নিমন্ত্রণে সেখানে যান। নাছোড়বান্দা সতী, বলেন কারও সাধ্য কী আমাকে সেখানে কেউ কোনওরকম অপমান করে! এই বলে তিনি তাঁর নিজ দশমহাবিদ্যা নামে বহুরূপে শিবের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন। দশমহাবিদ্যা হলেন দেবী কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও কমলা। ভীত শিব অনুমতি দিলেন যাওয়ার। তারপর তো চেনা ইতিহাস! এই গল্পে দুর্গার এক রূপ কালী। এরপর শ্রীশ্রী চণ্ডীকথায় কালীর আবির্ভাবের অন্য গল্প। দেবী চণ্ডী শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক দুই দুর্দান্ত অসুর বধ করতে রণে নেমেছেন। মহিষাসুরের সেনাগুলিও কম যায় না। এল ধূম্রলোচন, চণ্ডী, মুণ্ড দেবী তাদের বধ করলেন নানা কৌশলে। এবার এল মারাত্মক এক অসুর— রক্তবীজ। তার শরীরের একফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়ল জন্ম নেয় হাজার হাজার রক্তবীজ। সকল দেবতা রূপের স্ত্রী শক্তিরা এলেন যুদ্ধে— ব্রহ্মার রূপে ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রের রূপে ঐন্দ্রী ইত্যাদি। কিন্তু ওই রক্তবীজকে মারে কে! তখন শ্রীচণ্ডিকার ললাট থেকে বেরোলেন দেবী কালী। করালবদনা, হাতে অসি, পাশ। গলায় নরমালা, বাঘের চামড়া পরে, শুষ্ক কঙ্কালসার দেহ। যত রক্তবীজ বধ হয় কালী বিরাট হাঁ করে সেই রক্ত খেয়ে ফেলেন। সঙ্গে শিবাকুল অর্থাৎ শৃগালের দল। এবার না পড়ল মাটিতে রক্ত না বাড়ল রক্তবীজের ঝাড়। বিজ্ঞানীরা বলেন এক একক বিন্দু থেকে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি। সেই অনন্তঘন এক একক বিন্দু পয়েন্ট অফ সিংগুলারিটি। বেদান্তের মতে জগৎ সৃষ্টি করেছেন ব্রহ্ম নামক কোনও এক অস্তিত্ব যিনি না নারী, না পুরুষ; না কালো না ধলো ; না সজীব না নির্জীব; না দৃশ্য না অদৃশ্য— এই রকম কিছু

যা সাধারণের বোধের অতীত। শাক্তের মতে সেই একক বিন্দু কালকে কলন করেন তাই তিনি কালী— বিশ্ব প্রসবিনী। মাতৃজ্ঞানে সাধকের সাধনা সম্পূর্ণ হয় দ্রুত, মাতৃকল্পনায় চিন্তায় আসে পূর্ণতা। সেই অসীম শক্তি মাতৃকল্পনায় ধরা দিয়ে হলেন কালী। তমসা বা ব্ল্যাক হোল থেকে সৃষ্টি হল প্রাণ তাই সেই সৃষ্টি বিন্দু কালো তাই কালী কালো। নিশাবসানে সূর্যোদয়ের মুহূর্ত যেন কালীর পায়ে রক্তজবাটি। সৃষ্টি মুহূর্তে সব কিছু অকৃত্রিম, আবরণমুক্ত— তাই কালীও বিবসনা। জন্মের চেয়ে বড় কর্ম— তাই মা কালীর কোমর ঘিরে হাতের মালা… জন্মস্থানের লজ্জা ঢাকবে হাতের কর্ম। নবরাত্রি শুরু হয় প্রতিপদে দেবী শৈলপুত্রী আরাধনায়, শেষ হয় নবমীতে সিদ্ধিদাত্রী আরাধনায়। সপ্তমীর দেবী কালরাত্রি। রাতে মানুষ আশ্রয় নেয় শান্তির ঘুমে। জীবন শেষে মানুষের শান্তির আশ্রয় দেবী কালরাত্রি। লয়ের শেষ সৃষ্টির শুরু, তাই দেবী কালরাত্রি হলেন দেবী কালী। রাত্রির শেষে আসে উষার উদয় তাই কালরাত্রি দেবীর পর অষ্টমীতে পূজিত হয় দেবী মহাগৌরী। কালের হাতে সময়ের সৃষ্টি সময়ের সাথে এসেছে প্রাণ। দেবতা-সৃষ্ট মানুষ নিজেকে ধরে রেখেছে ধর্মে আর ধর্মে এসেছে দেবতা। তাই মানুষের সৃষ্ট প্রতিটি দেবতা প্রকৃতির ছন্দে বাঁধা কারণ মানুষ প্রকৃতি থেকেই শিক্ষা নেয়। রাতের পর দিন, বৃষ্টিতে সৃষ্টি, ফসলের পর উৎসব, শীতের রুক্ষতার পর বসন্তে নতুন প্রাণ— তাই আবার উৎসব। তাই শারদোৎসব কোনও রামের অকাল বোধন নয়, কালের নিয়ম।দেবী কালী হলেন তন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তন্ত্র কথাটি এসেছে তন্তু থেকে। তন্ত্র একটা সিস্টেম বা পদ্ধতি যেমন দেহতন্ত্র, রাজতন্ত্র। মনকে ত্রাণ করলে মন্ত্র আর তনুকে ত্রাণ করলে হল তন্ত্র। বৌদ্ধ আমলে তন্ত্রের চর্চা প্রাধান্য পায়। সনাতন দেবী কালী বৌদ্ধ প্রভাবে রূপ নেন উগ্রতারা ইত্যাদি আর রূপ হয় ভয়াল, আরও ভীষণ। অনেক দিন পর কৃষ্ণচন্দ্র আগমবাগীশ মাকে দিলেন এক মিষ্টি-মধুর রূপ। কালী করালবদনা আর শুষ্কমাংসাতি ভৈরবা মহামাতৃকা রূপ ছেড়ে এলেন মা হয়ে। এখন তিনি আমাদের বড় কাছের সবচেয়ে প্রিয় এক দেবী, এক বিশ্বাস, এক ভরসা। ভয়াল মা হয়েছেন অভয়া। কালীর জনপ্রিয়তা বেড়েছে দিন দিন। এখন মাকে কাছে পেয়েছে সকলে। দুর্গার চমক, আভিজাত্য গ্ল্যামার কালীর নেই। তবে কালীর যেটা আছে তা হল বারোমাস পাশে থেকে কোলে টেনে নেওয়ার ভরসা। দুর্গা যেন বাপের বাড়ি-আসা বিবাহিতা মেয়েটি। সব মলিনতা ঢেকে সবাই তাকে খুশি রাখছে, আনন্দ করছে, যে যতটা পারছে 'ভাল আছি' দেখানোর চেষ্টা করছে। আহা মেয়েটা ক'দিনের জন্য জিরোতে এসেছে, দেখে যাক সবাই ভাল আছে। আর কালী? নিত্যদিনের সুখে-দুঃখে পাশে থেকে বাপকে ভাতের থালা এগিয়ে দেওয়া মেয়েটি। এর সাথে সংসারের সুখ-দুঃখের কথা বলা যায়, টাকা-পয়সার হিসেব করা যায়, ঘরের ফাটা চাল কিংবা ছেঁড়া চাদর নিয়ে কথা বলা যায়।

(এরপর ২০ পাতায়)

সারা দ্য ব্ল্যাক

(১৭ পাতার পর)

রোমানিদের নিজস্ব কর্তৃত্ব, অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রজ্ঞা তাদেরকে উৎসাহিত করেছিল।

ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সংযোগ সরাসরি ছিল। ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলার দাবিকারী মধ্যস্থতাকারী ছাড়া।

পূর্ব ইউরোপে, খ্রিস্টানরা রোমানিদের তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে 'শয়তান-উপাসক' হিসেবে নির্যাতন করত। রোমানিরা সারা-লা-কালী তৈরি করেনি বরং গোঁড়া ইউরোপীয় ক্যাথলিক খ্রিস্টান সমাজের মধ্যে আত্মীকরণ এবং খাপ খাইয়ে নেওয়ার সংগ্রামে, তারা তাদের মাতৃদেবীকে সেন্ট সারার অস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত করেছিল।

রোমানদের জন্য, সারা-লা-কালী স্থিতিস্থাপকতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, হিন্দু দেবী হিসেবে তাঁর উৎপত্তি স্পষ্ট দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। এমনকী সারা নামটিও তৃতীয় শতাব্দীর হিন্দু ধর্মগ্রন্থ দুর্গাসপ্তশতীতে দুর্গা এবং কালীর মতো দেবীদের সাঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

আজ, সেন্ট সারা দ্য ব্ল্যাক— যিনি বঞ্চিতদের রক্ষক— বিশেষ করে যারা ভ্রমণে বাস করেন, (যাযাবর) তাদের সুরক্ষার জন্য, যারা বিশ্বব্যাপী অভিবাসী এবং বাস্তুচ্যুত মানুষের সংগ্রামের প্রতিধ্বনি। সেন্ট-মেরিস-দ্য-লা-মেরের বার্ষিক উৎসবে সেই বিশ্বাস এবং পরিচয়ের একটি শক্তিশালী প্রমাণ। তীর্থযাত্রীরা যখন তাঁর মূর্তি সমুদ্রে বহন করে, তখন তাদের ধর্মীয় শোভাযাত্রা কেবল মেরিদের আগমনের প্রতীক নয়, বরং রোমানি জনগণের এবং তাদের কালো চামড়ার দেবীর যাত্রারও প্রতীক— ভূমি অতিক্রম করা, তাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ করা এবং তাদের দেখাশোনা করা মাতৃরূপকে সম্মান করা। ভারতীয় উৎসব সম্পর্কে অনেক গবেষণা এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। ইতিহাসবিদেরা মনে করেন রোমানিরা প্রাচীন ভারত থেকে পশ্চিমে যাত্রা করেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে ভারতের অনেক ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার অনুষ্ঠান বহন করেছিলেন।

মা কালী যেহেতু ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেবী তাঁর শক্তি ও উপাসনার ধারা সম্ভবত রোমানিদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং ক্রমে তা সারা লা কালী রূপে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরটি ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের একটি চিহ্ন হিসেবে দেখা যেতে পারে। সারা এবং বঙ্গের কালীর সঙ্গে বেশ কিছু সাদৃশ্যের কথা ইতিহাসবিদরা বলে থাকেন।

রক্ষাকারী দেবী মা

মা কালী হলেন শত্রু বিনাশকারী ধ্বংসের মাধ্যমে সৃষ্টির প্রতীক ও সর্বোপরি ভক্তদের তিনি অভয়াদাত্রী মা। তেমনি সেন্ট সারা লা কালী ও রোমানি জনগণের অশুভ শক্তির বিনাশ করে শুভ শক্তির জয়গান তিনি। রোমানি সম্প্রদায়ের এমনই বিশ্বাস যখন তারা বারবার নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার হয়েছেন তখন তারা এই দেবীর কাছে প্রার্থনা করেই বরাভয় লাভ করেছেন এবং তাঁদের শত্রুদের বিনাশ করেন এই দেবী মা। চরম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও মা রক্ষা করেছেন তাঁদের। হিন্দু ধর্মে আমাদের যেমন বিশ্বাস, মা কালী যেমন তাঁর ভক্তদের জন্য সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত করেন,

সঙ্কটহারিণী তিনি। রোমানিদের জীবনের প্রতিটি দুঃসময়ে সারা লা কালী বিপত্তারিণী হয়ে সমস্ত বিপদ থেকে ভক্তদের দূরে রাখেন এমনটাই বিশ্বাস।

মা কালী এবং সেন্ট সারা লা কালীর কালো রঙে তাদের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় সাদৃশ্য। কালো রঙটি সাধারণত মহাকাশ বা শূন্যতার প্রতি যা থেকে সমস্ত কিছু উদ্ভূত এবং যা সমস্ত কিছু ধারণ করে। মা কালীকে এই কালো রংয়ে চিত্রিত করা হয় কারণ তিনি সমস্ত কিছুকে ধারণ করেন একইভাবে সেন্ট সারা লা কালীকে কালো রঙের কারণে 'কালো সারাহ' বলা হয়। যা কিনা তাঁর শক্তি এবং প্রতিরক্ষা শক্তিকে নির্দেশ করে।

তান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক মিল

তন্ত্রশাস্ত্রে, মা কালী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেবী। তন্ত্রসাধনায় দেবীর ধ্বংস ও পুনর্জন্মের শক্তি বিশেষভাবে আরাধনা করা হয়। দেবীর পুজোয় জপ, ধ্যান এবং বিভিন্ন তান্ত্রিক আচার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেন্ট সারা লা কালীর প্রতি রোমানি ভক্তদের উপাসনা এবং তাদের পবিত্র যাত্রাটি এক ধরনের আধ্যাত্মিক সাধনার অংশ। যা তাদের ঐতিহ্য বিশ্বাস এবং সংগ্রামের প্রকাশ। রোমানি উৎসবে দেবীর মূর্তিকে সমুদ্রের জলে নিয়ে যাওয়া এবং জলস্পর্শ করানো এক ধরনের পুনর্জন্ম এবং শুদ্ধীকরণের প্রতীক। এটি মা কালীর ধ্বংস এবং পুনর্জন্মের চক্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মাতৃত্বের প্রতীক

মা কালী এবং সেন্ট সারা লা কালী উভয়েই মাতৃত্বের প্রতীক। মা কালীকে যেমন শত্রু বিনাশকারী হলেও স্নেহময়ী মা হিসেবে দেখা হয়। যিনি করুণার প্রতিমূর্তি। দয়াময়ী মা। সেন্ট সারা লা কালী ও রোমানি জনগোষ্ঠীর কাছে এক স্নেহময়ী মা। ভক্তের দুঃখে বিপদে পাশে দাঁড়ান। রক্ষা করেন।

এই মাতৃস্বরূপা দেবীকে এই কারণে ভক্তরা নিবেদন করেন অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি। ঐতিহাসিকদের কাছে ফ্রান্সের কামার্গের গির্জায় এই ব্ল্যাকমেডোনা লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান, আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য ব্ল্যাক ম্যাডানাদের মতোই এক নারীবাদী দেবী। সারা লা কালী বিভিন্ন ঐতিহ্যের মিশ্রণ হিন্দু দেবী কালী সৃষ্টির এবং ধ্বংসের এক শক্তিশালী যোদ্ধার আধুনিক রূপ সারা। একইসঙ্গে সে মাতৃময়ী ব্ল্যাক ম্যাডোনা। সারার মধ্যেই রোমানিরা খুঁজে পায় শক্তি এবং আশ্রয়ের সহাবস্থান।

কালীকথা

(১৮ পাতার পর)

দারুকাসুর আবার বর পেয়েছিলেন একমাত্র কোনও মহিলাই তাঁকে হত্যা করতে পারবে। পার্বতী তখন শিবের দেহের সঙ্গে মিলিত হন, দারুকা এবং তার বাহিনীকে পরাজিত করতে কালী রূপে পুনরায় আবির্ভূত হন। সেই সময় মহাকালী ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিলেন তখন শিব হস্তক্ষেপ করলে তিনি শান্ত হন।

দেবীর নানা রূপ

তন্ত্র পুরাণে দেবী কালীর একাধিক রূপভেদের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো হল— দক্ষিণাকালী, কৃষ্ণকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, শ্রীকালী, ভদ্রকালী, চামুণ্ডাকালী, শ্মশানকালী ও মহাকালী।

মহাকাল সংহিতায় ন'প্রকার কালীর উল্লেখ পাওয়া যায়। দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, কালকালী, গুহ্যকালী, কামকলাকালী, ধনকালী, সিদ্ধিকালী, চণ্ডিকালিকা। আবার অভিনব গুপ্তের তন্ত্রালোক ও তন্ত্রসার গ্রন্থ দুটিতে কালীর ১৩টি রূপের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো হল— সৃষ্টিকালী, স্থিতিকালী, সংহারকালী,

রক্তকালী, যমকালী, মৃত্যুকালী, রুদ্রকালী, পরমার্ককালী, মার্তণ্ডকালী, কালাগ্নিরুদ্রকালী, মহাকালী, মহাভৈরবঘোর ও চণ্ডকালী। শেষ হবে না মায়ের রূপভেদ। তাঁদের এইসব রূপকল্পের সৃষ্টিরও হাজার একটা কাহিনি। জয়দ্রথ যামল গ্রন্থে কালীর যে রূপগুলির নাম পাওয়া যায়, সেগুলি হল— ডম্বরকালী, রক্ষাকালী, ইন্দীবরকালী, ধনদাকালী, রমণীকালী, ঈশানকালী, জীবকালী, বীর্যকালী, প্রজ্ঞাকালী ও সপ্তার্ণকালী। এছাড়াও বিভিন্ন মন্দিরে ব্রহ্মময়ী, আনন্দময়ী, মা ভবতারিণী রূপে পূজিতা হন মা কালী।

ওই কালো রূপে

অসুরদের বধ করে কালী আরও আরও উগ্রচণ্ডা হয়ে যান। বিজয় তাণ্ডব শুরু করেন। অসুরের মুণ্ড দিয়ে-দিয়ে নিজেকে সাজাতে থাকেন। কোমরবন্ধ ও গলায় মালা পরেন। তাঁর ভয়ঙ্কর নৃত্যে স্বর্গে ত্রাহি-ত্রাহি রব। দেবতারা ছুটলেন দেবাদিদেবের কাছে। কারণ গোটা বিশ্বসংসার প্রায় ধ্বংসের মুখে। মহাদেব গেলেন তাঁর কাছে। কিন্তু তাঁকে দেখতেই পেলেন না মহাকালী! উপায়ান্তর না দেখে কালী যে পথ দিয়ে উন্মাদের মতো নৃত্য করতে-করতে এগচ্ছিলেন সেখানেই মহাদেব শুয়ে পড়েন। পায়ের নিচে স্বামীকে পড়ে থাকতে দেখে লজ্জিতা হন মা। লজ্জায় জিভ কাটেন তিনি। দেবীর লাল জিভ সাদা দাঁত দিয়ে চেপে থাকার অর্থ, ত্যাগের মাধ্যমে ভোগকে দমন করার নিরন্তর চেষ্টা। কালী ত্রিনয়নী। এই ত্রিনয়ন চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির মতো অন্ধকার বিনাশকারী। এই ত্রিনয়নের মাধ্যমে দেবী প্রত্যক্ষ করেন সত্য, শিব ও সুন্দরকে অর্থাৎ বৃহত্তর অর্থে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কে। চতুর্ভুজা দেবীর দুই হাতে থাকে বরাভয় এবং আশীর্বাদ। এই আশীর্বাদ সাহস জোগায়। অপর দুই হাতে থাকে খড়্গ এবং কাটা মুণ্ড। এই খড়্গর সাহায্যে দেবী অজ্ঞানতাকে হত্যা করে জ্ঞানের জন্ম দেন। মানুষের মস্তক হল জ্ঞানের আধার, এই ধারণা থেকেই কাটা মস্তক হাতে নিয়ে দেবী অজ্ঞান মস্তিষ্কে বিশেষ জ্ঞান দান করার চেষ্টা করেন। কালীমূর্তির গলায় পঞ্চাশটি কাটা মুণ্ড থাকে, যা পঞ্চাশটি বর্ণ অর্থাৎ ভাষার প্রতীক। কোমরে ঝোলানো কাটা হাতের কোমরবন্ধনী কর্মের চিহ্ন। কারণ কর্মই আসল।

কালীপুজোর শুরু

বহু যুগ আগে কালী থাকতেন গহীন অরণ্যে, শ্মশানে, মশানে। কৃতী পণ্ডিত মহেশ্বর গৌড়াচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য যিনি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ রূপে সুপরিচিত ছিলেন তিনি জঙ্গল আর শ্মশানবাসিনী মায়ের পুজো সাধারণ সমাজে শুরু করেন। তাঁর পুজো-আচ্চার প্রচার, প্রসার ঘটান। অনেক পণ্ডিতের মতে, দক্ষিণাকালী মূর্তির প্রচলন কৃষ্ণানন্দের আগে ছিল না। এ নিয়ে একটি লোককথা রয়েছে। সারারাত মা-কে নিয়ে লোককাহিনি প্রচলিত আছে। মা কালীকে সারারাত আকুল হয়ে ডেকেও সাড়া পাননি কৃষ্ণানন্দ। ভোরে চলেছেন গঙ্গাস্নানে। ওই সময় পথে এক গরিব প্রায় অর্ধ-উলঙ্গিনী গোয়ালিনী ঘুঁটে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ সামনে আগমবাগীশকে দেখে তিনি লজ্জায় জিভ কেটে ফেলেন। একটি কাঠের পাঠাতনের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই গোয়ালিনী। কুচকুচে কালো সেই নারীর রূপ দেখে বিমোহিত হয়ে গেলেন কৃষ্ণানন্দ। রূপদান করলেন মাতৃমূর্তির। ঠিক করলেন সামনের অমাবস্যাতেই তিনি মায়ের পুজো করবেন। একদিনের মধ্যে কালীমূর্তি তৈরি করে তাতে রং করে চক্ষুদান করে পুজো করেন তিনি। নবদ্বীপের আগমেশ্বরী পাড়ায় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সাধনস্থলে এখনও সেই মূর্তি পুজো হয়। যদিও এ-সবই কল্পকাহিনি, জনশ্রুতি।

সে যতই কালো হোক

(১৯ পাতার পর)

তাই কালী আমার আপনার প্রাণের ঠাকুর। বাহনের তোয়াক্কা নেই, রাত-বিরেতে ভয় নেই, পোশাকের দায় নেই, এলো চুল, বনে বাদাড়ে, শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ানো মেয়েটিকে ভাল না বেসে পারা যায়? সমাজের ভয়কে তোয়াক্কা না করে সমাজকে দাবিয়ে পায়ের তলায় রাখা দাপুটে মেয়ে তো সবার প্রাণের হবেই। কালীর জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ তাঁর পুজোর উপাচার। গাছের চারটি জবা আর বেলপাতা দাও— কালী খুশি। প্রসাদে ফল আছে, মাছ, মাংস, কারণ— সবই আছে। কালের কাছে সত্ত্ব রজ তম— সব একাকার। মদ-মাংস খেতে ভালবাসে তাই বলে নিরামিষ কালী হয় না নাকি! চারটি মাষকলাই নিয়ে হলুদ আর তেল দিলেই হল বৈষ্ণবের আমিষ। কালী তাতেও খুশি। কালীর সবচেয়ে বড় গুণ বর্ণভেদ নেই। নিজে কালো বলে কথায় কথায় বাগদি মেয়ের রূপ ধরে সাধককে দেখা দেন। বামনাই নেই, লিঙ্গ-বৈষম্য নেই। সমাজ-নিধারিত অনেক নিম্নবর্ণের মহিলা রীতিমতো কালীপুজো করেন, ভর ইত্যাদিও হয়। শিল্পের সমঝদার, গান শুনতে ভালবাসেন। কোনও সাধকের গান শুনছিলেন ঘাড় বেঁকিয়ে, গিয়েছে ঘাড়টা বেঁকে, এখনও সেই মন্দিরে আজও মায়ের ঘাড় বাঁকা! কালীর পায়ের তলায় আশ্রয় পেয়েছে শব, এটাই জীবনের পরম সত্য। যা সত্য তাই শিব, তাই শব হয়েছে শিব। শক্তিময় জগৎ, শক্তি অনাদি অনন্ত। সৃষ্টির উৎস সাধকের কল্পনায় মাতৃরূপা। কালী কালকে কলন করেন— সমাকলনে সৃষ্টি অন্তরকলনে সংহার আর এক লিমিটলেস পালন নিয়ে সমগ্র জগৎ ফাংশন। জীবনের না-মেলা সব অঙ্ক মিলে যায় মায়ের শরণে। তাই সব দেবতাকে হারিয়ে কালী বাঙালির প্রাণের দেবতা— সভ্যতার উষা লগ্ন থেকে আজও।